পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 203 Tuesday, 24 June, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২০৩ সংখ্যা ❋ ৯ আষাঢ় ১৪৩২, মঙ্গলবার, ২৪ জুন ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয় তৃণমূল প্রার্থীর

মা-মাটি-মানুষকে কৃতজ্ঞতা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কালীগঞ্জ ও কলকাতা, ২৩ জুনঃ কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয়ী হলেন তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিজেপি প্রার্থী। কমিশন সূত্রের খবর, প্রায় ৫০ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী। কমিশন সূত্রের খবর, তৃণমূল প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট ১ লক্ষ ২ হাজার ১৭৯, বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ৫২ হাজার ৪২৪টি ভোট। কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট ২৮ হাজার ২৬২টি। নোটায় পড়েছে আড়াই হাজার ভোট। অর্থাৎ ৪৯,৭৫৫ ভোটে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে আলিফার বাবা কালীগঞ্জের প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদ ৪৬,৯৮৭ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। অর্থাৎ উপ নির্বাচনে বাবার চেয়েও বেশি ভোট পেলেন কন্যা। এই জয় মা-মাটি-মানুষকে উৎসর্গ করে সোশ্যাল মাধ্যমে জনতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে কালীগঞ্জের দলের কর্মীদেরও প্রশংসা করেছেন তিনি। অন্যদিকে উপ নির্বাচনের ফলাফল সামনে আসতেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''এই নির্বাচন আমাদের ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না।'' ফলাফলের নিরিখে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী। প্রয়াত বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদের মৃত্যুর ফলে এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়। তৃণমূলের টিকিটে এখানে জিতলেন তাঁরই মেয়ে আলিফা। কালীগঞ্জ উপ নির্বাচনের ফলাফলকে বিরোধীরা প্রকাশ্যে বিশেষ পাত্তা দিতে না চাইলেও পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, এই উপনির্বাচন শুধুই একটি কেন্দ্রের ভোট নয়, অনেক বড় অর্থবহন করছে রাজনৈতিক মহলে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই উপনির্বাচন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রধান বিরোধী বিজেপির কাছে কার্যত অ্যাসিড টেস্ট ছিল। তাছাড়া কালীগঞ্জের উপ নির্বাচনকে ঘিরে এবারে একগুচ্ছ পদক্ষেপ

নিয়েছিল কমিশন। বুথের ভিতরে তো বটেই, এবার বাইরেও ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেকটি কুইক রেসপন্স টিমের গাড়ির মাথায় ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের গাড়িতেও লাগানো হয় ক্যামেরা, যাতে সারাদিন লাইভ স্ট্রিমিং চলে। কোনও হিংসা বা অনিয়ম হলে যাতে সঙ্গে সঙ্গে নজরে আসে, তার জন্যই এই উদ্যোগ নেয় কমিশন। নির্বাচনের নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হয় ১৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ও প্রায় দু'হাজার রাজ্য পুলিশ। কাজ করেছে ২০টি কুইক রেসপন্স টিম ও ৮টি র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স ইউনিট। ভোটারদের সুবিধার্থে ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে বুথের বাইরে লাঠিধারী পুলিশ মোতায়েন ছিল। সাহায্য করছে এনসিসি এবং এনএসএস-এর ছাত্রছাত্রীরাও। সব মিলিয়ে উপ নির্বাচন ঘিরে নজিরবিহীন নিরাপত্তায় ব্যবস্থা করেছিল কমিশন। স্বভাবতই, ২৬ এর ভোটের আগে উপ নির্বাচনে এই বিপুল ব্যবধানে জয় কর্মীদের বাড়তি উৎসাহ দেবে বলেই দাবি শাসক শিবিরের। প্রসঙ্গত, উপ নির্বাচনে ভোট পড়েছিল প্রায় ৬৯ শতাংশ। কালীগঞ্জের এই নির্বাচনের ফলাফল আরও একবার প্রমাণ করে দিল যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক অবস্থান এখনও শক্তিশালী। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত বেশি। এর আগে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল, সেখানে এখনকার এই উপনির্বাচনের ফলাফলও সেই একই ট্রেন্ডকে বজায় রেখেছে। কালীগঞ্জের মানুষজনও আশাহত হয়নি। তারা ভোট দিয়ে সেই ব্যক্তিকেই জয়ী করেছে, যাকে তারা বিশ্বাস করেছে এবং যিনি তাদের জন্য কাজ করে গেছেন। আলিফা আহমেদ, তার প্রয়াত বাবা নাসিরউদ্দিন আহমেদের কাজ ও ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে, আগামী দিনগুলোতে আরও বৃহত্তর প্রকল্প নিয়ে মানুষের সেবা করতে প্রস্তুত। এই নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর পরাজয় অবশ্যই রাজ্য রাজনীতিতে একটি বড় বার্তা দিয়েছে। তারা এই নির্বাচনকে একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখেছিল, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যক্রম এবং নেতাদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাদের ভরসা, বিজেপির আশা ভেঙে দিয়েছে। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উল্লাস, অন্যদিকে বিজেপির হতাশা-এটি বাংলার রাজনীতির ভবিষ্যত দিশা দেখানোর একটি বড় ইঙ্গিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস যে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে, এটি সে প্রমাণ দিল। আলিফা আহমেদের এই জয় শুধু পরিবারের জন্য নয়, এটি কালীগঞ্জের মানুষ ও রাজ্যের জন্য এক নতুন সম্ভাবনার সূচনা। আশা করা যায়, আগামী দিনে তিনি আরও শক্তিশালী নেতৃত্ব দিয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করবেন। কালীগঞ্জের উপনির্বাচনের এই ফলাফল নিশ্চিতভাবেই রাজ্যের রাজনীতির মঞ্চে একটি নতুন আলো৷ন সৃষ্টি করেছে, এবং এটি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ হিসেবেই দেখা যাচ্ছে।

‘টাকা নেই এই দাবি মিথ্যে, ডিএ না দিলে আরও খারাপ হবে’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুনঃ সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল বকেয়া ডিএ-এর ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে হবে ২৭ জুনের মধ্যে। এখন সরকারি কর্মীরা এই তারিখের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। আশা করছেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে হয়তো নবান্ন থেকে ডিএ-র ঘোষণা করা হবে। কিন্তু তেমনটা যদি না হয়? এই পরিপ্রেক্ষিতে আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অন্যতম নেতা ভাস্কর ঘোষ। ''আগে তো রাজ্যের জন্য খারাপ হয়েছেই, এবার আরও খারাপ হবে। আমরা আরও কড়া পদক্ষেপ নেব''। ২৭ তারিখ বা তার মধ্যে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ না মিললে কী হতে চলেছে তার আগাম সতর্কবার্তা দিয়ে রেখেছেন ভাস্কর। এক সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ''সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালন করা দেশের মানুষের কর্তব্য। রাজ্যের নির্বাচিত সরকারও ব্যতিক্রম নয়। তাই নির্ধারিত দিনে যদি নির্দেশ মেনে সরকার পদক্ষেপ না করে তাহলে তার পর আর কোনও উপায় নেই তাঁদের কাছে কিছু করার। যা করার কর্মচারীরা করবেন।'' ভাস্কর বলছেন, ''এখনও পর্যন্ত ডিএ দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে খবর নেই। তবে এই কাজ বেশিক্ষণের নয়। সরকারের সদিচ্ছা থাকলেই তা সহজে হয়ে যাবে। তবে বলতে পারি, এবারও যদি ডিএ না দেয় তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ খুবই খারাপ হবে।'' সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতার খোঁচা, এতদিন সরকারের জন্য সবই খারাপ হয়েছে। এবারেও হতে চলেছে। তাই সেই খারাপের যাতে আর সম্মুখীন না হতে হয় তার জন্য ডিএ দিতে হবে। ডিএ ইস্যুতে রাজ্য সরকারের তরফে একাধিকবার বলা হয়েছে যে, তাদের আর্থিক সঙ্কট রয়েছে। যদিও ভাস্কর ঘোষ এমনটা মনে করেন না। তাঁর সাফ কথা, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার মানুষকে ভুল বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে - তাঁদের টাকা নেই। তাই বেশিরভাগ মানুষ ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে সন্তুষ্ট। কিন্তু ‘টাকা নেই’ এই কথাটা বড় মিথ্যে বলে দাবি করেছেন তিনি। ইতিমধ্যে জানা গেছে, তিন ধাপে রাজ্য সরকার মোট সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এই টাকাতেই হয়তো ডিএ মেটানো হবে। যদিও সংগ্রামী মঞ্চের নেতার বক্তব্য, ঋণের সঙ্গে ডিএ মেটানোর কোনও সম্পর্ক নেই। ভাস্কর বলছেন, ''গত ১৬ মে ডিএ সংক্রান্ত নির্দেশ এসেছিল। তার আগেও এই সরকার ঋণ নিয়েছে। আর ২৫ শতাংশ ডিএ দেওয়ার জন্য রাজ্যকে ঋণ নিতে হবে, এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই মনে করি, দুয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।'' ভাস্কর ঘোষের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, ২৭ জুনের পর বড়সড় আন্দোলন হতে চলেছে আর তার সঙ্গে আদালত অবমাননার মামলা তো আছেই। রাজ্য সরকার এখনও বুঝতে পারছে না, তারা কীসের সম্মুখীন হতে চলেছে! অর্থাৎ এক কথায়, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ হয়তো ভেবেই নিয়েছে যে ডিএ তাঁরা পাচ্ছে না। তাই ‘প্ল্যান বি’ তৈরি রাখছে সংগঠন।

দেশে উপনির্বাচনে ৪-১ ফলে গোহারা বিজেপি, ঘুরে দাঁড়ানো আম আদমির পকেটে ২

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বিধানসভার উপনির্বাচনে দেশে মোটের উপর খারাপ ফল করল কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপি। সোমবার পাঁচটি কেন্দ্রের মধ্যে একটি ছাড়া বাকি চারটিই গিয়েছে বিরোধীদের হাতে। পশ্চিমবঙ্গের কালীগঞ্জে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল জিতেছে। অন্যদিকে, গুজরাতের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে অরবিন্দ কেজরিওয়াল আম আদমি পার্টি একটি ছিনিয়ে নিয়েছে। আর একটিতে জিতেছেন বিজেপি প্রার্থী। পাঞ্জাবের শাসকদল আপ জিতেছে

লুধিয়ানা আসনে। অন্যদিকে, কেরলে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম দুই শরিক সিপিএম ও কংগ্রেসের মধ্যে লড়াইয়ে নীলাম্বুর আসনে জয়ী হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দল কংগ্রেস প্রার্থী। গুজরাতের কড়ী আসনে জিতেছেন বিজেপি প্রার্থী। অন্যদিকে, বিসাবদর কেন্দ্র ছিনিয়ে নিয়েছেন আপের গোপাল ইটালিয়া। জুনাগড় জেলার অন্তর্গত বিসাবদর আপ প্রার্থী জেতেন ১৭,৫৮১ ভোটে। ইটালিয়া ছিলেন দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। তিনি বিজেপির কীরিট প্যাটেলকে পরাস্ত করেছেন। কংগ্রেসের নীতিন রণপারিয়া পেয়েছেন তৃতীয় স্থান। অন্যদিকে, কড়ী (তফসিলি জাতি সংরক্ষিত) আসনটি পড়ে মেহসানা জেলায়। বিজেপি প্রার্থী রাজেন্দ্র ছাওড়া প্রায় ৩৯ হাজার ভোটে জিতেছেন এই কেন্দ্র থেকে। দিল্লি আবগারি দুর্নীতি মামলায় বিপর্যস্ত অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল যখন অস্তিত্ব রক্ষার চালাচ্ছে বেশ কিছুকাল ধরে। সেই অবস্থায় ৫টি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ২টিতে জিতে ফের ঝাড়ু হাতে রাজনীতির মঞ্চে উঠে এসেছে আপ। সেখানে পাঁচটিতেই প্রার্থী দিয়ে মাত্র একটি আসনে জিতেছে বিজেপি। আম আদমি পার্টির সঞ্জীব অরোরার জন্য লুধিয়ানা পশ্চিম কেন্দ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গোটা দল। অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া, আতিশীরা অরোরার হয়ে প্রচার চালান। উল্লেখ্য, আর দু-বছরের কম সময়ের মধ্যে পাঞ্জাব বিধানসভা ভোট অনুষ্ঠিত হবে। কেরলের ওয়ানাড় লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নীলাম্বুর উপনির্বাচনে সিপিএম নেতৃত্বাধীন পিনারাই বিজয়ন সরকারকে কড়া ধাক্কা দিয়েছে রাহুল গান্ধির দল কংগ্রেস। এই কেন্দ্রটি একদা ওয়ানাড়ের সাংসদ এবং বর্তমানে দলের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধির সংসদীয় কেন্দ্রের আওতায় পড়ে। সে কারণে কেন্দ্রটি কংগ্রেসের কাছে খুবই সম্মানরক্ষার লড়াই ছিল। নীলাম্বুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী আর্যদান শৌকত প্রায় ১১ হাজারের বেশি ভোটে জিতে মুখরক্ষা করেন। তিনি বাম প্রার্থী এম স্বরাজকে পরাস্ত করেন। আর কিছুকাল আগেই তৃণমূলে যোগ দেওয়া পিভি আনওয়ার অনেকে পিছিয়ে থেকে তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। বাম জোট থেকে ইস্তফা দিয়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়াতেই আসনটি খালি হয়েছিল। এই উপনির্বাচন ছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ এবং বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোটের ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসিড টেস্ট। বিশেষ করে আগামী বছরেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল বিধানসভা ভোট। তার আগে বিজেপি ৪-১ ফলে হেরে যাওয়ায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা দিয়েছে শাসক জোটে।

আরজি কর মামলায় নয়া মোড়, হাইকোর্টে নতুন প্রশ্ন তুলল নির্যাতিতার পরিবার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুনঃ আরজি কর মামলায় নতুন মোড়। উঠছে নতুন প্রশ্ন। আরজি কর খুন ও ধর্ষণ-কাণ্ডে এবার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মৃত চিকিসকের পরিবারের আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী। গত বছর আগস্ট মাসে আরজি কর হাসপাতালের ভিতরেই কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা করেছে নিম্ন আদালত। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। তারপরও একাধিক প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে। এবার মৃতার পরিবারের আইনজীবীর আবেদন, ‘প্লেস অব অকারেন্স’ পরিদর্শন করতে দিতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানানো হয়েছে। আগামিকাল, মঙ্গলবার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। আরজি কর-কাণ্ডে একজনই জড়িত? না কি আরও কেউ জড়িত? আবেদনের শুনানিতে সেই প্রশ্নই উঠে আসে কিছুদিন আগে। বিচারপতি ঘোষও সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন।

কালীগঞ্জে বিজয় মিছিল থেকে বোমা! মৃত্যু শিশুকন্যার, পুলিশকে কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কালীগঞ্জ, ২৩ জুনঃ উপনির্বাচনের জয়ের আনন্দ বদলে গেল বিষাদে! সোমবার কালীগঞ্জ বিধানসভা উপ নির্বাচনের গণনা ছিল। ফলাফল প্রকাশের পর তৃণমূলের তরফে বিজয় মিছিল করা হয়। অভিযোগ, সেই বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া সকেট বোমাতে মোলান্দিতে তামান্না খাতুন নামে ১০ বছরের এক শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিশুকন্যার পরিবার বাম সমর্থক বলে দাবি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে টুইটে পুলিশকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃত শিশুকন্যার পরিবারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেবে। অন্যদিকে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃত শিশু কন্যা চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ত। মোলান্দিতে তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমার ঘায়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। মৃত শিশু কন্যার পরিবার বাম সমর্থক বলে দাবি। অভিযোগ, মোলান্দি থেকে এদিন বাড়ি ফেরার সময় তৃণমূল কর্মীরা বাম সমর্থকের বাড়ি লক্ষ্য করে সকেট বোমা ছোড়ে। তাতেই মৃত্যু হয়েছে শিশুকন্যার। এ ব্যাপারে তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী আলিফা আহমেদ বলেন, ''জয়ের আনন্দকে নষ্ট করতে কেউ বা কারা এঘটনা ঘটাল কিনা, তাও খতিয়ে দেখা দরকার। পুলিশ তদন্তে সবটা দেখছে।'' একই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের তরুণ নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্যও। আরও এক ধাপ এগিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতির দাবি, ''বোমা হামলার পিছনে বিজেপির হাত রয়েছে। হারের বদলা নিতেই এলাকায় বিশৃঙ্খলার পরিবেশ তৈরি করতে বিজেপি এই হামলা করেছে।'' যদিও বিজেপির তরফে অভিযোগ উড়িয়ে ঘটনায় তৃণমূলকে দায়ী করে বলা হয়েছে, এটাই তৃণমূলের কালচার। ওরা বিজয় মিছিল থেকেও বোমা ছোড়ে।

বিধানসভা কক্ষে তুমুল অশান্তি

চলতি অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করা হয় চার বিজেপি বিধায়ককে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুনঃ গত বৃহস্পতিবার কেন বিজেপি বিধায়কদের বক্তব্য রেকর্ড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সেই নিয়ে সোমবার তুমুল বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। যে কারণে অগ্নিমিত্রা পল, মনোজ ওঁরাও, দীপক বর্মন, শংকর ঘোষকে পুরো অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করে দেওয়া হল। মার্শালের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ায় মনোজ ওঁরাওকে পাঁজাকোলা করে বিধানসভায় থেকে বের করলেন মার্শাল। ঘটনা হল বৃহস্পতিবার একটি বিলের উপর আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন বিজেপির বিধায়করা। মন্ত্রীর জবাব না শুনে বিজেপি বিধায়করা বেরিয়ে যাওয়ায় তাদের বক্তব্য কার্যবিবরণী থেকে বাদ দিয়েছিলেন অধ্যক্ষ। সোমবার বিধানসভার শুরুতেই এই বিষয়ে

পয়েন্ট অফ অর্ডার তোলেন অশোক লাহিড়ি। তিনি বলেন কোন আইনে তাঁর বক্তব্য বাদ দেওয়া হল, তা অধ্যক্ষকে জানাতে হবে। জবাব দেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, এরপরই শুরু হয়ে যায় তুমুল বিক্ষোভ। এরপর মার্শাল ডেকে চলতি অধিবেশন থেকে চার চারজন বিজেপি বিধায়ককে বের করে দেওয়া হয়। কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে, এই প্রতিবাদে বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, ''বিধানসভার ভিতরে অত্যাচার চালানো হচ্ছে। এর আগে মনোজ টিগ্গা, দেবলীনা হেমব্রম, আব্দুল মান্নানদের মেরে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আবারও আমাদের হাসপাতালে পাঠাতে চায়। মার্শাল দিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করা হল! বাংলার এই অপশাসন থেকে যদি মুক্তি না দিতে পারি, আমরাও বিজেপি কর্মী না।'' অন্যদিকে বিধানসভার মার্শাল ও কর্মীদেরও পাল্টা অভিযোগ বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে। তাঁদের বক্তব্য, তাঁরাও আহত হয়েছেন। বস্তুত, লবিতে অনেককেই দেখা গিয়েছে যাঁরা হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে রয়েছেন। ঘটনা হল, যখন বিজেপি বিধায়কদের বের করে দেওয়া হচ্ছিল, তখন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কক্ষে ছিলেন না। তিনি পরে বিজেপি বিধায়কদের কাছে সবটা শোনেন। তারপর তিনি বিধায়কদের ভাঙা চশমা, ঘড়ি নিয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ জানান। সেই সময় অধ্যক্ষের সঙ্গে তুমুল তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন বিরোধী দলনেতা। ওয়েলে নেমে স্লোগান শাউটিং করতে থাকেন বিজেপি বিধায়করা। অধ্যক্ষ শুভেন্দুকে বলেন নিজের আসনে গিয়েছে বসতে। কিন্তু তিনি সেকথা না শুনেই নিজের কথা বলতে থাকেন। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর বিজেপি বিধায়করা বিধানসভা থেকে ওয়াক আউট করে বেরিয়ে যান। বাইরে বেরিয়ে ‘চুপ বিধানসভা চলছে’ পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিধানসভায় অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, ''আজকের ঝামেলায় ১৪ জন নিরাপত্তাকর্মী আহত হয়েছেন। বিজেপির পক্ষ থেকেও চশমা ভেঙে যাওয়ার অভিযোগ জানানো হয়েছে। আমি সমস্ত বিষয়টি তদন্ত করে দেখব।'' শুভেন্দু অধিকারী বেরিয়ে এসে বলেন, ''আমরা স্পিকারের টেবিলের সামনে শঙ্কর ঘোষের চশমা, শান্তনু প্রামাণিকের চশমা ও সুব্রত মৈত্রের ঘড়ি প্রামাণ্যস্বরূপ রেখেছি। স্পিকার আমাকে প্রথমে বললেন বেরিয়ে যান। তারপর নিরাপত্তারক্ষী ডেকে বলছেন, ওকে বার করে দাও। সিকিউরিটি মার্শাল আমাকে গোল করে ঘেরে। ২০ জন মহিলা সিকিউরিটি দিয়ে সার্কেল করে রাখা হয়। ওরা চেয়েছিল আমি মহিলা নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে হাতাহাতি করি। কিন্তু আমি আমার দুটো হাত ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে রাখি। আমি ঠিক করেই রেখেছিলাম, আমি হাত বার করব না। আমি চাই, যাতে ধাক্কা মেরে জোর করে আমাকে বার করতে হবে। ১৫ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে ধরনা চালিয়েছিলাম।'' শুভেন্দুর দাবি, ''স্পিকারকে বলেছি, কেবল মাইক ভাঙার জন্য বিজেপি বিধায়কদের বিচার করবেন, এটা হতে পারে না। তাঁকে ঘোষণা করতে হবে, বিজেপি বিধায়কদের শারীরিক নিগ্রহ, চশমা, ঘড়ি-সব কিছুর বিচার করবেন। পরে স্পিকার বাধ্য হয়ে ঘোষণা করেন, সব পক্ষের অভিযোগ পেয়েছি। খতিয়ে দেখে বিচার করবেন।'' শীতকালীন অধিবেশনও আবার তাঁরা সোচ্চার হবেন বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। এদিন হাতাহাতি-ধস্তাধস্তিতে আহত হন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। বিধানসভার চিকিৎসক প্রাথমিকভাবে তাঁকে দেখেন। এরপর অবিলম্বে শঙ্কর ঘোষকে কার্ডিওলজিস্টকে দেখানোর পরামর্শ করেন তিনি। শঙ্কর ঘোষকে পিজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। শঙ্কর ঘোষ বলেন, ''শরীরটা খারাপ লাগছে। প্রেসারটা অনেকটা বেড়েছে। আসলে যেভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তাতে মাথাতেও লেগেছে। চিকিৎসকরা হাসপাতালে যেতে বলছেন। আমি একবার যাব।''

‘জুয়াড়ি ট্রাম্প’কে ইরানি সেনার হুমকি, শুরু করেছেন আপনি, শেষ করব আমরাই

তেহেরান, ২৩ জুনঃ ‘জুয়াড়ি ট্রাম্প, আপনি হয়তো যুদ্ধ শুরু করতে পারেন। কিন্তু, আমরা তাদের মধ্যে একজন, যারা এই যুদ্ধ শেষ করব।‘ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সোমবার এই ভাষাতেই জবাব দিল ইরানের সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড। ইরানের শীর্ষ ধর্মনেতা আমেরিকার হানাদারির পর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এরপর এদিন ফের ইরানি সেন্ট্রাল কমান্ডের মুখপাত্র হুমকি দিয়ে বলেন, ''এবার আরও শক্তিশালী প্রত্যাঘাত হবে আমেরিকার বিরুদ্ধে।'' সেই সঙ্গে এদিনই দুপুরে ইজরায়েলের জেরুজালেম সহ বিভিন্ন শহরে বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক হামলা চালায় ইরানি বাহিনী। এখানকার কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইরানি হামলায় বিস্তীর্ণ এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। প্রায় ৮ হাজার বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। এদিকে, এদিনই উত্তর কোরিয়ার পর চিন, স্পেনও পশ্চিম এশিয়ায় অশান্তির জন্য ইজরায়েল ও ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করে। উল্লেখ্য, এদিনই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী। সব মিলিয়ে একদিকে যখন ইরান-ইজরায়েলের মধ্যে হামলা-পাল্টা হামলা চলছে, তখন আমেরিকার ভূমিকা নিয়েও বিশ্বজুড়ে প্রবল অসন্তোষ গড়ে ওঠায় অশান্তির মোড় অন্যদিকে

ঘুরতে শুরু করেছে। কারণ ২০২৩ সালের গোড়ার দিকে স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, পৃথিবীর ৯টি দেশের হাতে মোট ১২,৫১২টি পরমাণু বোমা রয়েছে। গতবছর পর্যন্ত চিন আরও অন্তত ৬০টি নতুন পরমাণু বোমা যোগ করেছে তাদের সামরিক ভাঁড়ারে। নীচে চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল কোন দেশের হাতে আনুমানিক কটি করে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। এদিন সকালেই উত্তর কোরিয়া আমেরিকা-ইজরায়েলকে একঘরে করার ডাক দেওয়ার পরে স্পেনও ইজরায়েল বিরোধী গুরুতর অবস্থান নিয়েছে। স্পেনের বিদেশমন্ত্রী জোসে ম্যানুয়েল আলবারেজ ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে ইজরায়েলকে বয়কটের ডাক দিয়েছেন। ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিদেশ বিষয়ক পরিষদের বৈঠকের আগে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ''ইজরায়েলের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে কঠিন পদক্ষেপ জরুরি। ওদের বিরুদ্ধে উচিত ইউনিয়নের অবরোধ জারি করা এবং সমস্ত রকমের সামরিক সাহায্য ছাঁটাই করা।'' তিনি বৈঠকে ইইউ-ইজরায়েল চুক্তি বাতিলের আবেদন জানাবেন। ইজরায়েলকে সমস্ত রকমের অস্ত্র বিক্রি এবং বিভিন্ন দিক থেকে বয়কটের দাবি জানান। এদিনও চিন সরাসরি আমেরিকার ইরান বিরোধী যুদ্ধে নামার বিষয়টিকে ভালো চোখে মেনে নেয়নি। বিশ্বের অর্থনীতির কথা ভেবে সকলের কাছে চিনা বিদেশ মন্ত্রক আর্জি জানিয়েছে, এখনই এই যুদ্ধ বন্ধ করতে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। কারণ ইতিমধ্যেই ইরানের ভিতর থেকে দাবি উঠেছে, আমেরিকার হানাদারি জন্য হোরমুজ খাঁড়িমুখ বন্ধ করে দেওয়ার। আর তা হলে গোটা বিশ্বে অপরিশোধিত তেল সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যাস অফ ইন্ডিয়া-র জাতীয় ছাত্র সমাবর্তনে ভাষণ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন ঃ ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যাস অফ ইন্ডিয়া-র জাতীয় ছাত্র সমাবর্তন ২০২৫-এ সোমবার দিল্লিতে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেন, আমাদের সমাজে হিসাবরক্ষকরা উচ্চ মর্যাদা পেয়ে এসেছেন। এর কারণ, আমি বিশ্বাস করি হিসাবরক্ষণ এবং জবাবদিহিতা গভীরভাবে জড়িত। আমরা জবাবদিহিতাকে মূল্য দিই তাই আমরা হিসাবরক্ষণকে বিশেষ গুরুত্ব দিই।রাষ্ট্রপতি বলেন, আইসিএমএআই নিভৃতে থেকে তার ভূমিকা পালন করেছে। অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা আমাদের শিল্প প্রবৃদ্ধিতে কস্ট এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট দের অবদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন যে, আইসিএমএআই দেশের অগ্রগতিতে অংশীদার হয়েছে। এটি নীতি নির্ধারকদের অত্যন্ত মূল্যবান সহায়তা প্রদান করে বলে মনে করা হয়।

আসছে বর্ষা! ঝাড়খণ্ডে হলুদ সতর্কতা জারি

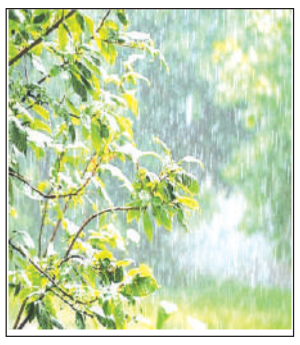

রাঁচি, ২৩ জুন ঃ ঝাড়খণ্ডের প্রায় সব জেলায় ২৪ জুন থেকে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে সোমবার আবহাওয়া দফতর। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে কোথাও কোথাও বজ্রপাতসহ ভারী বৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে। এই কারণে আবহাওয়া বিভাগ হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। এছাড়াও , ২৬ জুনেও কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।

মুম্বইয়ে অনুপমা ধারা বাহিকের সেটে আগুন

মুম্বই, ২৩ জুন ঃ মুম্বইয়ের গোরেগাঁও ফিল্ম সিটিতে অনুপমা ধারাবাহিকের সেটে সোমবার ভোরে আগুন লাগে। পাঁচটি দমকলের ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।জানা গেছে, এই ঘটনায় অনুপমার সেট সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধান করছে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ভোরে গোরেগাঁও ফিল্ম সিটিতে 'অনুপমা' ধারাবাহিকের সেটে শুটিং চলছিল। এদিন ভোর ৫টা নাগাদ সিরিয়ালের সেটে আগুন লেগে আতঙ্ক ছা।য়। আগুন লাগার খবর পেয়েই দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। জানা গেছে, আগুন এখন নিযন্ত্রণে। তবে শুটিং সেটটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। যার ফলে প্রযোজকের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয়।

বিজাপুরে বিস্ফোরক সহ পাঁচ নকশাল গ্রেফতার

বিজাপুর, ২৩ জুন ঃ গত এক সপ্তাহে ছত্তিশগড়ে নকশালরা এক নাবালক ছাত্র সহ গ্রামের পাঁচ যুবককে হত্যার পর বিজাপুর জেলাজুড়ে নকশাল বিরোধী অভিযান জোরদার করা হয়েছে। মাদ্দীদ, গঙ্গালুর এবং জংলা তিনটি থানা এলাকায় নেওয়া অভিযানে মোট পাঁচ নকশালকে গ্রেফতার করা হযেছে। তাদের কাছ থেকে বিস্ফোরক সামগ্রী, নকশালদের পোশাক, ব্যাকপ্যাক, নকশাল সাহিত্য এবং কিছু জরুরি জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। মাদ্দীদ, গঙ্গালুর এবং জংলা থানা এলাকায় অভিযানের পর পাঁচ নকশাল হল সঞ্জয় মারপাল্লি (৩৬), কমলু ওরফে কালামু পুনেম (৩০), কোসা ভোগাম (৪৫), কোসা তমো (৪৫)এবং সোনাধর পোডিয়াম (৪৫)। সোমবার ধৃত পাঁচ নকশালকে আদালতে তোলা হয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রী মোদীর, ৩৭০ ধারা রদের প্রসঙ্গ তুলে স্মরণ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৩ জুনঃডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবসে তাঁকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই দিনটিকে ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে আবার উঠে এল কাশ্মীর ইস্যু এবং ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অবদানের কথা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য তিনি যে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা ভারতবাসী চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাঁর আত্মবলিদান শুধুমাত্র ইতিহাসের একটি অধ্যায় নয়, বরং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি আদর্শও।২৩ জুন দিনটি ভারতের ইতিহাসে এক গম্ভীর ও আবেগঘন দিন। ১৯৫৩ সালের এই দিনেই কাশ্মীর ইস্যুতে প্রতিবাদ জানিয়ে গ্রেফতার হন জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং বন্দিদশায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সেই আত্মবলিদানের স্মৃতিতেই প্রতিবছর এই দিনটি ' বলিদান দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। বিজেপি এবং আরএসএসের মতো সংগঠনগুলো বরাবরই এই দিনটিকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উদযাপন করে থাকে।প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর বার্তায় বলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এমন একজন নেতা যিনি ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ

স্বীকার করেছিলেন। তাঁর জীবন আমাদের প্রেরণা দেয়। তিনি শুধু একজন শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিকই ছিলেন না, ছিলেন একজন দূরদর্শী চিন্তাবিদ যিনি ভারতের স্বার্থে কখনও আপোস করেননি।এই দিনটি উপলক্ষে একাধিক বিজেপি নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে শ্রদ্ধা জানান। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ। তিনি বলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আমাদের আদর্শের পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং তার প্রশাসনে দ্বৈতনীতি চলবে না। ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ছিল সেই সময়ের অন্যতম সাহসী পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ২০১৯ সালে এই ধারা রদের মধ্য দিয়েই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূর্ণতা পায়।বাঁশুরি স্বরাজ আরও বলেন, এই দিনটি শুধু একজন নেতাকে স্মরণ করার দিন নয়, বরং তাঁর আদর্শকে গ্রহণ করার দিন। আমরা যখন ৩৭০ ধারা বিলোপ করি, তখন শুধু সাংবিধানিক পরিবর্তন নয়, এক ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতাও পূর্ণ হয়েছিল। সেই দায়বদ্ধতা ছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতি।বলিদান দিবসে দিল্লি-সহ দেশের নানা প্রান্তে দলীয় কার্যালয়ে ও স্মৃতিস্তম্ভে মাল্যদান, স্মরণসভা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা দলীয় পতাকা ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতি নিয়ে র‍্যালি করেন। যুব মোর্চা থেকে শুরু করে মহিলা মোর্চা- সকলেই নিজেদের মতো করে স্মরণ করেন এই বলিদানকে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই দিনে দল যে রাজনৈতিক বার্তা দেয়, তাতে জাতীয়তাবাদী আবেগকে উস্কে দেওয়ার কৌশলও থাকে। বিশেষত কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপকে যুক্ত করে সাধারণ মানুষের আবেগকে ছুঁয়ে যাওয়ার প্রয়াস দেখা যায়।এদিকে বিরোধী রাজনৈতিক মহলে এই বলিদান দিবসকে ঘিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কেউ কেউ বলেন, ইতিহাসের ঘটনাকে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে তুলে ধরা হয় বিজেপির স্বার্থে। তবে যাঁরা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শের অনুসারী, তাঁদের মতে, এই দিনটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয়, একজন আদর্শবান দেশনেতার আত্মত্যাগকে স্মরণ করার দিন।শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান আজও ভারতের রাজনৈতিক চিন্তন ও জাতীয় নিরাপত্তা আলোচনার কেন্দ্রে অবস্থান করছে। তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ এবং আত্মত্যাগ ভবিষ্যতের প্রজন্মকে দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার পথ দেখাবে, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বলিদান দিবস তাই শুধু অতীত স্মরণ নয়, ভবিষ্যতের জন্য পথচলার অনুপ্রেরণাও।

রাজ্যের সর্বত্রই উৎসবের মেজাজে রক্তদান শিবিরের আয়োজন হচ্ছেঃপর্যটন মন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ জুনঃ রাজধানী আগরতলা শহরের দুর্গা চৌমুহনীস্থিত বিপনি বিতানে ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের নতুন কার্যালযের উদ্বোধন হল। এর উদ্বোধন করেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।এই কার্যালযের উদ্বোধন উপলক্ষে শনিবার আইজিএম হাসপাতালে ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আযোজন করা হয। এই রক্তদান শিবিরেরও উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পর্যটন

দফতরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি, ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সভাপতি পরীক্ষীত দে সহ অন্যান্যরা।রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রক্তের স্বল্পতা দূরীকরণে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এগিয়ে আসে। এটা একটা ভাল দিক। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যের সর্বত্রই এখন উসবের মেজাজে রক্তদান শিবিরের আয়োজন হচ্ছে।তিনি আরো জানান, যেকোনো শুভ অনুষ্ঠানের মাঙ্গলিক আযোজন হোক রক্তদান শিবির। কার্যালযের উদ্বোধন উপলক্ষে ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের এই মহতি উদ্যোগকে স্বাগত জানান তিনি।এই রক্তদান শিবির কে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল লক্ষণীয়।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা জানালেন যোগী আদিত্যনাথ, স্মরণে উজ্জ্বল হল 'এক দেশ, এক বিধান'-এর বার্তা

লখনউ,২৩জুনঃ' এক দেশ, এক বিধান'-এর প্রবক্তা, জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অন্যতম পুরোধা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা জানালেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সকালে লখনউয়ে এক অনুষ্ঠানে এই মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান ও আদর্শকে স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের অখণ্ডতা ও সাংবিধানিক সমতা রক্ষায় তাঁর আত্মবলিদান আমাদের পথপ্রদর্শক। যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ভারতের একতা ও অখণ্ডতার প্রশ্নে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবস্থান ছিল আপসহীন। ' এক দেশ, এক নিশান, এক প্রধান, এক বিধান'-এই ভাবনার ভিত্তিতেই তিনি জম্মু-কাশ্মীরের জন্য পৃথক সংবিধান, পৃথক প্রধানমন্ত্রিত্বের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই একটি যুগের অবসান হলেও, তাঁর আদর্শ আজও সমান প্রাসঙ্গিক।১৯৫৩ সালের ২৩ জুন শ্রীনগরের একটি কারাগারে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হযেছিল। সেই আন্দোলন ছিল ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে

সমতা আনার ডাক। মৃত্যুর পরেও তাঁর এই সংগ্রাম দেশের রাজনৈতিক চেতনার অভিমুখ বদলে দিয়েছে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেয়। এটি কেবল একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং দেশের অখণ্ডতা ও সমতার পথে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।তিনি আরও বলেন, আমরা যারা আজ প্রশাসনে রয়েছি, তারা তাঁর বলিদানের ঋণ শোধ করতে পারব না। তবে আমরা তাঁর দেখানো পথেই দেশের প্রতিটি প্রান্তে উন্নয়ন ও সমতা প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিযোগ করেছি। ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিক যেন সমান অধিকার পায়, সেই লক্ষ্যে শ্যামাপ্রসাদজির মতাদর্শই আমাদের চালিত করছে।লখনউয়ে এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিজেপি নেতারা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য বিজেপি শাখার তরফে আযোজিত এই স্মরণ অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। তাতে তাঁর ছাত্রজীবন, অধ্যাপনা, স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূমিকা, হিন্দু মহাসভা ও পরবর্তীকালে ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কথা বিশদভাবে তুলে ধরা হয়।উল্লেখ্য, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শুধু একজন রাজনীতিবিদই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তিনি শিক্ষা সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভায় শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রকের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। কিন্তু, কাশ্মীর ইস্যুতে জওহরলাল নেহরুর সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেন এবং গড়ে তোলেন ভারতীয় জনসঙ্ঘ-যার উত্তরসূরি আজকের ভারতীয় জনতা পার্টি।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনসঙ্ঘ গঠনের মাধ্যমে তিনি যে বীজ রোপণ করেছিলেন, আজ তা বিশাল বটবৃক্ষ হয়েছে। তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আজ ভারত আত্মনির্ভরতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পথে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। তাঁর দূরদৃষ্টি, সাহস ও আত্মত্যাগের কথা যতই বলা হোক না কেন, তা যথেষ্ট হবে না।আধুনিক ভারতের ইতিহাসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিশেষত জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, ' এক দেশ, এক বিধান'-এর মতো চিন্তা এবং তার জন্য আত্মত্যাগ-সবই ভবিষ্যতের ভারত গঠনে প্রভাব ফেলেছে। বিজেপি সহ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শিবিরে তাঁর ভাবনা আজও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।শেষে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, আমাদের তরুণ প্রজন্মের উচিত তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া। কিভাবে নির্ভীকভাবে নীতির প্রশ্নে অবিচল থাকা যায়, তা শিখতে হবে। দেশপ্রেম, ত্যাগ এবং নৈতিকতার যে মাপকাঠি তিনি রেখে গেছেন, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর প্রযাণ দিবসে আমরা সেই আদর্শে অটুট থাকার শপথ নিই।শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে লখনউয়ে এই শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠানে একবার আরও স্পষ্ট হল যে ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে তিনি শুধুমাত্র একটি নাম নন, বরং একটি চেতনার নাম-যার উৎস ভারতমাতার অখণ্ডতা রক্ষার অঙ্গীকারে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে মোদীর বার্তাঃযোগ মানেই সংহতির সেতুবন্ধন, অন্ধ্রপ্রদেশের উদ্যোগে কৃতজ্ঞতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জুনঃআন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মহোৎসবে দেশজুড়ে যেভাবে মানুষ যোগে অংশ নিয়েছেন, তাতে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মতে, যোগের মাধ্যমে ফের একবার মানুষ একসঙ্গে আসার সুযোগ পেল। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং মানসিক প্রশান্তির সঙ্গে সমাজের সামগ্রিক সংহতির বার্তাও বহন করে এই প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি।বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের ভূমিকার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশের জনগণ যেভাবে যোগকে নিজেদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁদের এই উদ্যোগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি এও জানান, অন্ধ্রের 'যোগান্ধ্র' প্রকল্প এবং বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান, যেখানে তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন, তা ভবিষ্যতে বহু মানুষকে সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসচেতনতার পথে অনুপ্রাণিত করবে।বিশাখাপত্তনমের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলতে গিয়ে মোদী বলেন, এই উদ্যোগ শুধুই একটি শারীরিক অনুশীলনমূলক কর্মসূচি নয়, বরং একটি আত্মিক উপলব্ধি ও সামাজিক ঐক্যের দিকেও এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা। এই অনুষ্ঠান মানুষকে একত্রিত করেছে, তাদের এক অভিন্ন চেতনায় আবদ্ধ করেছে, যেখানে শরীর, মন ও সমাজ একসঙ্গে সুস্থ থাকার শপথ নিয়েছে।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, যোগ আজ আর কেবল শরীরচর্চা নয়, এটি হয়ে উঠেছে একটি আন্তর্জাতিক ভাষা-যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা সীমান্তের কোনও বিভেদ নেই। ভারতের এই প্রাচীন জ্ঞান আজ বিশ্বের নানা প্রান্তে সুস্থতা ও ভারসাম্যের বার্তা বহন করছে। জাতিসংঘের স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর থেকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস প্রতিবারই বিশ্বজুড়ে মানুষকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করছে।যোগের এই বৈশ্বিক বিস্তারই প্রধানমন্ত্রীর মতে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শক্তি এবং বিশ্বে তার মর্যাদার প্রতিফলন। একইসঙ্গে তিনি দেশের মানুষকে অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন প্রতিদিনের জীবনে যোগকে জায়গা দেন। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার পাশাপাশি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও এই পদ্ধতি পরিবর্তন আনতে পারে বলেই তাঁর বিশ্বাস।মোদী আরও বলেন, যে সমাজ যত বেশি সুস্থ ও সচেতন, সে সমাজ তত বেশি ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধ হতে পারে। যোগ সেই সচেতনতা ও সুস্থতার এক অবিচ্ছেদ্য সেতু। তাঁর মতে, যোগ মানে শুধু একক ব্যক্তির উন্নতি নয়, বরং একে অপরের সঙ্গে সংযোগ, সহমর্মিতা এবং সহনশীলতার পথেও এগোনো। এটি আত্ম-উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজ-উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার।এই বছরের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি বিশাখাপত্তনমে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আয়োজিত অনুষ্ঠানে বহু মানুষের অংশগ্রহণ এবং রাজ্য সরকারের সক্রিয় উদ্যোগ প্রমাণ করে দিয়েছে, কীভাবে একটি রাজ্য বা সমাজ যোগকে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে নয়, বরং জীবনের অপরিহার্য অনুশীলন হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।সবশেষে প্রধানমন্ত্রী আবারও সকল অংশগ্রহণকারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই অনুশীলন চলুক প্রতিদিন। যোগ হোক আত্মশুদ্ধির, মনসংযমের এবং সর্বোপরি মানবিক সংহতির চেতনা। এই বার্তাই ছড়িয়ে পড়ুক দেশের প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি হৃদয়ে।এইভাবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্য নতুন করে মনে করিয়ে দিল, যোগ শুধুই অনুশীলনের বিষয় নয়, এটি জীবনের দর্শন, সমাজের কাঠামো এবং জাতির সুস্থ বিকাশের এক অপরিহার্য মাধ্যম হবে বলেন।

দিল্লিতে ৪ থেকে ৬ জুলাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রান্ত প্রচারক বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন ঃ দিল্লির কেশবকুঞ্জে সংঘের কার্যালয়ে ৪ থেকে ৬ জুলাই রাষ্ট্রীয় স্যয়ংসেবক সংঘের বার্ষিক প্রান্ত প্রচারক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে সারা দেশের সংঘের পদাধিকারীরা প্রশিক্ষণ-এর পর্যালোচনা করবেন এবং সংঘের আসন্ন শতবর্ষের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন। বৈঠকে ২০২৫-২৬ সালে সরসঙ্ঘচালকের সফর, শতবর্ষের কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং সাম্প্রতিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পর্যালোচনা করা হবে।সংঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর জানিয়েছেন, এই অখিল ভারতীয় সভা ৪ থেকে ৬ জুলাই দিল্লির কেশবকুঞ্জে অনুষ্ঠিত হবে। এতে সংঘের ১১টি ক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রচারক ও সহ-ক্ষেত্র প্রচারক এবং ৪৬টি প্রান্তের প্রান্ত প্রচারক ও সহ-প্রান্ত প্রচারক থাকবেন। সংঘ অনুসারী বিভিন্ন সংগঠনের সর্বভারতীয় পদাধিকারীরাও সভায় অংশগ্রহণ করবেন।২০২৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সভার পর এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ এর পর্যালোচনা এবং আসন্ন পরিকল্পনার রূপরেখা নির্ধারণের জন্য এই বৈঠকের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত, সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে, সমস্ত সহ-সরকার্যবাহ এবং অখিল ভারতীয় কার্য বিভাগের প্রমুখ, সহ-প্রমুখ এবং কার্যকারিণী সদস্যরা বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। প্রান্ত প্রচারক বৈঠক সর্বভারতীয় স্তরে সংঘের তিনটি প্রধান বৈঠকের মধ্যে অন্যতম। সংঘ এই বছরটিকে শতবর্ষ হিসেবে উদযাপন করছে। শতবর্ষের কর্মসূচি ২০২৫ সালের বিজয়া দশমী থেকে ২০২৬ সালের বিজয়া দশমী পর্যন্ত আযোজিত হবে। এই বছর এই বৈঠকটি সংঘের শতবর্ষের প্রাক-প্রস্তুতির দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে আজ।

অম্বুবাচী উপলক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে মহিলাদের সিঁদুর খেলা

আগরতলা, ২৩ জুন ঃ গত রবিবার থেকে শুরু হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান অম্বুবাচী তিথি। যা চলবে বুধবার রাত পর্যন্ত। এই উপলক্ষে প্রতিবছরের ন্যায় এবছর আগরতলায় লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি সহ অন্যান্য মন্দিরগুলিতে মহিলাদের ভিড় পরিলক্ষিত হয়।আগরতলার লক্ষ্মীনারায়াণ বাড়িতে এই তিথিতে ভক্তদের ভিড় পরিলক্ষিত হয় সোমবার। এদিন সকাল থেকেই নানা বয়সী মহিলারা লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি মন্দিরে ভিড় জমান এবং পরস্পরে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠেন। মূলত পরিবারের মঙ্গলের জন্য এই সময় মহিলারা পূজা দিয়ে থাকেন। টানা চারদিন মন্দিরে মন্দিরে মহিলাদের ভিড় পরিলক্ষিত হবে।এ উপলক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির সামনে মেলাও বসেছে। অম্বুবাচী হিন্দুধর্মের বাসরিক উসব। লোকবিশ্বাস অনুসারে আষাঢ় মাসের ৭ তারিখে মৃগশিরা নক্ষত্রের তিনটি পদ শেষ হলে পৃথিবী বা ধরিত্রী মা রজঃস্বলা হন। এই সময়টিতে অম্বুবাচী পালন করা হয়।অসমের কামাখ্যা মন্দিরে এই উপলক্ষে দেবীর ঋতুকাল সমাগত মনে করে উৎসব পালন করা হয়। সূর্যের দক্ষিণায়নের দিন থেকে তিন দিন অর্থা আষাঢ়ের ৭ তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে এই পার্বণ পালন কাল।

ভারতের আকাশপথ ব্যবহার করে ইরানে হামলা চালায়নি আমেরিকা, ভাইরাল দাবিকে ভুয়ো বলল কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি,২৩জুনঃইরানে সম্প্রতি মার্কিন অভিযানের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এক চাঞ্চল্যকর দাবি ঘিরে শুরু হয় বিতর্ক। তাতে বলা হয়েছিল, আমেরিকা নাকি ইরানে সামরিক হামলা চালাতে ভারতের আকাশপথ ব্যবহার করেছে। এই দাবি ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, প্রশ্ন ওঠে ভারতের ভূমিকাও নিয়ে। তবে এদিন সেই সমস্ত গুজবকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর বলে খণ্ডন করল ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো -র ফ্যাক্ট চেক ইউনিট।স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, ভারতীয় আকাশসীমা ব্যবহার করে ইরানের উপরে মার্কিন সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে এই মর্মে যে খবর ও পোস্টগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা মিথ্যে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং ঘটনাটি সম্পূর্ণ অসত্য।এই ধরনের ভুয়ো খবরে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে কূটনৈতিক মহলেও। কারণ, ইরান-আমেরিকা দ্বন্দ্ব এমনিতেই মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিকে সরগরম করে তুলেছে, সেখানে ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ দেশকে জ।য়ে এমন ভুল বার্তা ছড়ানো আন্তর্জাতিক স্তরেও বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। ফলে দ্রুত কেন্দ্রের তরফে এই মিথ্যে প্রচারকে নস্যা করার প্রযোজন পড়ে।সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া পোস্টগুলিতে দাবি করা হচ্ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিমান ভারতীয় আকাশপথ ব্যবহার করে ইরানে ঢুকে একটি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। এমনকী একটি মানচিত্র-সহ বিভিন্ন পোস্টে ভৌগোলিক পথ দেখিয়ে বোঝানো হচ্ছিল, কীভাবে মার্কিন বিমান সম্ভবত ভারতীয় আকাশসীমা ব্যবহার করেছে। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় নেটমাধ্যমে বিতর্ক, ভারতীয় বিদেশনীতির নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হতে থাকে।তবে ফ্যাক্ট চেক ইউনিট অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি এবং এই তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। ফ্যাক্ট চেকের টুইট বার্তায় লেখা হয়েছে, একটি দাবিতে বলা হচ্ছে ভারতীয় আকাশসীমা ব্যবহার করে মার্কিন বাহিনী ইরানে অভিযান চালিয়েছে। এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভুয়ো। সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে এমন বিভ্রান্তিকর খবর প্রচার বা বিশ্বাস করবেন না।এছাড়াও সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে যে, যেকোনও সেনা অভিযান বা আন্তর্জাতিক ঘটনা সংক্রান্ত খবর যাচাই না করে ছড়ানো হলে তা কেবল সামাজিক বিশৃঙ্খলা নয়, কূটনৈতিক সম্পর্কেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে, এই ধরনের গুজব বা ভুয়ো খবর ছড়ানোর পেছনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার থাকতে পারে, যার লক্ষ্য ভারতের নিরপেক্ষ কূটনৈতিক অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। ভারত বহুদিন ধরেই ইরান এবং আমেরিকা-উভয়ের সঙ্গেই কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলে এসেছে। বিশেষ করে ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং চাবাহার বন্দর প্রকল্পে ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, আমেরিকার সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা রয়েছে দীর্ঘদিনের। এই পরিস্থিতিতে ভারতকে কোনও এক পক্ষের সঙ্গে সামরিকভাবে যুক্ত দেখানোর প্রচেষ্টা বাস্তবে ভারতের ' পররাষ্ট্রনীতি'-কে আঘাত করার শামিল।সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতের আকাশপথ কোনও বিদেশি বাহিনীর সামরিক অভিযানের কাজে ব্যবহৃত হলে তা কেবলমাত্র সুস্পষ্ট দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা এবং কূটনৈতিক অনুমতির ভিত্তিতে হতে পারে। এমন সংবেদনশীল বিষয়ে সরকারের সম্মতি ছাড়া কিছুই ঘটার সম্ভাবনা নেই। এই কারণেই এর তরফ থেকে সরকারিভাবে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে ওই দাবিকে।ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক অধীনস্থ -এর ফ্যাক্ট চেক ইউনিট দীর্ঘদিন ধরেই ভুয়োখবরের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

রাশিফল

মেষঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য শক্তি এবং উৎসাহে ভরপুর হবে। আপনি অনুভব করবেন যে আপনার ইচ্ছা এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের সঠিক সময় এসেছে।

বৃষঃ আজ আপনি প্রতিভা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবেন। আপনি আপনার শৈল্পিক দক্ষতার উন্নতি করার চেষ্টা করবেন। পেশাদার অনুশীলনকে উৎসাহিত করা হবে। কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হবে।

মিথুনঃআপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে, অন্যদের কাজকর্ম নিয়ে চিন্তা করার বদলে, আপনাকে নিজের ভাবমূর্তি এবং সমাজে নিজের অবস্থানের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। খুচরা ব্যবসায়ীরা মুনাফার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি দেখতে পাবেন।।

কর্কটঃ আপনি নিজেই উন্নতির রাস্তা তৈরি করবেন। লোকজনের থেকে আপনি শ্রদ্ধা এবং স্বীকৃতি পাবেন। ব্যাবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অসুস্থতা আপনাকে বিব্রত করবে। শত্রুর কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।।

সিংহঃ বিশাল পরিশ্রম করা বা কোনও কাজ না করা, এই দুটির মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে। আজকে, কঠোর পরিশ্রম করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বিশেষত, আপনি যদি সাফল্য চান। মনে রাখবেন, কঠোর পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। এবং যত তাড়াতাড়ি আপনি তা বুঝতে পারবেন, ততই ভালো হবে।

কন্যাঃ আজকে আপনি ধীর স্থির ও শান্ত থাকবেন এবং প্রায় কোনকিছুই আপনার মানসিক শান্তি ব্যাহত করতে পারবে না।

তুলাঃভবিষ্যতে সুযোগ পাওযার জন্য আপনাকে হয়তো অতীতের অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করতে হবে। আপনার কাছের জিনিসগুলোর প্রতি হয়তো আপনার মালিকানাবোধ জন্মাবে। ।

বৃশ্চিকঃ লোকজন যখন আপনার সাফল্যে উদাসীন থাকেন, তা বোঝা কখনো কখনো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ধনুঃ আজ আপনি ভালো মেজাজে থাকবেন এবং উচ্ছ্বাসের অনুভূতি আপনাকে ঘিরে থাকবে। আপনি কাজ করতে ভালোবাসেন এবং যে কাজ হাতে নেবেন তাতেই আপনার সেরাটা দেবেন।।

মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি সন্তুষ্টি এবং সাফল্যে পূর্ণ হবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হবে এবং আপনি আপনার সহকর্মীদের মধ্যে একটি শক্তিশালী ভাবমূর্তি তৈরি করবেন।

কুম্ভঃআজ আপনি সমস্ত বিষয়ে উন্নতি এবং যথাযথ পরিবর্তনের দিকে মনোনিবেশ করতে থাকবেন। সৃজনশীল কাজে উৎসাহ যোগাবেন। ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখুন। পেশাগত কাজে আগ্রহ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে ভালো ফল পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য পাবেন। বিভিন্ন মামলা পক্ষে থাকবে। সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আপনি বিভিন্ন লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবেন।।

মীনঃ অর্থনৈতিকভাবে, আজ একটি মিশ্র দিন হতে চলেছে। আপনি আজ আর্থিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন, আপনার শব্দটি সত্যই শক্তিশালী করে। আপনি আপনার অতিরিক্ত সময় শিশুদের সাহচর্য উপভোগ করতে ব্যয় করুন- এমনকি এটা ঘটাতে আপনি আপনার পথে এগিয়ে যান। প্রেম বিষয়ক ব্যাপারে বলশালী হওয়া এড়িয়ে চলুন। অতিরিক্ত কাজ থাকা সত্ত্বেও আজকে কর্মক্ষত্রে আপনার

আবহাওয়া

গাঙ্গেয় বঙ্গের উপরে থাকা সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চল কিছুটা শক্তি হারিয়ে সাধারণ নিম্নচাপ অঞ্চল হিসাবে অবস্থান করছে দক্ষিণ বিহার এবং সংলগ্ন এলাকার উপরে। পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখাটি রয়েছে রাজস্থান থেকে মেঘালয় পর্যন্ত। তা পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়েই গিয়েছে। রাজ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে বর্ষা প্রবেশ করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর অবস্থান এবং এই নিম্নচাপ অঞ্চলের কারণেই বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে।

পূর্বাভাস বলছে, সারা সপ্তাহ ধরেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। তবে আপাতত দু'দিন বৃষ্টির দাপট কিছুটা কম থাকবে।৩ দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আবহাওয়ার নতুন কোনও সতর্কতা নেই। সর্বত্র মোটের উপর শুকনো আবহাওয়া থাকবে। দু'একটি জায়গায় মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হতে পারে। তবে রবিবার থেকে আবার বৃষ্টির দাপট বাড়বে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে। কিছু জায়গায় হতে পারে ভারী বর্ষণও।

জোয়ার-সকাল ০৮। ৫৪মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা ৫৪মনিট এবং রাত ১১টা ৫২মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৮-মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৪মিনিটে হবেই।

রথযাত্রা নিয়ে জয়নগর থানার উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৩ জুন ঃ আর কয়েকদিন পর বাঙালির আরো এক উৎসব রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে।আর তার আগে সোমবার বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগর থানা কমপ্লেক্সে রথযাত্রা নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মন্ডল, সমাজসেবী তুহিন বিশ্বাস, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, জয়নগর মজিলপুর দমকল কেন্দ্রের আধিকারিক,জয়নগর বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিক, জয়নগর থানার একাধিক এস আই, এ এস আই, জয়নগর সাব টাফিক, পৌর ও পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।জয়নগর থানা এলাকার একাধিক রথযাত্রা কমিটির সদস্যরা এ দিনের আলোচনা সভায় অংশ নেন।সরকারি নিয়ম মেনে কিভাবে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এদিন।এই রথযাত্রায় সম্পূর্ণ ভাবে ডি জে সাউণ্ড নিষিদ্ধ বলে এদিন আই সি পার্থ সারথি পাল জানালেন।আর দীঘায় এবারই সরকারি ভাবে প্রথম রথযাত্রা শুরু হবার কারনে এবারের রথযাত্রায় সারা রাজ্যে আলাদা গুরুত্ব পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা জোনের উদ্যোগে গ্রাহক সংযোগ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৩ জুন ঃ২১.০৬.২০২৫ তারিখে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়ে একটি গ্রাহক সংযোগ কর্মসূচি (Customers' Outreach Programme) আয়োজন করে। এই শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-এর প্রধান কার্যালয়ের চিফ জেনারেল ম্যানেজার শ্রী রাজেশ সদাশিব ইংলে, ফিল্ড জেনারেল ম্যানেজার (FGMO-কোলকাতা) শ্রী রাজীব কুমার সিংহ এবং কলকাতা জোনের জোনাল ম্যানেজার শ্রী মানিশ কুমার ফুলরে। শ্রী রাজেশ ইংলে তাঁর ভাষণে গ্রাহকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে তাদের দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য। তিনি বলেন, ভারতের সামগ্রিক ও স্থায়ী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়ায় ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই গ্রাহক সংযোগ কর্মসূচির সময়, কলকাতা জোনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপভোক্তাদের মাঝে মোট ১১০ কোটি টাকার অনুমোদিত ঋণের চিঠি বিতরণ করা হয়।উপস্থিত গ্রাহক ও দর্শনার্থীরা ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার এই ধরনের উদ্যোগের জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

চুঁচুড়ায় প্রায় ১৫ একর জমির উপরে এই ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুন ঃ খেলাধুলার উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজন বলে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু মন্তব্য করেছেন। বিধানসভায় আজ বেসরকারি ' নেতাজি সুভাষ ইউনিভার্সিটি অফ স্পোর্টস অ্যান্ড অন্ত্রপ্রেনিয়রশিপ বিল, ২০২৫' এর ওপর আলোচনা শেষে জবাবী ভাষনে তিনি বলেন, সরকার ক্রীড়া প্রতিভাকে লালন পালন করতে পারে। কিন্তু তাদের খুঁজে বের করা এবং বিকাশ ঘটানোর সম্পূর্ণ কাজ সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগকে হাতে হাত মিলিয়ে এই কাজ করতে হবে। বিলের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী আইএস এফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী খেলোয়াড়দের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর দাবি জানান। জবাবে শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সংকীর্ণ রাজনীতির বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত দক্ষতাকে উৎসাহিত করা নীতি নিয়েছেন। এখন শুধুমাত্র জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য পাওয়া খেলোয়াড় নয় ঘরোয়া খেলাধুলাতে সাফল্য পাওয়া প্রতিভাদেরও কাজের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রের প্রাক্তনীদের শুধু মাসিক ভাতা নয় সম্মান দেওয়া হচ্ছে। বক্তৃতা শেষে নাম না করে বিভিন্ন বিল আটকে রাখা প্রসঙ্গে তিনি রাজ্যপালকে কটাক্ষ করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন এর আগের তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিল এখনো হিম ঘরে পড়ে আছে। কেন্দ্রীয় সরকার হয়তো চায়না এদেশের খেলাধুলার সৌরভ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক। আলোচনা শেষে বিলটি ধ্বনি ভোটে বিধানসভায় গৃহীত হয়।। উল্লেখ্য হুগলীর চুঁচুড়ায় প্রায় ১৫ একর জমির উপরে এই ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হবে।

হাওড়ায় শিক্ষাকর্মীকেই বেদম প্রহার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জু ঃ এক কানে দুল পরে দ্বাদশ ক্লাসের ছাত্র স্কুলে আসায় স্কুলের এক শিক্ষাকর্মী টিফিনের সময় তাকে বকুনি দিয়েছিলেন। পরদিন এর বদলা নিতে রাস্তায় ফেলে দলবল নিয়ে ওই শিক্ষাকর্মীকেই বেদম প্রহার করলো অভিযুক্ত ছাত্র। হাওড়ার লিলুয়ার রবীন্দ্র সরণীতে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। লিলুয়ার ওই হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ এনিয়ে লিলুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

বেহালায় 'ফেক সোনা' বিক্রির অভিযোগে গণপিটুনি,মৃত্যু ১

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুন ঃ রবিবার ভোরে বেহালার পার্নাশ্রীর একটি এলাকায. অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলেন দুই ব্যবসায়ী-মাহেন্দ্র সিংহ (৫৫) এবং দীপক সিংহ (৩৩)। তাদের উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মাহেন্দ্রকে মৃত ঘোষণা করা হয়, আর দীপককে গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, রাজস্থান থেকে আসা এই দুই ব্যবসায়ী 'ফেক সোনা' বিক্রির অভিযোগে স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে গণপিটুনির শিকার হন। দীপকের বয়ানের ভিত্তিতে হত্যা এবং হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।পার্নাশ্রী থানার এক অফিসার জানান, রবিবার রাত ২.৩০ টা নাগাদ ধর্মরাজতলা এলাকায় টহল দেওয়ার সময় পুলিশ দীপককে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে। জিজ্ঞাসাবাদে দীপক জানান, তিনি ও তাঁর আত্মীয় মাহেন্দ্রকে পরিচিত কিছু লোক মারধর করেছে। কাছাকাছি কয়েক মিটার দূরে মাহেন্দ্র অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলেন।দুই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করা হয় এনজি সাহা রোডের একটি নির্জন আবাসিক এলাকা থেকে, যেখানে রাত নামলেই জনমানবহীনতা নেমে আসে।এক পুলিশ অফিসার বলেন, মাহেন্দ্রের দেহের চারপাশে রক্তের কোনও চিহ্ন ছিল না, যা দেখে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে তিনি অন্য কোথাও আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং পরে এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে।দীপকের বক্তব্যের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল চিহ্নিত করে-যা দেহ পড়ে থাকার স্থান থেকে কিছু দূরে।দীপকের অভিযোগে সঞ্জীব কর্মকার, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, চন্দন ঘোষ এবং আরও কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে উঠে আসে যে দীপক ও মাহেন্দ্র অভিযুক্তদের কাছে নকল সোনার গয়না বিক্রি করেছিলেন। প্রতারণা বুঝতে পেরে অভিযুক্তরা বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের একটি নির্মাণাধীন সাইটে

ওই দুই ব্যবসায়ীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করে। সেখানে মাহেন্দ্র মারা যান এবং দীপক গুরুতর আহত হন।কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ) রূপেশ কুমার জানান, এফআইআরে নাম থাকা অভিযুক্তসহ মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।তাদের বিরুদ্ধে হত্যা ও হত্যার চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, প্রত্যেক অভিযুক্তের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং এলাকায় থাকা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এক পুলিশ অফিসার বলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন সোনার ব্যবসায়ী, যারা রাজস্থান থেকে সোনা কিনেছিলেন। একজন নির্মাণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, দীপক ও মাহেন্দ্র কবে এবং কী কারণে কলকাতায় এসেছিলেন, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।স্থানীয়রা জানিয়েছেন, তাঁরা নিহতদের বা অভিযুক্তদের কাউকেই চেনেন না।এক বাসিন্দা বলেন, আমি ওই দু'জনকে চিনি না। কে মারল তাদের, তাও জানি না।অন্য এক বাসিন্দা বলেন, রাতে কী হয়েছে, কিছুই জানি না। আমরা রাত ১০টার মধ্যে দরজা-জানালা বন্ধ করে দিই।এলাকায় কিছু নতুন ফ্ল্যাট এবং আলাদা আলাদা বাড়ি রয়েছে, অনেক ফ্ল্যাট এখনো খালি পড়ে আছে।এক বাসিন্দা বলেন, এই এলাকায় সন্ধ্যার পর সব শান্ত হয়ে যায়। কেউ কারও সঙ্গে মেশে না। এখানে কোনও ধরনের সামাজিক মেলামেশা নেই।পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের কাছ থেকে নকল সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তে হোমিসাইড শাখা এবং ফরেনসিক বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।গত বছরের জুন মাসে, কলকাতার কেন্দ্রস্থলের একটি ছাত্রাবাস এবং সল্টলেকে মোবাইল চুরির সন্দেহে অন্তত দুই ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। পুলিস গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখছে বলে জানা গিয়েছে।

গাঙ্গেয় বাংলায় সপ্তাহের মাঝামাঝি আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা, পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুন ঃ সকালে শহর ঘুম ভাঙে মেঘলা আকাশ আর একটানা ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। দেখে মনে হচ্ছিল,

দিনের বাকি সময়টা আরও বেশি বৃষ্টির হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ ছিল অতি সামান্য। আকাশে মেঘ ছিল সারাদিনই, তবে বিকেলের দিকে একটু সময়ের জন্য সূর্য দেখা দিয়েছিল।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এই সপ্তাহের মাঝামাঝি গাঙ্গেয় বাংলায় একটি নতুন আবহাওয়া ব্যবস্থা গঠিত হতে চলেছে, যার ফলে আরও বৃষ্টিপাত হবে। রবিবার আলিপুরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। আকাশে মেঘ থাকার জন্য তাপমাত্রা কম ছিল - শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৬ ডিগ্রি।আবহাওয়া দফতরের রেকর্ড অনুযাযী, রবিবার আলিপুরে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৫ মিমিরও কম।একজন আবহাওয়া আধিকারিক এই বৃষ্টিকে চিরাচরিত বর্ষার বৃষ্টি বলে বর্ণনা করেছেন।তিনি বলেন, দক্ষিণ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল পর্যন্ত একটি পূর্ব-পশ্চিম ট্রফ বিস্তৃত রয়েছে। গাঙ্গেয় বাংলা এই ট্রফের আওতায় রয়েছে। এটি বর্তমানে মুর্শিদাবাদ ও সংলগ্ন অঞ্চলের উপর অবস্থান করছে। এই ট্রফের ফলে বাতাসে আর্দ্রতা ঢুকছে এবং এটি দক্ষিণ বাংলার দিকে নামতে পারে পরবর্তী কয়েক দিনে। এর ফলে কলকাতা সহ আশেপাশের এলাকায় আরও বৃষ্টি হবে।উল্লেখ্য, এখনও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু (বর্ষা) পুরো দেশজুড়ে বিস্তৃত হয়নি। একবার তা বিস্তৃত হলে, এই পূর্ব-পশ্চিম ট্রফটিকে মৌসুমি ট্রফ বলা হবে।রবিবারের এক আবহাওয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু হিমাচল প্রদেশের প্রায় সব অংশ, লাদাখ ও কাশ্মীরের পুরো অংশ, জম্মুর বেশিরভাগ অংশ এবং পাঞ্জাবের কিছু অংশে আরও অগ্রসর হয়েছে। পরবর্তী দুই দিনের মধ্যে মৌসুমি বায়ুর আরও বিস্তৃত হওয়ার অনুকূল পরিবেশ রয়েছে - উত্তর আরব সাগরের বাকি অংশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ ও জম্মুর অবশিষ্ট অংশে।মৌসুমি ট্রফ হল একটি কাল্পনিক রেখা যা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বিভিন্ন নিম্নচাপ কেন্দ্রকে সংযুক্ত করে।এই ট্রফ সবসময় দুলতে থাকে। যখন এটি হিমালয়ের পাদদেশের উপর থাকে, তখন উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বৃষ্টি হয়। আর যখন এটি নিম্নচাপের কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগরের দিকে নেমে আসে, তখন উপকূলবর্তী বাংলায় বৃষ্টি হয়। ট্রফ আরও দক্ষিণে নামলে, দক্ষিণ ভারতে ভারী বৃষ্টি হয়।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এই সপ্তাহের মাঝামাঝি বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক বলেন, ২৫ জুনের আশেপাশে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় উপরিভাগে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।এটি গঠিত হলে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টির বিস্তার ও তীব্রতা দুই-ই বাড়বে। যদি ট্রফটি উপযুক্ত স্থানে অবস্থান করে, তাহলে দক্ষিণবঙ্গের অনেক এলাকায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে, তিনি যোগ করেন।

খানাকুল ও উদয়নারায়ণপুরে বন্যা প্রতিরোধে তৎপর প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, হুগলি,২৩ জুন ঃ বর্ষার আগেই রাজ্যের সেচ দপ্তরের তৎপরতা লক্ষ্য করল হুগলির খানাকুল ও হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর এলাকা। নদী পারের একাধিক এলাকায় বাঁধ ভাঙনের আশঙ্কা থাকায়, সেচ দপ্তরের শীর্ষ কর্তারা পৌঁছে যান নদী পাড়ে। সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয় হুগলি ও দেউলটি খাল সংলগ্ন পরিস্থিতি। জলস্তর বাড়লে কোন কোন জায়গায় বেশি ঝুঁকি রয়েছে, তা চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী মেরামতির পরিকল্পনা করা হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিয়ে শুরু হয়েছে ব্লকভিত্তিক জরুরি বৈঠকও। গত কয়েক বছর ধরে বর্ষা এলে এই দুই অঞ্চলে নদীর জলস্ফীতির জেরে প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ জনপদ। বিশেষত হুগলি ও রূপনারায়ণ নদীর জলস্তর বাড়লেই ভাঙন ও প্লাবন হয় খানাকুল, উদয়নারায়ণপুর, আমতা ও জগবল্লভপুরের একাধিক চাষাবাদ অঞ্চলে। ফলত বহু চাষের জমি, জনবসতি ও রাস্তাঘাট বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবার আগে থেকেই সেচ দপ্তর তৎপর হয়েছে ক্ষয়িষ্ণু বাঁধগুলোর অবস্থা খতিয়ে দেখতে। রাজ্যের সেচ দপ্তরের সচিব স্বয়ং পৌঁছে যান হুগলির খানাকুল ও হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলার ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্তারা এবং সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা। নদী বাঁধ ঘেঁষে বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শন চালানো হয়, কোথাও কোথাও নদীর ধার পরিমাপ করা হয়, আবার কোথাও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেও সমস্যার খোঁজ নেওয়া হয়। বাঁধের যেসব অংশ অতীতে ভেঙে পড়েছিল বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেগুলিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বহু জায়গায় পাথর ও সিমেন্টের স্ল্যাব বসানোর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।সেচ দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, যেসব বাঁধ দুর্বল অবস্থায় রয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে অস্থায়ী মেরামতি তো করা হচ্ছেই, পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। বর্ষার জলে হঠাৎ জলস্তর বেড়ে গেলে যাতে বাঁধ ভেঙে না পড়ে, সেই দিকেই বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।এই পরিদর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল নদী তীরবর্তী চাষাবাদ অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার অবস্থা মূল্যায়ন। বর্ষার সময় জল জমে থাকলে যাতে তা দ্রুত নিষ্কাশন করা যায়, তার জন্য ছোট ছোট খাল ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার দিকেও নজর দিচ্ছে প্রশাসন। বেশ কিছু এলাকায় জল সেচের জন্য পাম্প বসানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের এই তৎপরতায় কিছুটা আশ্বস্ত হলেও তাঁদের একাংশ বলছেন, প্রতিবছরই বর্ষা আসার আগে এমন পরিদর্শন হয়, কিন্তু বন্যা ঠেকানোর নির্দিষ্ট ও টেকসই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না। আমরা চাই এ বছর যেন শুধু জরিপ নয়, কার্যকর মেরামতিও দ্রুত সম্পন্ন হয়।তবে জেলা প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, এবারে রাজ্যের নির্দেশেই তদারকি আরও জোরদার হয়েছে। একাধিক প্রকল্পকে দ্রুত অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আমতা ২ ব্লকের অন্তর্গত উদয়নারায়ণপুর অঞ্চলে রূপনারায়ণ নদীর পাড়ে যে অংশগুলি বারবার ভাঙনের মুখে পড়ে, সেগুলিতে স্থায়ী বাঁধ গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদনও মিলেছে বলে খবর।সেচ দপ্তরের এক সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার জানান, আমরা শুধু বাঁধ মেরামতির দিকে নজর দিচ্ছি না, বরং প্রতিটি নদীর গতিপথ, প্রবাহ, জল ধারণ ক্ষমতা, এবং আশেপাশের জমির উচ্চতা পর্যালোচনা করে 'ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান' তৈরি করছি। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে আগামী ৫ বছরের মধ্যে বন্যার প্রকোপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।এদিকে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ইতিমধ্যে বন্যা মোকাবিলায় প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ব্লকে খাল পরিষ্কারের কাজ চলছে, তৈরি রাখা হয়েছে জরুরি ত্রাণশিবির ও ত্রাণ সামগ্রী। হুগলির খানাকুল ১ ও ২ নম্বর ব্লক এবং হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর ব্লকে জলবন্দি পরিস্থিতিতে দ্রুত পৌঁছনোর জন্য বিশেষ বোট ও যানবাহনের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।বিশেষজ্ঞ মহলের

মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বর্ষার প্রকৃতি এখন আগের থেকে অনেকটাই অনিয়মিত। অল্প সময়ে ভারী বৃষ্টিপাত ও নদীর আচমকা জলস্ফীতি অনেক সময় স্থানীয় অবকাঠামোকে ধাক্কা দেয়। তাই শুধুমাত্র বাঁধ মেরামতি নয়, নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে জল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এখন জরুরি। সেচ দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের এই সম্মিলিত উদ্যোগ সেই দিকেই এক ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।বর্ষার আগে রাজ্যের সেচ দপ্তরের এই তৎপরতা প্রমাণ করল, এবার আর কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রশাসন। বাঁধ ভাঙা মানেই শুধু চাষের ক্ষতি নয়, জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়া, স্কুল-হাসপাতাল কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়া, বহু মানুষের ঘরছাড়া হওয়া- এই সবকিছুর পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সেই লক্ষ্যেই আগে থেকেই মাঠে নামছে রাজ্য। এখন দেখার, বাস্তবে কতটা কার্যকর হয় এই উদ্যোগ, আর কতটা নিরাপদ রাখা যায় হাওড়া ও হুগলির নদী-তীরবর্তী জনপদগুলিকে।

স্ত্রীকে ফেরাতে ধর্নায় স্বামী

সৌরভ দাশ,হিঙ্গলগঞ্জ, ২৩ জুন ঃ হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সাহেবখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর রায় পাড়ার বাসিন্দা এক ব্যক্তি ধর্নায় বসলেন। স্ত্রীকে ফিরে পেতে সাহেব খালি পুলিশ ক্যাম্পের সামনে,বিয়ের রেজেস্ট্রি সার্টিফিকেট হাতে ধর্নায় বসলেন স্বামী। তার অভিযোগ, গত কুড়ি তারিখ, তার বাড়ি না থাকা কালীন সময়ে তার স্ত্রী বাপের বাড়ি যান। পঁচিশ তারিখে স্ত্রী কে বাড়ি আনতে শ্বশুর বাড়িতে গেলে ওই ব্যক্তিকে মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ। অপরদিকে স্ত্রীর অভিযোগ তাকে মারধোর করা হয়েছে,সেক্ষেত্রে স্বামী হিসাবে তার কর্তব্য ছিলো পাশে থাকা ও সাথে থাকা কিন্তু তা না থেকে অন্যত্র ই আছে। তার কথায়, যে স্বামী তাকে চায়না তার সংসার সে করতে চায়না। তিনি জীবনের আশঙ্কা আছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন ধর্নারত ওই ব্যক্তির স্ত্রী।

পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেড
সিআইএন-এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৮০পিএলসি০৩২৯০৮
নিবন্ধিত অফিসঃ ২৫, পার্ক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন- ২২২৯-২৮৮১, ২২৪৯-৫৫২৪
ওয়েবসাইটঃ **www.purbasharesources.in**
ই-মেইলঃ **corporate@purbasharesources.in**

৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেড (কোম্পানি) -এর সদস্যদের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার, ১৭ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে ভারতীয় সময় দুপুর ১২০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভা কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (আইন) এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা, নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এসইবিআই) কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলারসমূহের প্রাসঙ্গিক বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আয়োজিত হবে, এবং এতে ৪৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোম্পানিটি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ৪৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের প্রেরণ করেছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট ডিপোজিটরির নিকট নিবন্ধিত রয়েছে।এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.purbashare-sources.in, ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ www.cse-india.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) www.evotingindia.com - এও পাওয়া যাচ্ছে। ৪৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ও ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২৩শে জুন, ২০২৫ তারিখে প্রেরণ সম্পন্ন হয়েছে।

বুক ক্লোজারঃ
আইনের ধারা ৯১ অনুযায়ী, কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই **শুক্রবার, ১১ই জুলাই, ২০২৫ থেকে বৃহস্পতিবার, ১৭ই জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত** (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

রিমোট ই-ভোটিং ঃ
আইনের ধারা ১০৮, কোম্পানিসমূহ (পরিচালনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং সেবি(লিস্টিং বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত নিয়ম) বিধিমালা, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানিটি এজিএম-এর আগে এবং এজিএম চলাকালীন আলোচ্য বিষয়গুলোর উপর ভোটদানের জন্য তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করছে।এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি সিডিএসএল-কে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য নিয়োগ করেছে। এজিএম-এর নোটিসের অংশ হিসেবে রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিশদ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে ঃ(এরপর আপনার নির্দেশ অনুযায়ী তথ্য যোগ করা যেতে পারে)।

ক. দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়গুলিতে উপলব্ধ থাকবে

সময়কালঃ

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু	**সোমবার, ১৪ জুলাই, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টায়**
রিমোট ই-ভোটিং এর সমাপ্তি	**বুধবার, ১৬ জুলাই, ২০২৫ বিকাল ৫,০০ টায়**

এরপর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করবে।

খ. শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের শেয়ারের অনুপাতে হবে, অর্থাৎ কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে। রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধা সভা চলাকালীনও উপলব্ধ থাকবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা, যারা ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা সভা চলাকালীন তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। কাট-অফ তারিখে যাদের নাম সদস্যদের নিবন্ধন সুবিধাভোগীদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ থাকবে, কেবলমাত্র তারাই বার্ষিক সাধারণ সভার আগে সময়কালে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।

গ. যে কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে নোটিশ প্রেরণের পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে secretarial@purbashare-sources.in ঠিকানায় কোম্পানিকে একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন। ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে তাদের ফোলিও নম্বর ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করতে হবে। কাট-অফ তারিখে সদস্য নন এমন একজন ব্যক্তির বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।

ঘ. যেসব সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রস্তাব(গুলি)তে তাদের ভোট দিয়েছেন, তারাও VC/OAVM-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন, তবে পুনরায় এই ধরনের প্রস্তাব(গুলি)তে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

ঙ. যেসব সদস্যের ডিম্যাট আকারে শেয়ার আছে এবং তারা তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করেননি এবং KYC বিবরণ তাদের নিজ নিজডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর সাথে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যেসব সদস্যের কোম্পানির শেয়ারভৌত আকারে আছে এবং তারা তাদের ইমেল ঠিকানা এবং KYC বিবরণ আপডেট করেননি তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়ক নথিপত্র সহ ফর্ম ISR-1 জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে Niche Technologies Private Limited, ৩ক, অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম তলা,রুম নং ৭কএবং ৭বি, কলকাতা - ৭০০০১৭, অথবা ই-মেইল (নাম এবং ফোলিও নম্বর সহ) nichetechpl@nichetechpl.com ঠিকানায়। উক্ত ফর্মসংক্রান্ত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.purbasharesources.in অথবা RTA এর ওয়েবসাইট www.nichetechpl.com থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় একটি ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা ১৮০০ ২১০৯৯১১ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।ডিপোজিটরি অর্থাৎ সিডিএসএল এবং এনএসডিএল-এর মাধ্যমে লগইন সম্পর্কিত যেকোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটি ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের জন্য হেল্পডেস্ক ঃ

লগইন টাইপঃ	হেল্পডেস্কের বিস্তারিত
সিডিএসএল-এর সাথে ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটি ধারণকারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডাররা	লগইন করার সময় যেকোনো কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন সদস্যরা helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১০৯৯১১-এ যোগাযোগ করে CDSL হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
এনএসডিএল-এর সাথে ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটি ধারণকারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডাররা	লগইন করার সময় কোনও কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হলে সদস্যরা evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে NSDL হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা টোলফ্রি নম্বরে কল করতে পারেন।০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০

পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেডের জন্য
বিকাশ আগরওয়াল
চেয়ারম্যান
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৩শে জুন, ২০২৫
DIN:00012978

অ্যানেস্থেসিয়া ছাড়াই বাঘিনীর আলট্রাসাউন্ড! আলিপুর চিড়িয়াখানায় নজিরবিহীন পশু চিকিৎসা, চমকে উঠেছেন বিশেষজ্ঞরাও

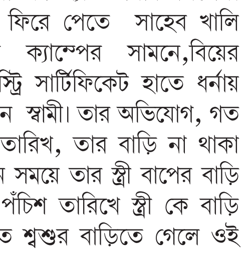

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুন ঃ পশু চিকিৎসার জগতে এক অভূতপূর্ব নজির গড়ল আলিপুর চিড়িয়াখানা। সেখানে অ্যানেস্থেসিয়া ছাড়াই একটি পূর্ণবয়স্ক রয়াল বেঙ্গল বাঘিনীর ইউএসজি (আলট্রাসাউন্ড) করা হল সফলভাবে। গোটা দেশের পশু চিকিৎসার ইতিহাসে এমন সাহসী ও প্রযুক্তিগত সাফল্য প্রথম বলেই দাবি করছেন কর্তৃপক্ষ। একইসঙ্গে, এটি সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ ও ধৈর্যনির্ভর পশু প্রশমনের কৌশলের মাধ্যমে-যা পশুর স্বাস্থ্যের দিক থেকেও অনেক নিরাপদ।এই ঘটনা পশু চিকিৎসার পরিধিতে এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সাধারণভাবে, এত বড় মাপের হিংস্র বন্যপ্রাণীর উপর কোনও ধরনের চিকিৎসার পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে গেলে অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তারও ঝুঁকি থাকে অনেক-বিশেষ করে বারবার অ্যানেস্থেটাইজ করার ফলে পশুর দেহে নানা জটিলতা দেখা দেয়। তাই চিকিৎসকরা বরাবরই বিকল্প উপায়ের খোঁজে ছিলেন। এবার সেই বিকল্প পথে এক বড় সাফল্য এল আলিপুর চিড়িয়াখানার হাত ধরে।ঘটনার কেন্দ্রে থাকা বাঘিনীর নাম 'রাধা' তার বয়স প্রায় ৬ বছর। সম্প্রতি তার শরীরচর্চা ও আচরণে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করেছিলেন পশু চিকিৎসক ও রেঞ্জাররা। বিশেষ করে, খাবারে অনাগ্রহ, ঘন ঘন ঘুমের প্রবণতা এবং পেট ফুলে ওঠার লক্ষণ দেখা দেয়। এরপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রাধার আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষার। কিন্তু প্রশ্ন ছিল, কীভাবে? কারণ, বাঘিনীকে অচেতন না করে পরীক্ষার ঝুঁকি নেওয়া কতটা নিরাপদ হবে তা নিয়ে সংশয় ছিল চিকিৎসক দলেও।চিড়িয়াখানার এক সিনিয়র ভেটেরিনারিয়ান বলেন, আমরা জানতাম অ্যানেস্থেসিয়া দিলে শরীরে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। বাঘিনীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ছিল, কিন্তু আমরা নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম সে গর্ভবতী কি না। ফলে, এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রশমন কৌশল ব্যবহার করে কাজটি করার সিদ্ধান্ত নিই।প্রথম ধাপে রাধাকে তার অভ্যাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কয়েকদিন ধরে তার খাঁচার একটি বিশেষ জায়গায় খাবার দেওয়া হয়, যেখানে সে নিজের পেট দিক করে নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে বসে পড়ে। এই অবস্থানে ও অবস্থানকাল ধরে রাধার জন্য তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় খাবারের মাধ্যমে পুরস্কার দিয়ে। এরপর একাধিক রিহার্সালের মাধ্যমে ধাপে ধাপে পরীক্ষার পরিবেশের সঙ্গে তাকে অভ্যস্ত করানো হয়।চিকিৎসক দলের অন্যতম সদস্য জানিয়েছেন, আমরা আলাদা করে কোনও ধরনের ওষুধ বা ইনজেকশন ব্যবহার করিনি। ওকে এমনভাবে অভ্যস্ত করানো হয়েছিল, যাতে সে ভয় না পায়, এবং কোনও রকম বাধা ছাড়াই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। একবারে নির্ধারিত দিন, নির্ধারিত সময়ে বাঘিনী এসে নির্ধারিত ভঙ্গিতে বসে পড়ে। তার পেটের পাশে দাঁড়িয়ে আলট্রাসাউন্ড যন্ত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া চালান চিকিৎসকরা। এবং সেখানেই মেলে বড় সাফল্য-রাধা অন্তঃসত্ত্বা! চিড়িয়াখানার অধিকর্তা আশিস সামন্ত জানান, এই ঘটনাটি শুধুমাত্র একটি চিকিৎসা প্রক্রিয়ার সাফল্য নয়, বরং পশুর সঙ্গে সহানুভূতিশীল সম্পর্ক স্থাপনের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। অ্যানেস্থেসিয়া ছাড়াই ইউএসজি করা মানে শুধু ঝুঁকি কম নয়, এটা পশুর শরীরের জন্যও নিরাপদ এবং ভবিষ্যতে চিকিৎসা ব্যবস্থায় একটি নতুন পথ দিশা দেখাল।এই সাফল্যের খবর দ্রুতই পৌঁছে গেছে দেশের অন্যান্য চিড়িয়াখানা এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে। দিল্লি, মাদ্রাজ, মাইসোর, নন্দনকানন এবং হায়দরাবাদের চিড়িয়াখানাগুলি আলিপুরের এই পদ্ধতির তথ্য চেয়েছে বলে জানা গেছে। কলকাতার প্রাণীপ্রেমীদের মধ্যেও এই খবরে উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে বাঘিনীর 'ভাল খবর'-এর এক দপ্তরের আধিকারিক বলেন, পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা চিকিৎসা পদ্ধতি মানেই যে কেবল চেইন, গ্যাস বা ইনজেকশনের উপর নির্ভর করা, তা নয়। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আচরণ করেও পশুদের চিকিৎসা সম্ভব-এটা আমরা এতদিন শুধু বইয়ে পড়তাম, এখন আলিপুর চিড়িয়াখানা সেটাকে বাস্তবে করে দেখাল। আপাতত রাধার বিশেষ পর্যবেক্ষণ চলছে। তার খাদ্যতালিকা ও পরিবেশে বদল আনা হয়েছে। আলাদা নজরদারির টিমও তার হাঁটার গতি, ঘুম, ও খাওয়া-দাওয়া সংক্রান্ত উপরে। চিকিৎসকরা আশা করছেন, কয়েক মাসের মধ্যেই সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবেই এক বা একাধিক শাবকের জন্ম দিতে পারে রাধা। চিড়িয়াখানার কর্মীদের এখন একটাই লক্ষ্য-যতটা সম্ভব স্বাভাবিক ও চাপহীন পরিবেশে বাঘিনীর মাতৃত্বকালীন সময় অতিক্রান্ত করানো।এই ঘটনা শুধু চিড়িয়াখানার নয়, গোটা ভারতের পশু চিকিৎসা ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ক্ষেত্রের জন্য এক বড় প্রাপ্তি। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন কৌশল এবং মানবিক উপলব্ধি-এই তিনের সংমিশ্রণেই তৈরি হল এক ইতিহাস। পশু চিকিৎসার বইয়ে হয়তো এবার নতুন একটি অধ্যায় যোগ হবে-যার শিরোনাম, রাধা এক বাঘিনীর নিঃশব্দ আস্থা ও আলিপুর চিড়িয়াখানার সাহসিকতা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২০৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার ৯ আষাঢ় ১৪৩২

ভাষার রাজনীতি না রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ? অমিত শাহের বক্তব্যে ইংরেজির স্থান নিয়ে নতুন আশঙ্কা

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি তাঁর এক বক্তব্যে ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন, তা শুধুমাত্র একটি ভাষা সংক্রান্ত মতামত নয়, বরং এক গভীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বার্তা বহন করে। তিনি বলেছেন, তভারতের প্রশাসনিক ও শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য একদিন থাকবে না।দ এই বক্তব্য সাধারণ মতবিনিময় নয়, বরং তা ভবিষ্যতের নীতিনির্ধারণের ইঙ্গিত বলেই ধরা যায়। প্রশ্ন উঠছে; তাহলে কি ধীরে ধীরে ভারত থেকে ইংরেজির প্রভাব সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা চলছে? আর এই সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অভিঘাত কী হতে পারে? ভারতের মতো বহু ভাষার দেশে, যেখানে শতাধিক ভাষা, সহস্রাধিক উপভাষা রয়েছে, সেখানে একটিকে প্রধান করে বাকিদের উপর চাপিয়ে দেওয়া মানে সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের উপর একরকম হুমকি তৈরি করা। ইংরেজি, এই ভূখণ্ডে আগত একটি ঔপনিবেশিক ভাষা হলেও, স্বাধীনতার পরে তা ক্রমে হয়ে উঠেছে ভারতের অন্যতম শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম। এটি আজ কেবল প্রশাসনিক ভাষা নয়, উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এমনকি আইনি ব্যবস্থারও স্তম্ভ। অমিত শাহের এই মন্তব্যের পিছনে রয়েছে একটি রাজনৈতিক দর্শন; যেখানে দেশজ ভাষার পুনরুত্থানের কথা বলা হচ্ছে। তাত্ত্বিকভাবে এটি ইতিবাচক; সবারই চাওয়া নিজের মাতৃভাষা মর্যাদা পাক। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে যখন আমরা দেখি, তখন বুঝি, কোনও ভাষাকে রাতারাতি রাষ্ট্রব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু করা, অন্য ভাষাকে নিচে নামিয়ে দেওয়া; তা কেবল ভাষা নয়, মানুষের অধিকারেও হস্তক্ষেপ। এখানে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে; আমরা কি ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নয়নের পথে হাঁটব, নাকি ইংরেজিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এক ধরনের একভাষিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি করব? এবং এই উত্তরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও গভীর কিছু বিষয়। আজকের ভারতে, একজন কেরালার নাগরিক যদি একজন পাঞ্জাবির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, তাহলে তাদের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর মাধ্যম হল ইংরেজি। এটা বাস্তব। এমনকি সরকারি অফিস, আদালত, বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি চিকিৎসাব্যবস্থাও এই ভাষার উপর নির্ভরশীল। এমন অবস্থায় ইংরেজিকে শুধুই 'বিদেশি' ভাষা বলে দূরে সরিয়ে দেওয়া কি সম্ভব? অমিত শাহের মত, ইংরেজি ভাষার উপর নির্ভরশীলতা শিক্ষায় বৈষম্য বাড়ায়। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, তিনি চান দেশীয় ভাষায় শিক্ষা আরও প্রসারিত হোক। এটা অবশ্যই জরুরি এবং অনেক ক্ষেত্রেই যৌক্তিক। কিন্তু তা বলে ইংরেজিকে পুরোপুরি সরিয়ে দিলে সমস্যা আরও জটিল হবে। কারণ এখনও দেশের অধিকাংশ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, চাকরি বা গবেষণা ক্ষেত্রের প্রবেশপথে ইংরেজি অপরিহার্য। আপনি যদি আইএএস পরীক্ষায় বসেন, গবেষণা করতে চান, বা বিদেশে পড়াশোনার পরিকল্পনা করেন; তাহলে ইংরেজি ছাড়া এগোনো কঠিন। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শক্তি হল বিকল্পের স্বাধীনতা। একজন নাগরিক কোন ভাষায় পড়াশোনা করবেন, কিসে দক্ষ হবেন, কীভাবে নিজের ভবিষ্যৎ গড়বেন; এটা তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত, রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত নয়। হিন্দি, বাংলা, তামিল, মারাঠি, ওড়িয়া; সব ভাষা যেন বিকশিত হয়, এই চাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তা ইংরেজির বিলুপ্তির বিনিময়ে হলে, তা গণতন্ত্র নয়, বরং একপ্রকার সংস্কার চাপানোর প্রয়াস। এই ধরনের ভাষা-নীতি শুধু শিক্ষাব্যবস্থাকেই নয়, দেশের অর্থনীতিকেও বড় ধাক্কা দিতে পারে। আন্তর্জাতিক লগ্নিকারীরা ভারতকে অনেকাংশে পছন্দ করে এখনকার ইংরেজি-দক্ষ মানব সম্পদের জন্য। ভারতের 'বিপিও', 'আইটি' এবং 'স্টার্টআপ' সেক্টর এই ভাষার উপর নির্ভর করে বিশ্বব্যাপী বিস্তার করেছে। সেই পরিকাঠামো যদি আজ বদলে ফেলা হয়, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, বিশ্ববাজারেও পড়বে। এছাড়াও অমিত শাহের বক্তব্যে এক ধরনের 'ভারতীয়করণ' করার রাজনৈতিক প্রচেষ্টা স্পষ্ট। ভাষা এখানে কেবল ভাষা নয়, বরং একটি আদর্শের বাহক। এবং বহুবার দেখা গেছে; যখনই একটি ভাষাকে রাজনৈতিকভাবে সামনে আনা হয়েছে, তখন অন্য ভাষাগুলি ও তাদের ভাষাভাষীরা একধরনের হুমকির মধ্যে পড়েছেন। হিন্দি, বিশেষত উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলিকে প্রধান ভাষা করার চেষ্টা বহু সময়েই দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারত বা উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এ একপ্রকার সংস্কৃতির উপর কেন্দ্রিকরণ, যেখানে বৈচিত্র্য নয়, একরূপতা চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা কাজ করে। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী, ইংরেজি এখনও প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত এবং এদেশে এটি একটি 'লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ'। এই ব্যবস্থা ১৯৫০-এর দশকে স্থায়ী করা হয়েছিল, কারণ হিন্দির প্রতিরোধে দক্ষিণ ভারত সহ বহু প্রান্তিক অঞ্চল তখন এই ভাষাকে গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। সেই বাস্তবতা আজও অনেকটা একই রকম। তাই ইংরেজির প্রাধান্যকে একেবারে অস্বীকার করা কোনও পরিণত নীতির প্রকাশ হতে পারে না। তবে অমিত শাহের মন্তব্যকে একেবারে বাতিল করাও ঠিক হবে না। কারণ তাতে ভাষা শিক্ষার গভীর সংকটকে বুঝে ওঠার একটি সুযোগ আছে। দেশের বহু শিশু এখনো মাতৃভাষায় সঠিকভাবে শিক্ষালাভ করতে পারছে না। অনেক রাজ্যেই প্রাথমিক স্তরে ভাষার উপযুক্ত শিক্ষক নেই, পাঠ্যবই অপর্যাপ্ত। এই বাস্তবতার মুখে দাঁড়িয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরি। কিন্তু সেটি হওয়া উচিত ইংরেজির বিকল্প নয়, বরং সহাবস্থানে বিশ্বাসী এক বহুভাষিক শিক্ষানীতির ভিত্তিতে। এই বহুভাষিক বাস্তবতাই ভারতের শক্তি। রাষ্ট্র যদি তা উপেক্ষা করে এক ভাষার আধিপত্য তৈরি করতে চায়, তবে তা জাতীয় ঐক্যের জন্য বিপজ্জনক। আজকের দিনে ভাষা যেমন সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মাধ্যম, তেমনি কর্মসংস্থান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কূটনীতির ক্ষেত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। সেই অস্ত্রকে দূরে সরিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণ সম্ভব নয়। সবশেষে বলা যায়, ভারতীয় ভাষার উন্নয়নের চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ইংরেজিকে জাতীয় ভবিষ্যতের পথ থেকে সরে যেতে হবে। বরং চ্যালেঞ্জ হল; কীভাবে আমরা ইংরেজিকে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম থেকে সরিয়ে আনব, অথচ তার গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখব। এই ভারসাম্যই চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত, এবং তা কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের নয়, বরং শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে হওয়া দরকার।

আগুনে বারবার পুড়ছে শহর, ব্যর্থতা স্পষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থায়

শহরের বুকে ক্রমাগত আগুন লাগার ঘটনাগুলি যেন এখন নতুন কোনও খবর নয়; বরং এক চেনা আতঙ্ক। কখনও বিপণিবিতান, কখনও বহুতল আবাসন, কখনও রাস্তার ধারে অস্থায়ী দোকান; প্রতিটি ক্ষেত্রেই আগুন যেন আছড়ে পড়ছে কোনও না কোনও অসতর্কতার ফাঁক গলে। অথচ আগুন নেভানোর পর আমরা আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাই। তদন্ত হয়, রিপোর্ট জমা পড়ে, কিন্তু বাস্তব বদলায় না। এতে করে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে শহরের অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেবল দুর্বলই নয়, অনেকাংশে ভেঙে পড়েছে। গত কয়েক মাসে শহর কলকাতা এবং তার উপকণ্ঠে একাধিক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তিলজলার শপিং কমপ্লেক্স হোক বা পার্কস্ট্রিটের রেস্তোরাঁ, বহুতলের অফিস কিংবা হাসপাতাল; প্রতিটি ক্ষেত্রেই বারবার একই ছবি উঠে এসেছে ফায়ার এক্সিট নেই বা বন্ধ, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা অকেজো, কেউ আগুন লাগার পরে ভিতরে আটকে পড়েছেন, আর দমকলকে খবর দেওয়া হয়েছে অনেক দেরিতে। বারবার এত প্রাণহানির পরও কেন আমরা শিক্ষা নিচ্ছি না? এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, এই ঘটনাগুলির দায় কে নেবে? প্রশাসন বারবার বলছে তারা নোটিস দিয়েছে, তদারকি করেছে, জরিমানা করেছে। কিন্তু তাতে কী হচ্ছে? একবার অগ্নিকাণ্ডের পর কিছুদিনের জন্য সতর্কতা, তারপর আবার সেই একই অবহেলা। যদি সত্যিই প্রশাসনের নজরদারি এতই সক্রিয় হত, তাহলে এত বিপণিবিতান, রেস্তোরাঁ, শপিং মল কীভাবে অগ্নি নিরাপত্তা ছাড়াই দিনের পর দিন চালু থাকে? সত্যিই যদি রাজ্য দমকল দফতরের বা পুরসভার পরিদর্শন ব্যবস্থাটি কার্যকর হত, তাহলে আজ এত জনজীবনের ঝুঁকি থাকত না। বাস্তব পরিস্থিতি হল, ফায়ার লাইসেন্স প্রায়শই টাকা দিয়ে 'ম্যানেজ' করে নেওয়া হয়, এবং কেউই প্রকৃতপক্ষে অগ্নি নিরাপত্তার মান বজায় রাখে না। দমকল বিভাগের অনুমতি না নিয়েই ব্যবসা চলছে; এমন নজির ভুরি ভুরি। প্রশাসনের চোখে এসব পড়ে না? আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যেসব ভবনে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থার কথা বলা আছে, সেগুলির বাস্তব রক্ষণাবেক্ষণ একেবারেই হয় না। জরুরি নির্গমন পথ বন্ধ করে দোকান বসানো হয়, স্টেয়ারকেসে মালপত্র ঠাসা থাকে, আগুন নেভানোর যন্ত্র একেবারে অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকে। এই চিত্র একমাত্র তিলজলাই নয়, গোটা শহরের অসংখ্য বিপণিবিতানে চোখে পড়ে। এতেই প্রমাণ হয়, অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা কাগজে থাকলেও বাস্তবে নেই। সরকারি স্তরে বারবার বলা হয়েছে, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তব বলছে; শুধু আগুন নেভানোর পর এক-আধদিন হইচই করে থেমে যাওয়া প্রশাসনিক তৎপরতা কোন সমস্যার সমাধান নয়। চাই দীর্ঘমেয়াদি, কঠোর ও বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা। শুধু আধুনিক দমকল ইঞ্জিন এনে লাভ নেই, যদি সেটা পৌঁছোতেই না পারে ভিতরে আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার করতে। যতক্ষণ না আগুন লাগার সম্ভাবনা রুখতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ আগুন নেভানোর পরিণাম শুধু ছাই-ভস্মেই শেষ হবে। বিষয়টি আরও উদ্বেগজনক কারণ, শহরের উচ্চবিলাসী নাগরিক জীবনের পাশাপাশি এখানে বসবাসকারী মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষেরও অজস্র অস্থায়ী বাসস্থান, দোকানপাট রয়েছে। সেখানে কোনওভাবেই অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা থাকে না। একটি ছোট শর্টসার্কিটই যে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, তা বারবার প্রমাণিত হচ্ছে। তবুও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার দেখা নেই। অন্যদিকে, অনেক সময় সাধারণ মানুষও উদাসীন। আগুন লাগার পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, কোথায় বেরোতে হবে, কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে; এই সব জরুরি বিষয়ের কোনও প্রশিক্ষণ বা সচেতনতা কার্যক্রম নেই। রেস্তোরাঁ বা মলে ঢোকার সময় কেউ জিজ্ঞাসাও করে না, কোথায় জরুরি নির্গমন পথ আছে। অথচ বিদেশে এই সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি দিক হিসেবে দেখা হয়। একটি আধুনিক নগরীতে অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা শুধু দমকলের দায়িত্ব নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরসভা, বিদ্যুৎ দফতর, বিল্ডিং অথরিটি, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সর্বোপরি নাগরিক সমাজ। একটি ইমারত তৈরি হওয়ার সময় থেকেই পরিকল্পনার মধ্যে অগ্নি নিরাপত্তার ধারা থাকতেই হবে। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স দেওয়ার সময়, তার অগ্নি-নিরাপত্তা কতটা মজবুত; তা যাচাই করা জরুরি। লাইসেন্স নবীকরণে এই দিকগুলি দেখাই যদি নিয়ম হয়, তবে কেন এত অনিয়ম ধরা পড়ে না? এও ভাবতে হবে, বারবার অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকলে জনমানসের মধ্যে একধরনের অবিশ্বাস তৈরি হয় প্রশাসনের প্রতি। মনে পড়ে যায় বিগত বছরগুলির সেই মর্মান্তিক ছবি; কোনওটা হাসপাতালের, কোনওটা বহুতলের, আবার কোনওটা বাজার এলাকার। এই ঘটনাগুলি যে শুধু শোকের নয়, তা নয়; এগুলিই রাষ্ট্রের অসাড়তা, প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং একধরনের স্বেচ্ছাচারিতা ও মুনাফার মোহের নগ্ন উদাহরণ। তাই সময় এসেছে, অগ্নিকাণ্ড সংক্রান্ত আইন ও বিধিনিষেধ কেবল কাগজে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবের প্রেক্ষিতে কড়া করে প্রয়োগ করার। দায়িত্বে অবহেলা করলে কেবল আর্থিক জরিমানা নয়, শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নিতে হবে। যেসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ফায়ার লাইসেন্স ছাড়া চালু রয়েছে, সেগুলির বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। এবং অবশ্যই, দমকল বিভাগের দক্ষতা বাড়াতে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। নয়তো, আমরা শহরের এক কোণ থেকে আরেক কোণে ছুটে বেড়াব আগুন নেভাতে, আর প্রতিবারই পুড়বে শুধু মানুষের জীবন, আত্মীয়ের কান্না আর রাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতা।

শিক্ষকদের উপর পুলিশের হামলা গণতন্ত্রে শিক্ষার উপর আঘাত

সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে ঘটে চলেছে একের পর এক অশুভ ঘটনা, যা শুধু রাজনীতির সীমায় সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং তা প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে। একটি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসেবে প্রতিবাদ করা যেমন মৌলিক অধিকার, তেমনই শিক্ষকদের সম্মান রক্ষা করা কোনও সরকার বা প্রশাসনের করুণা নয়, বরং তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকারের কিছু পদক্ষেপ এই দায়িত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে বলেই মনে করছেন বিশিষ্টজনেরা এবং সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। সম্প্রতি চাকরিচ্যুত কিছু শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। তাঁরা কেবলমাত্র নিজেদের চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবি জানাচ্ছিলেন, যা আদালতের রায়ে বাতিল হলেও পুনর্বিচারের সুযোগ এখনও থেকে যায়। তাঁদের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো বা সেই দাবি তুলে ধরা কোনওভাবেই আইন লঙ্ঘনের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের উপর যেভাবে পুলিশ প্রশাসন চড়াও হয়েছে, তা এক কথায় সভ্য সমাজে অকল্পনীয়। কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ এমনকি মহিলা শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও কোনও সংবেদনশীলতা দেখানো হয়নি; এ ঘটনা আমাদের একবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক সমাজকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে। শিক্ষকের পেশা সব সময়ই সমাজে বিশেষ মর্যাদার। একজন শিক্ষক শুধুমাত্র পাঠ্যবই পড়িয়ে দায়িত্ব শেষ করেন না, তিনি একটি প্রজন্মের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলেন। সেই শিক্ষক যদি চাকরি হারান, যদি তাঁর পরিবারের উপার্জনের একমাত্র পথ বন্ধ হয়ে যায়, তবে তাঁর কষ্টে কাঁপে সমাজের হৃদয়। আর সেই শিক্ষক যদি নিজের অধিকারের জন্য রাস্তায় নামেন, আর তখনও যদি প্রশাসন তাঁকে লাঠি দিয়ে থামাতে চায়, তাহলে তা একটি পরিণত গণতন্ত্রের পরিচয় নয়। এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও অস্বীকার করা যায় না। আদালতের নির্দেশে চাকরি বাতিল হলেও রাজ্য সরকার সেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের ন্যায়বিচারের সুযোগ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পারত। কিন্তু পরিবর্তে দেখা গেল, তাঁদের আন্দোলনকে দমন করতে জারি করা হল কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ। যেন এই শিক্ষকরা বিরোধী পক্ষের কর্মী, যাঁদের দমন করলেই শান্তি ফিরে আসবে। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রকে রাজনীতিমুক্ত রাখাই ছিল বহু দিনের দাবি। আজ সেই শিক্ষাক্ষেত্র রাজনীতির এক অন্যতম মঞ্চ হয়ে উঠেছে। এই ঘটনার ফলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি হয়েছে। এক, শিক্ষকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে গভীর নিরাপত্তাহীনতা। অন্যদিকে, ছাত্রছাত্রীরাও এই ঘটনাগুলির সাক্ষী থেকে শিখছে যে, প্রতিবাদের বদলে ভয় পাওয়াই শ্রেয়। অথচ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই তো মানুষকে যুক্তিবাদী, মানবিক ও সাহসী করে তোলা। তাহলে এই পরিস্থিতি কি শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক উদ্দেশ্যকে লঙ্ঘন করছে না? যে ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের উপর লাঠিচার্জ হতে দেখছে, তাদের মনে কী বার্তা যাচ্ছে? তাদের চোখে প্রশাসনের এই রূপ গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে তুলছে, না ভয় আর হতাশার জন্ম দিচ্ছে? এবং সবচেয়ে বড় কথা, যারা আজ রাস্তায়; তারা তো সেই শিক্ষক, যাঁরা কোনো এক সময়ে নিখুঁত প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা দিয়ে নিয়োগ পেয়েছিলেন। পরে প্রযুক্তিগত বা প্রশাসনিক জটিলতায় সেই নিয়োগ অবৈধ হয়ে গেলেও, তাদের জীবন তো থেমে থাকে না। কিন্তু রাজ্য সরকার কি যথেষ্ট আন্তরিকভাবে তাঁদের পুনর্বহালের উপায় খুঁজেছে? আজ যখন গোটা দেশেই শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সংকট দেখা দিচ্ছে, তখন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি এমন অমানবিক আচরণ যেন সেই সংকটকে আরও গভীর করে তুলছে। একদিকে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, অন্যদিকে শিক্ষকদের প্রতি প্রশাসনের এই আচরণ সেই প্রশ্নকে আরও বৈধতা দিচ্ছে। এমনকি, এই ঘটনার পর রাজ্যের অন্যান্য কর্মপ্রার্থীদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে; যদি কোনওদিন কোনও অনিয়মের কারণে তাঁদের চাকরিও চলে যায়, তবে কি তাঁদেরও এভাবেই পথে নামতে হবে? তাঁদেরও কি লাঠি খেতে হবে? এমন প্রশ্ন উঠছে; রাজ্য সরকার কি শিক্ষকদের আন্দোলনকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের রাস্তা খুঁজতে পারত না? কি কারণে একের পর এক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে বলপ্রয়োগ করে দমন করার প্রয়াস? পুলিশের দায়িত্ব সমাজের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, কিন্তু সেই ক্ষমতা যেন কখনও অন্ধ শক্তিতে পরিণত না হয়। তা হলেই তো গণতন্ত্রের স্তম্ভ নড়ে যায়। এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

—ঃ শাশ্বতী ঃ—

ভক্তি থাকলেই সে মিন্‌মিনে হয় নাকো; তা'র প্রত্যেকটি চলনে, কথায় থাকে একটা বিনীত, প্রত্যয়ী সংশ্লেষ; সংযম, সহ্য আর সমীক্ষা যা' স্বতঃই যুক্তিপ্রভবী। যা'দের নাই; সেবাবিমুখ, দাবীওয়ালা, অলীক-ধারণাপোষী, তা'রা সেবাপটু হয় কম। দোষদর্শী যা'রা; তা'রা মানুষকে আপন করতে পারে না, অসহিষ্ণু-প্রকৃতি হ'য়ে ওঠে, ফলে, দুঃখকে অনিবার্য্য ক'রে তোলে; তা' পাওয়ায় এবং দেওয়ায়। একটা অলীক ভিত্তির উপর খাড়া করে ধারণাকে অভিভূত করে রেখো না, ব্যাপারটা বোঝ, কর, দেখ, প্রত্যয়ে তাকে দীপ্ত ক'রে তোল,; তবেই তো তা' অকাট্য হবে, ভাল-মন্দ বেছে নিতে পারবে তা' থেকে, চলতে পারবে কল্যাণের পথে; ভগবান, ইষ্ট বা ধর্ম্মের মন্দ যা' তা'কে এড়িয়ে। মৌখিক স্তুতির ভিতর-দিয়ে যা'রা ধর্ম্মবিরোধী কাজ করে, তা'রা হ'লো সব চাইতে বড় শয়তানের দূত; প্রকৃষ্ট লোক-দূষক।

পদ্মপুরাণে মনসা চাঁদ সদাগরেরও বেহুলা বাসর ঘর

দুরন্তবার্তা, শ্যামল সান্যাল, ঢাকাঃ হিন্দু শাস্ত্রে আঠারটি পুরাণ রয়েছে। পদ্মপুরাণ হচ্ছে তৎমধ্যে একটি।এই পুরাণের প্রধান দেবতা সর্পদেবী মনসা।মনসা হচ্ছে শিবের কন্যা।সমুদ্র মন্থনের সময় শিব বিষ পান করেছিলেন এবং সেই বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত করেছিলেন মা মনসা এরপর থেকে মনসাকে বিষহরিও বলা হয়। পদ্মপুরাণ-এর মূল উপজীব্য চাঁদ সদাগরের উপর দেবী মনসার অত্যাচার,চাঁদের পুত্র লখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যুও পুত্রবধূ বেহুলার আত্মত্যাগের উপাখ্যান। পদ্মপুরাণের কাহিনী বিশালও বিস্তৃত, তবে আমার সংক্ষিপ্ত আকারে লেখার প্রয়াস মাত্র। মনসা সর্প দেবী হওয়ার কারণে স্বর্গলোকে দেবীত্ব লাভে বাধা আসে। দেবাদিদেব মহাদেব শিব মনসাকে বলেছিলেন তুমি স্বর্গের দেবীত্ব স্বীকৃতি লাভ করতে হলে,তোমাকে মর্ত্যে শিবের উপাসক দ্বারা পূজিত হতে হবে।চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দরওতার ব্যবসায়ীক সতীর্থ সাহার কন্যা বেহুলা। চাঁদ সওদাগর ছিলেন হিন্দু দেবতা শিবের একনিষ্ঠ পূজারী। তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতের চম্পক নগরের একজন ধনী ও ক্ষমতাশালী বণিক। অপরদিকে শিবের কন্যা মনসা ছিলেন সর্পদেবী, কিন্তু তিনি কোথাও পূজিতা হতেন না। তখন মনসা চাঁদ সওদাগরকে অনুরোধ করেন মনসা পূজার আয়োজন করার জন্য, কিন্তু শিবের উপাসক চাঁদ সওদাগর শিব ব্যতীত কাউকে পূজা করবেন না সাফ জানিয়ে দেন। তখন ক্রোধোন্মত্ত মনসা তাঁকে শাপ দেন যে তাঁর প্রত্যেক পুত্রের জীবন তিনি বিনাশ করবেন। এরপরেও চাঁদ মনসার পূজা করতে অস্বীকার করলে, মনসা একে একে লখিন্দর ব্যতীত চাঁদ সওদাগরের সকল পুত্রই সর্পদংশনে প্রাণনাশ করেন। ভগ্নহৃদয় চাঁদ এতে বাণিজ্যে যাওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও তিনি আবার বাণিজ্যে বের হন। সফল বাণিজ্যের পর তিনি যখন ধনসম্পদে চৌদ্দ ডিঙ্গা পূর্ণ করে গৃহে ফিরছিলেন তখন মনসা শুধুমাত্র চাঁদকে বাঁচিয়ে রেখে সব ডিঙ্গা ডুবিয়ে দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে চাঁদ সওদাগর লখিন্দরের বিবাহের সময় অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে লৌহার বাসর ঘর নির্মাণ করেন বিশ্বকর্মা নামে একজন কারিগর। মনসা দেবীর চাপে তিনি লৌহপ্রাচীরে ছোট একটি ছিদ্র রেখে দেন। কিন্তু সকল সাবধানতা স্বত্ত্বেও মনসা তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমর্থ হয়। তার পাঠানো একটি সাপ লখিন্দরকে হত্যা করে। প্রচলিত প্রথা অনুসারে যারা সাপের দংশনে নিহত হতো তাঁদের সদকারে প্রচলিত পদ্ধতিতে না করে তাদের মৃতদেহ কলার ভেলায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হতো। তবে জনশ্রুতি ছিল যে ব্যক্তিটি হয়ত কোন অলৌকিক পদ্ধতিতে ফিরে আসবে। বেহুলা সবার বাঁধা অগ্রাহ্য করে তার মৃত স্বামীর সাথে ভেলায় চড়ে বসে। তারা ছয় মাস ধরে যাত্রা করে এবং গ্রামের পর গ্রাম পাড়ি দিতে থাকে। এই অবস্থায় মৃতদেহ পঁচে যেতে শুরু করে ও গ্রামবাসীরা তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন মনে করতে থাকে। বেহুলা মনসার কাছে প্রার্থনা অব্যাহত রাখে। ভেলায় ভাসতে ভাসতে মনসার সহচরী নেতার ঘাটে এসে ভিড়ল। বেহুলার প্রার্থনা শুনে নেতা তাঁকে মনসার কাছে নিয়ে গেলেন। তখন মনসা বললেন, তুমি লখিন্দরকে ফিরে পাবে, যদি তুমি তোমার শ্বশুড়কে আমার পূজারী করতে পারো। বেহুলা তাঁর শাশুড়িকে সব ঘটনা বর্ণনা করলেন। বেহুলা তার শ্বাশুড়ির সহযোগীতায় চাঁদ সওদাগরকে মনসার উপাসনা করতে সম্মত হন। চাঁদের পক্ষে আর না বলা সম্ভব হয় না। কিন্তু মনসা তাঁকে যে কষ্ট দিয়েছিলেন, তা তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে পারেননি। তিনি বাম হাতে প্রতিমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মনসাকে পূজা করেন। মনসা তাতেই সন্তুষ্ট হন। তারপর মনসা অলৌকিক ক্ষমতাবলে লখিন্দর ক্ষয়ে যাওয়া মাংস ফিরে আসে ও তাঁর চোখ মেলে তাকায়। এরপর লখিন্দর বেহুলার দিকে তাকিয়ে হাসে। ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে চোখের পলকে বেহুলাও মৃত লখিন্দরকে স্বর্গে পৌছে দেন। চাঁদের ছয় পুত্রকেও মনসা জীবন দান করেন। চাঁদ সদাগরের ডুবে যাওয়া চৌদ্দ ডিঙ্গাও অক্ষত ভাবে ফিরিয়ে দেন। চাঁদ সদাগরও তাঁর পরিবার সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকে। এর পর মনসার পূজা বৃহত্তর জনসমাজে প্রচার লাভ করে। বিশেষ করে সর্পদংশনের হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং সন্তান কামনায় মনসার পূজা করা হয়। আবহমান কাল থেকে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে পুঁথি, পাঁচালি, মঙ্গল কাব্য, মনসা মঙ্গল পাঠ খুবই জনপ্রিয়। বিশেষজ্ঞদের মতে খ্রিষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে বাংলায় মনসার পূজা প্রবর্তন শুরু হয়। মধ্যযুগের কবি হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিপ্রদাস পিপলাই প্রমুখ রচিত বাংলা সাহিত্যের আলোচিত মনসামঙ্গল কাব্য। এই কাব্যে সেযুগের সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি ফুটে উঠে। বিশেষ করে শ্রাবণ মাসে (পুরা মাসব্যাপী) মনসা পূজার আগে পুঁথি পাঠ সম্পন্ন করতে হয়। বাংলাদেশের বগুড়া শহরের অদূরে ও মহাস্থানগড়রের কাছাকাছি গোকুল মেধ নামে একটি জায়গায় স্থানীয়ভাবে বেহুলার বাসরঘর বা লখিন্দরের মেধ নামে এখনও সুপরিচিত। যুগ যুগ ধরে বেহুলা ও লখিন্দরের স্বামীভক্তি ও স্বামীর প্রতি প্রেম কাহিনীকে কেন্দ্র করে অনেক সিনেমা, নাটকও সিরিয়ালও তৈরি হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এমন দুঃসাহসী অমর ভালোবাসার কাহিনী মানুষের মুখে মুখে এখনো জনপ্রিয়। বেহুলার বাসর ঘর চম্পাই নগরে চাঁদ সওদাগর নামে এক ব্যবসায়ী ছিলেন। মনসাদেবী বরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন চাঁদ সওদাগর। যদি তিনি মনসা পূজা দেন তাহলে ত্রিলোকে মনসার পূজা প্রচলিত হবে। তবে পুরোপুরি মনসা বিদ্বেষী ছিল চাঁদ সওদাগর। তাই সে আর রাজি হলো না। চাঁদ সিংহল বাণিজ্য শেষ করে ফেরার পথে কালিদাহ সাগরে মনসাদেবী ঝড় সৃষ্টি করে।সবগুলো জাহাজ পানিতে তলিয়ে গেলেও প্রাণে বেঁচে যান চাঁদ সওদাগর। ঐ সময়ে চাঁদ সওদাগরের এক পুত্র জন্ম হয় যার নাম লখিন্দর। কিন্তু এক গণক ভবিষ্যৎবাণী করে বলেন বাসর ঘরে লখিন্দরকে সাপ কামড়াবে। লখিন্দর প্রাপ্ত বয়স্ক হলে বেহুলার সাথে তার বিয়ে ঠিক করা হয়। তাদের জন্য তৈরি করা হয় লোহার বাসর ঘর। বাসর রাতে অনেক নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও মনসাদেবী সুতার আকার ধারণ করে ঘরে প্রবেশ করে লখিন্দরকে দংশন করে। সে যুগের রীতি ছিল সাপের কামড়ে কেউ মারা গেলে দাহ না করে ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হত। লখিন্দরের সঙ্গে ভাসিয়ে দেওয়া হলো বেহুলাকে। ছয় মাস ধরে জলে ভাসতে ভাসতে গ্রাম থেকে সে গ্রাম গেল। এক সময় পচন ধরা শুরু হলো লখিন্দরের দেহে। বেহুলা মনসার কাছে প্রার্থনা করতে থাকে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে। এক সময় ভেলাটি এসে ঠেকে একটি গ্রামের ঘাটে। সে গ্রামে বাস করতো মনসার পালক মাতা নিতা। নিতা ঘাটে বসে দেখতে লাগলো মনসার কাছে ভক্ত বেহুলার প্রার্থনা। তার মন গলে গেল। অবশেষে নিতা অলৌকিক ক্ষমতাবলে বেহুলা ও মৃত লখিন্দরকে স্বর্গে উপস্থিত করেন। চোখ খুলে বেহুলা দেখতে পেল মনসাকে। মনসা বলে উঠলেন, 'তুমি তোমার স্বামীকে ফিরে পাবে। তবে শর্ত হচ্ছে তোমার শ্বশুরকে আমার পূজারী করতে হবে। বেহুলা উত্তর দিল,আমি পারবো মা।' সাথে সাথে চোখ মেলে তাকায় লখিন্দর। নিতার সাহায্যে আবার মর্ত্যে ফিরে এলো বেহুলা। তার শ্বশুরকে সব ঘটনা খুলে বললো। এরপর চাঁদ সওদাগরের পক্ষে মনসার পূজায় না বলা আর সম্ভব হলো না। কিংবদন্তির গল্পগাথা যে বেহুলা লখিন্দরকে নিয়ে,সেই বেহুলা ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার বারুহাস ইউনিয়নের বিনসাড়া গ্রামের মেয়ে। ওখানকার ঐতিহাসিক এক জমিদার বাড়ির দুলালী কন্যা ছিলেন অনিন্দ্য রূপে গুণের অধিকারিণী বিশ্বনন্দিত বেহুলা। ষোড়শ শতাব্দীর প্রাচীন লোককাহিনীর সতী-সাবিত্রী কিংবদন্তির নায়িকা বেহুলা সুন্দরীর বাবার নাম বাছোবানিয়া ওরফে সায় সওদাগর। সিরাজগঞ্জের তাড়াশে আছে বেহুলার পৈতৃক ভিটায় জীয়নকূপ। আর বগুড়ার গোকূলে যুগের পর যুগ পাড়ি দিয়ে টিকে আছে তার বাসরঘর। বাংলাদেশের বগুড়ার জেলার গোকুল মেধ নামক স্থানটি বেহুলার বাসর ঘর অথবা লখিন্দরের মেধ নামেও পরিচিত। বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে গোকুল গ্রামে খননকৃত এই প্রত্নস্থলটির অবস্থান। প্রত্নস্থলটি এদেশের জনপ্রিয় লোকগাথার নায়ক নায়িকা বেহুলা লখিন্দরের বাসর ঘর বলে জনসাধারণের কাছে পরিচিত। এখানে একটি বৌদ্ধ স্তম্ভ রয়েছে যা সম্রাট অশোক নির্মাণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। স্তম্ভের উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফুট। স্তম্ভের পূর্বার্ধে রয়েছে ২৪ কোণ বিশিষ্ট চৌবাচ্চা সদৃশ একটি বাথরুম। এখানে ১৭২টি চারকোণা কক্ষসহ একটি মঞ্চ পাওয়া যায়। তবেএস্থানটিকে লখিন্দরের মেধও বলা হয়ে থাকে। ১৯৩৪-৩৬ সালে এন. জি মজুমদার কর্তৃক খননের ফলে এখানে একটি বিশাল মন্দিরের বা স্তুপের ভিত্তি উন্মোচিত হয়েছে। এ ভিত্তিটি স্তরে স্তরে উঁচু করে কুঠুরি নির্মাণ রীতিতে নির্মিত। বেহুলার বাসরঘরে ১৭২টি কুঠুরি বিভিন্ন তলে মাটি দিয়ে ভরাট করে নিচ থেকে উপরের দিকে ক্রমহ্রাসমান করে এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে এগুলো কোনো সুউচ্চ মন্দির বা স্তূপের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এরূপ স্তরে উঁচু করা বহুতল বিশিষ্ট সমান্তরাল ঠেস দেওয়ালযুক্ত ভিতের উপর প্রকৃত স্থাপত্য নির্মাণ রীতি প্রাচীন বাংলাদেশের একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য। এমন্দিরের সঙ্গে পরবর্তী গুপ্তযুগের (ছয়-সাত শতক) কতগুলো পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। সেন যুগে (১১শ-১২শ শতক) এখানে বারান্দাযুক্ত একটি বর্গাকৃতির মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এ মন্দিরে বহু গর্তযুক্ত একটি ছোট প্রস্তর খন্ডের সঙ্গে ষাঁড়ের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ একটি সোনার পাত পাওয়া গেছে। এথেকে ধারণা করা হয় যে, এটি একটি শিব মন্দির ছিল। বেহুলার বাসরঘর একটি অকল্পনীয় মনুমেন্ট। বর্তমান গবেষকদের মতে, এমনুমেন্ট ৮০৯ থেকে ৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেবপাল নির্মিত একটি বৈদ্যমঠ। এ স্তূপটিই বাসরঘর নয়। এ স্তূপটির পশ্চিমার্ধে আছে বাসরঘরের প্রবাদ স্মৃতিচিহ্ন। পূর্বার্ধে রয়েছে ২৪ কোণ বিশিষ্ট চৌবাচ্চা সদৃশ একটি বাথরুম। ওই বাথরুমের মধ্যে ছিল ৮ ফুট গভীর একটি কূপ। কথিত আছে, কূপটিতে বেহুলা লখিন্দর মধুনিশি যাপনের পর কূপে রক্ষিত জলে স্নান করে তাতে শুদ্ধতা লাভ করতে সক্ষম হতেন। বগুড়ার মহাস্থানগড় দেখে ফিরবার পথে বেহুলার বাসর ঘর দেখে ফিরতে পারবেন।

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র-ইজরায়েল সংঘাত কি বিশ্ব তেলের সাপ্লাই বন্ধ করে দেবে?

ভূরাজনীতি, অর্থনীতি ও শক্তির রাজনীতির এক জটিল এবং ভয়ানক রূপ ফুটে উঠছে হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে। ইরান, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের মধ্যকার উত্তপ্ত সম্পর্ক এখন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখানে সামান্য উসকানি থেকেই ছড়িয়ে পড়তে পারে আঞ্চলিক যুদ্ধ। এর প্রতিক্রিয়া শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; এর অভিঘাত অনুভূত হবে বিশ্বের তেল সরবরাহের শৃঙ্খলে, জ্বালানির বাজারে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে। হরমুজ প্রণালী; পৃথিবীর সবচেয়ে কৌশলগত ও সংবেদনশীল জলপথগুলির অন্যতম। পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগরের সঙ্গে যুক্ত করা এই সরু জলপথ দিয়েই প্রতি দিন গড়ে ২০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল বহন করে ট্যাঙ্কার। এটি বিশ্বের সামগ্রিক তেল সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। সৌদি আরব, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েত, এমনকি কাতারও তাদের তেল ও গ্যাস এই পথ দিয়েই বিশ্ববাজারে পাঠায়। ফলে এই প্রণালীতে যদি সামরিক উত্তেজনার ফলে রপ্তানি বন্ধ হয় বা আংশিকভাবে বিঘ্নিত হয়, তবে পুরো বিশ্ব অর্থনীতি এক ধাক্কায় অস্থির হয়ে পড়তে পারে। এই প্রেক্ষাপটে ইরানের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইরান অনেক দিন ধরেই হুমকি দিয়ে আসছে, যদি পশ্চিমা শক্তিগুলি বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র বা ইজরায়েল তাদের উপর হামলা চালায়, তাহলে তারা হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেবে। এই হুমকি কেবল কথার কথা নয়; বিগত দশকগুলিতে ইরান একাধিকবার এই ধরনের চেষ্টা করেছে বা কৌশলগত দিক থেকে তেমন প্রস্তুতি নিয়েছে। এবারও সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি ইজরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের তরফে যেভাবে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা, সামরিক ঘাঁটি বা অস্ত্র গুদামের উপর নজরদারি এবং আক্রমণের সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে, তাতে স্পষ্ট; একটি চূড়ান্ত সংঘাতের আশঙ্কা ক্রমে বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধরনের সংঘাতে ইরান 'আসিমেট্রিক যুদ্ধ' কৌশলের অংশ হিসেবে হরমুজ প্রণালীকে কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। ইরানের এই অবস্থান নতুন নয়। অতীতে ১৯৮০-৮৮ সালের ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময়েও ইরান বহুবার এই জলপথে আন্তর্জাতিক ট্যাঙ্কার আক্রমণ করেছিল। ফলে এই হুমকি কল্পনাপ্রসূত নয়, বরং গভীর ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। আবার ২০১১ সালে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তখনও তেহরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। যদিও আন্তর্জাতিক চাপ এবং কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে তা কার্যকর হয়নি, তবে সেই সংকটের অভিঘাত বাজারে তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়, কারণ তা ইরানকেও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাদের তেল রপ্তানির পথও এই প্রণালী। কিন্তু ইরান যদি সাময়িকভাবে হলেও ট্যাঙ্কার চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়, কিংবা সামরিক ঝুঁকি তৈরি করে, তাহলে তা বাজারে এক ভয়াবহ সংকট তৈরি করতে পারে। এই পরিস্থিতিকে বলা হচ্ছে তচোকপয়েন্ট রিস্কদ। এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তেলের দাম হঠাৎ করেই ব্যারেল প্রতি ৩০ থেকে ৫০ ডলার বেড়ে যেতে পারে, যার ফলে বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা আরও ভয়ঙ্কর আকার নিতে পারে। বিশ্ব বাজারে এর প্রভাব ইতিমধ্যেই কিছুটা লক্ষ করা যাচ্ছে। জ্বালানির দাম বাড়ার পাশাপাশি দেখা দিচ্ছে সরবরাহ ব্যবস্থা ঘিরে উদ্বেগ। ইউরোপ, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভারতের মতো দেশ, যারা মধ্যপ্রাচ্যের উপর জ্বালানির জন্য অনেকাংশে নির্ভরশীল, তারা বেশ চাপের মুখে পড়েছে। ভারতের মোট অপরিশোধিত তেলের প্রায় ৬০ শতাংশ আসে এই অঞ্চল থেকে। ফলে হরমুজ প্রণালীতে অস্থিরতা মানে ভারতের মতো দেশের অর্থনীতির উপর সরাসরি চাপ। এই পরিস্থিতির সবচেয়ে আশঙ্কাজনক দিক হলো; যদি এই অঞ্চলে যুদ্ধ বাধে, তবে কেবল তেল সরবরাহ নয়, সাগরপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই প্রণালী দিয়েই শুধু তেল নয়, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোকেমিক্যালস এবং অন্যান্য কাঁচামালও বহন করা হয়, যা বৈশ্বিক শিল্প ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। বিশ্ব বাণিজ্যের এই সংবেদনশীল শিরাকে যদি অসাড় করে দেওয়া হয়, তবে তা গোটা বৈশ্বিক অর্থনীতির রক্তসঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাওয়ার সামিল। এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক কূটনীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল; এই সংঘাত যাতে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধের রূপ না নেয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েল নিজেদের সুরক্ষার জন্য যদি ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিতে চায়, তাহলে তাদের বুঝতে হবে এই পদক্ষেপ গোটা বিশ্বের উপর একধরনের অর্থনৈতিক যুদ্ধ চাপিয়ে দেবে। আবার ইরানেরও এই প্রণালীকে 'হস্টেজ' বানানো কোনওভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে কোনও পক্ষই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে না; বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিশ্ব জনমানুষের জীবনযাত্রা। বিশ্বব্যাপী সংস্থাগুলির যেমন জাতিসংঘ, আইএএইএ বা জি২০'র মতো ফোরামের এখন সময় এসেছে মধ্যস্থতা এবং কার্যকর কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের। হরমুজ প্রণালীকে নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ হিসেবে ঘোষণা করে সেখানে সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি এখন সময়ের দাবি। আজকের বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে এমন কোনও একক অঞ্চল নেই, যার উপর অন্য অঞ্চলের সম্পূর্ণ নির্ভরতা নেই। হরমুজ প্রণালী এবং তার আশেপাশে সংঘর্ষ শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকবে না;এটি ছড়িয়ে পড়বে এশিয়া, ইউরোপ, এমনকি আমেরিকার অভ্যন্তরেও। এবং প্রতিটি দেশের নাগরিক তার ফল ভোগ করবে; জ্বালানির দামে, পরিবহনের খরচে, খাদ্যের মূল্যে এবং সাধারণ জীবনযাত্রার মানে। বিশ্ব রাজনীতির এই উত্তপ্ত মুহূর্তে হরমুজ প্রণালী যেন এক বিস্ফোরক, যেটি ভুল কৌশলের স্পর্শমাত্রেই বিস্ফোরিত হয়ে উঠতে পারে। তাই এখন জরুরি; তথ্য, সতর্কতা এবং সংলাপের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যদি এই সংকেতকে যথাযথ গুরুত্ব না দেন, তাহলে আমরা হয়তো এমন এক সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, যেখান থেকে ফিরে আসার পথ আর খোলা থাকবে না।

অম্বুবাচী মেলার ভক্তদের জন্য পরিষেবা বৃদ্ধি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৩ জুন ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কামাখ্যা মন্দিরে অম্বুবাচী মেলায় অংশগ্রহণ করা তীর্থযাত্রীদের জন্য সুগম ও

আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে আসা ভক্তদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যাত্রীদের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কামাখ্যা এবং গুয়াহাটি স্টেশনে স্পেশাল টিকিট কাউন্টার স্থাপন করেছে। তীর্থযাত্রীদের দ্রুত এবং ঝামেলামুক্ত টিকিট কাটার সুবিধার্থে এই অতিরিক্ত কাউন্টারগুলি ২৪ ঘন্টাই চালু রয়েছে। ভক্তদের সহায়তার জন্য একটি পদক্ষেপ হিচেবে, নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গেনাইজেশন (এনএফআরডব্লিউডব্লিউও)-এর সভানেত্রী শ্রীমতি শালিনী শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বে সংস্থা কামাখ্যা স্টেশন এবং আশেপাশের এলাকায় খাদ্য ও পানীয় জল বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে। যাত্রার সময় তীর্থযাত্রীদের সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্যকরভাবে প্রস্তুত খাবারের প্যাকেট এবং জলের বোতল বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কম করতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দুই জোড়া স্পেশাল আনরিজার্ভড ট্রেন চালাবে। প্রথমটি, ট্রেন নং. ০৫৬৭২ /০৫৬৭১ গুয়াহাটি - আলিপুরদুয়ার জংশন - গুয়াহাটি আনরিজার্ভড স্পেশাল। ট্রেন নং. ০৫৬৭২ (গুয়াহাটি - আলিপুরদুয়ার জংশন) ২২ থেকে ২৬ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৭.২৫ টায় গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ভোর ৪.০০ টায় আলিপুরদুয়ার জংশন পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৫৬৭১ (আলিপুরদুয়ার জংশন - গুয়াহাটি) ২৩ থেকে ২৭ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৮.০০ টায় আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে রওনা দিয়ে একই দিনে বিকেল ৪.২০ টায় গুয়াহাটি পৌঁছাবে। এছাড়াও, যাত্রীদের আরও সহায়তার জন্য গুয়াহাটি - নিউ জলপাইগুড়ি - গুয়াহাটি আনরিজার্ভড স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৬৯৮ / ০৫৬৯৭ ও চালানো হবে। ট্রেন নং. ০৫৬৯৮ (গুয়াহাটি - নিউ জলপাইগুড়ি) ২৬ জুন, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবারে রাত ১১.৫৫ টায় গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন সকাল ৮.১৫ টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০৫৬৯৭ (নিউ জলপাইগুড়ি - গুয়াহাটি) ২৭ জুন, ২০২৫ তারিখ শুক্রবারে সকাল ১১.১৫ টায় নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে আসবে এবং একই দিনে সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় গুয়াহাটি পৌঁছাবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন এবং তীর্থযাত্রা কেন্দ্রগুলিতে বর্ধিতহারে ম্যানপাওয়ার মোতায়েন নিশ্চিত করেছে। যাত্রীদের পথ প্রদর্শনের জন্য, শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করার জন্য বাণিজ্যিক ও কারিগরি কর্মীদের পাশাপাশি অতিরিক্ত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) এবং গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) কর্মীদেরও মোতায়েন করা হয়েছে। দর্শনার্থীদের তথ্য এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য হেল্প ডেস্ক এবং অনুসন্ধান বুথ স্থাপন করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অম্বুবাচী মেলার সময় সুরক্ষিত এবং সুবিধাজনক রেল পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সুগম ভ্রমণ অভিজ্ঞতার জন্য রেল কর্মীদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানায়।

বোলপুর হাইস্কুলে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৩ জুন ঃ সাবমারসিবল পাম্পের মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল বীরভূমের বোলপুর হাই স্কুলে। কিন্তু পরিশ্রুত জলের ব্যবস্থা ছিল না। সেই কাজে এগিয়ে এলো রোটারি ক্লাব অফ টেগোর ল্যান্ড এবং রোটারি ক্লাব অফ কলকাতা। প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার অর্থ ব্যয়ে এই একোয়া গার্ড ফিল্টার বসলো বোলপুর হাই স্কুলে। বলা বাহুল্য রোটারি ক্লাব অফ টেগোর ল্যান্ডের বেশিরভাগ ছাত্র বোলপুর হাই স্কুলের প্রাক্তনী। রোটারি ক্লাব অফ টেগোর ল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট তথা বোলপুর হাই স্কুলের প্রাক্তনী অলোক সিংহ রায় জানান, এই একোয়া গার্ডের বিশেষত্ব হলো বিদ্যুৎ না থাকলেও ঘন্টায় ২০০ লিটার পরিশুদ্ধ জল সরবরাহ হবে। একইভাবে একই দিনে ওর বোলপুর লালবাঁধ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জলের জন্য সাবমারসিবল পাম্প বসালো, রোটারি ক্লাব অফ টেগোর ল্যান্ড। বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়- এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাফিকুল হাসান বলেন, স্কুলের ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২০০০ এরও বেশি। সাবমারসিবল পাম্পের মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সে অর্থে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না। সেক্ষেত্রে রোটারি ক্লাব অফ টেগর ল্যান্ড এবং রোটারি ক্লাব অফ কলকাতা এগিয়ে আসায় সেই সমস্যার সমাধান হলো। বলতে ভালো লাগছে আজকে দেখলাম বেশিরভাগ রোটারিয়ান স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। এভাবে স্কুলের ছাত্ররা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সমাজের জন্য এগিয়ে এলে সমাজের অনেক মঙ্গল হয়। বোলপুর হাই স্কুলের বর্তমান ছাত্র আর্যব্রত ঠাকুর এবং বিশ্বরূপ সিংহরা জানাই যে নতুন একোয়া গার্ডের পরিশ্রুত পানীয় জল খুব ভালো।

জামালপুরে আত্মা প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০ জন কৃষককে সহায়তা প্রদান, খরিফ মরসুমে চাষে মিলবে সুবিধা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৩ জুন ঃ আসন্ন খরিফ মরসুমে কৃষকদের চাষে সহায়তা করতে আত্মা প্রকল্পের মাধ্যমে এদিন ৫০ জন কৃষকের হাতে কৃষি সামগ্রী ও উপকরণ তুলে দেওয়া হলো পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লক অফিস থেকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বিডিও পার্থ সারথী দে, পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন, ব্লক কৃষি আধিকারিক সঞ্জিবুল ইসলাম, কৃষি কর্মাধক্ষ্য জয়দেব দাস, আত্মা কমিটির সভাপতি লালু হেমব্রম, বিটিএম পল্লব দাস প্রমুখ। ব্লক কৃষি আধিকারিক সঞ্জিবুল ইসলাম জানান, আত্মা প্রকল্পের আওতায় ৫০ জন কৃষকের হাতে ১০ কেজি লাল স্বর্ণ ধান (এমটিইউ ৭০২৯), বীজ শোধনের কেমিক্যাল, ধ্রুবি গোল্ড

জৈব সার, এক বস্তা এসএসপি সার, কোদাল, কাস্তে, টাঙ্গনা, স্প্রে মেশিন ও একটি করে কৃষি সংক্রান্ত ফ্লেক্স তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, দু'দিনে এই সহায়তা প্রদান করা হবে-সোমবার প্রথম দিনে ৩০ জন কৃষক এবং আজকাল ২০ জন কৃষক এই উপকরণ পাবেন। পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন জানান, সামনেই খরীফ মরসুম, সেই কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই কৃষি উপকরণ প্রদান করা হলো। মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকার নানাভাবে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে চলেছেন। এই সরকারি সহায়তা পেয়ে খুশি কৃষকরাও। তাদের মতে, এই সহায়তা খরিফ চাষের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযোগী হবে।

পুনরায় চালু হতে চলেছে কোচবিহার শিলিগুড়ি বাতানুকুল বাস

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ জুন ঃ প্রতিদিন গরমের মাত্রা বেড়ে চলেছে তাপমাত্রা যেন ক্রমশই উর্ধ্বমুখী। এমতাবস্থায় এর আগে কোচবিহার এবং শিলিগুড়ির মধ্যে বাতানুকুল বাস পরিষেবা ছিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার যদিও। বিগত কয়েকবছর ধরে তা বন্ধ রয়েছে। পুনরায় মঙ্গলবার থেকে প্রথম পর্যায়ে শিলিগুড়ি- কোচবিহার এবং কোচবিহার-শিলিগুড়ি দুটি এসি বাস পরিষেবা চালু করতে চলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। সোমবার এ কথা জানালেন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন - মঙ্গলবার বেলা ১টায় সংস্থার কোচবিহার সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাস থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে পথ চলা শুরু হবে এই এসি বাসের। প্রতিদিন সকাল ৭টা ৪০মিনিটে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবে একটি বাস এবং দুপুর ২.৪০মিনিটে আরেকটি বাস রওনা দেবে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে। একইভাবে শিলিগুড়ি থেকে সকাল ৮.৫০ মিনিটে একটি বাস রওনা হবে কোচবিহারের উদ্দেশ্যে এবং শিলিগুড়ি থেকে আরেকটি বাস কোচবিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হবে বিকাল ৩.৫০ মিনিটে। এসি বাসের সরকার নির্ধারিত বাস ভাড়া রয়েছে ৩২০ টাকা এই মুহূর্তে ১০০ টাকা ছাড় দেওয়া হচ্ছে সংস্থার পক্ষ থেকে। প্রথম ছ মাস এই ছাড় দেওয়া হবে বলে এদিন জানান তিনি। স্বভাবতই দীর্ঘদিন বাদে কোচবিহার- শিলিগুড়ি রুটে বাতানুকূল বাস পুনরায় চালু হওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সাধারণ মানুষ।

Rukunpur Gram Panchayat
P:O:- Rukunpur, P.S.- Hariharpara, Dist. – Murshidabad
Corrigendum for date extension of 3 nos work of **NIeT No.- 01/2nd Call/ RGP/15th CFC/2025-26** vide **Memo No.- 551/RGP/2025-26 dated 23/06/2025** and 4 nos work of **NIeT No.- 02/2nd Call/RGP/ 15th CFC/2025-26** vide Memo No.- **552/RGP/2025-26 dated 23/06/ 2025** by the Prodhan, Rukunpur Gram Panchayat, Hariharpara Block, Murshidabad for schemes under 15th CFC. Last date of Download & Upload of Tender Paper is **26/06/2025 upto 15 hrs**. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **htpp:// wbtenders.gov.in.**

নদীর জলস্ফীতিতে কজওয়ে ডুবে যাওয়ায় ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ২৩ জুন ঃ সোমবার সকাল থেকেই ব্রাহ্মণী নদীতে জলস্তর বাড়ায় নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের ভদ্রপুর গ্রাম সহ আরো অনান্য ব্লকের নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষজনেরা পারাপারের সমস্যায় পরেছেন। ভদ্রপুর, দেবগ্রাম সহ আরো অন্যান্য নদীর ঘাটের ওপরে যে কজওয়ে ছিল সেগুলি সবই জলের তলায়। অনেক ঘাটে এখনও নৌকা মেরামত হয়নি। ফলে নৌকা চলাচল করছে না। এর জেরে বিপাকে পড়েছে মাঠের কাজে যাওয়া চাষী , স্কুল মুখী পড়ুয়া থেকে এলাকার বহু সাধারণ মানুষ। বিহার, ঝাড়খন্ডে কয়েক দিনের প্রচুর বৃষ্টি পাতের জন্য বৈধরা জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে নদীতে জল স্তর বেড়েছে বলে জানা যায়। জল বাড়ার ফলে নদী তীরবর্তী এলাকায় নিত্য যাতায়াত করা মানুষজনদের পারাপার নিয়ে মহা সমস্যায় পড়তে হয়েছে। নলহাটি থানার ও লোহাপুর ক্যাম্পের পুলিশের পক্ষ থেকে বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে ঘাটগুলি। দুর্ঘটনা এড়াতে মোতায়েন রয়েছে নলহাটি থানার পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার্স। এছাড়াও পুলিশের তরফ থেকে ঘাটের নৌকা চালকদেরও সর্তক করে দেওয়া হয়েছে যাতে করে নৌকায় বেশি বাইক সহ লোকজন চাপিয়ে পারাপার না করে। বৃষ্টির সময় পারাপারের যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য ত্রিপলের ছাওনি দিয়ে চালা করে দেওয়া হয়েছে। নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরুন ভট্টাচার্য্য বলেন, প্রশাসনের তরফে সব সময় নজরদারি রয়েছে যাতে করে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে।

দীঘা রথযাত্রা উৎসবে জনসাধারণের অংশগ্রহণে জোর তৃণমূলের, উৎসবকে ঘিরে রাজনীতির ছোঁয়া স্পষ্ট

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ২৩ জুন ঃ সমুদ্র সৈকতের শহর দীঘায় এবার রথযাত্রা উৎসব পেতে চলেছে এক অন্য মাত্রা। প্রতিবছরের মতোই ধর্মীয় ভাবগম্ভীরতার মধ্যে দিয়ে পালিত হতে চলেছে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, কিন্তু এবারে এই উৎসবে থাকছে রাজনৈতিক রঙ। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এই উৎসবকে 'জন উৎসব' হিসেবে আরও বড় করে তুলতে চায়, আর তাই দলের পক্ষ থেকে আমজনতাকে সরাসরি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রথযাত্রার মূল কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকতে। দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, ৬ জুলাই দীঘায় এই অনুষ্ঠান হবে। বিশাল রথযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে যেখানে স্থানীয়দের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষেরাও অংশ নেবেন। তবে শুধু ধর্মীয় ভাবনায় নয়, এই রথযাত্রাকে জনসংযোগের এক বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখতে চাইছে তৃণমূল। আর সেই কারণেই এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় স্তর থেকে শুরু করে জেলা নেতৃত্ব পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্ব জানিয়েছে, এই রথযাত্রা শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব নয়, এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ। তাই সকল সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানানো হচ্ছে যাতে তাঁরা পরিবার-পরিজন নিয়ে এই রথযাত্রায় যোগ দেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণাতেই আমরা চাই উৎসব হোক সক্রিয় অংশগ্রহণে ভরপুর এক মিলনমেলা। এমন উদ্যোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলের একাংশের বক্তব্য, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের প্রেক্ষিতে তৃণমূল এখন আরও বেশি করে জনসংযোগ এবং সাংস্কৃতিক চেতনার মাধ্যমে জনভিত্তি মজবুত করার দিকেই মনোনিবেশ করছে। বিজেপি ইতিমধ্যেই রথযাত্রা ও ধর্মীয় উৎসবগুলিকে কেন্দ্র করে জনমত গঠনের চেষ্টা করেছে বিগত কয়েক বছরে। এবার তৃণমূল কৌশলী পাল্টা চাল দিচ্ছে বলেই অনেকের মত। উল্লেখ্য, দীঘা ও মন্দারমণির মতো পর্যটন এলাকায় রথযাত্রার সময় প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। সেই ভিড়কেই সাংগঠনিকভাবে কাজে লাগাতে চাইছে শাসকদল। জেলা তৃণমূল সূত্রে জানা গেছে, রথের দিন সকাল থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি ও মেলা বসানো হবে। থাকবেন দলীয় নেতারাও। তৃণমূলের এক নেতা বলেন, আমরা চাই এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক সামাজিক ঐক্যের বার্তা। রথ মানে শুধুই ধর্ম নয়, উৎসবের আনন্দকে ভাগ করে নেওয়া। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন। তবে বিরোধী শিবির এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজেপির এক জেলা নেতা বলেন, তৃণমূল এখন ধর্মীয় উৎসবেও রাজনীতির রং লাগাতে চাইছে। তারা বুঝে গেছে শুধুমাত্র প্রশাসনিক দাপট দিয়ে ভোট টিকবে না, তাই রথযাত্রা বা দুর্গাপুজোর মতো উৎসবে নিজেদের উপস্থিতি বাড়াতে চাইছে। এটা লোকদেখানো জনসংযোগ ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও তৃণমূল এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। দলীয় মুখপাত্রের দাবি, আমরা সবসময় মানুষের সঙ্গে, উৎসবের সঙ্গে থেকেছি। বিজেপির তো বরং উৎসবকে বিভাজনের হাতিয়ার বানানো ইতিহাস রয়েছে। তৃণমূলের নেতৃত্বে এই রাজ্যে উৎসব মানেই শান্তি, সম্প্রীতি ও সমবেত উদযাপন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও মনে করছেন, বাংলার রাজনীতিতে এখন ধর্ম ও উৎসবের ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই রাজ্যে যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা বরাবরই প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানে ধর্মীয় উৎসবগুলো এখন আর নিছক ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। রাজনৈতিক দলগুলিও বুঝে গেছে, সংস্কৃতি ও জনমানসকে স্পর্শ না করে জনভিত্তি তৈরি করা সম্ভব নয়। দীঘা রথযাত্রা সেই larger narrative-এরই অংশ বলে মনে করছেন অনেকে। বিজেপি হোক বা তৃণমূল-দুই দলই এখন বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে নিজেদের উপস্থিতি ও সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে তুলছে। একদিকে রামনবমীর মিছিল, অন্যদিকে ঈদ বা গঙ্গাসাগর মেলার প্রশাসনিক তৎপরতা-সবই এখন রাজনীতির হাতিয়ার। আর এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল রথযাত্রাও। এই রথযাত্রার আরও একটি দিক নজর কাড়ছে-সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার। তৃণমূলের তরফে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ডিজিটাল পোস্টার, আমন্ত্রণ ভিডিও, ফেসবুক লাইভ ইত্যাদি প্রস্তুত করা হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ফেসবুক পেজেও এই দিঘা রথযাত্রার প্রচার চালানো হচ্ছে যাতে বৃহত্তর অংশের নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। দীঘার এই রথযাত্রা কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং রাজনীতির অলিন্দে আরেকটি কৌশলী পর্ব। তৃণমূল কংগ্রেস এটির মাধ্যমে যেমন ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক শিকড়কে আরও দৃঢ় করতে চাইছে, তেমনই বিজেপির ধর্মীয় প্রচারের মোকাবিলাও করতে চাইছে সাংস্কৃতিক উদ্‌যাপনের মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত এই উদ্যোগ কতটা সফল হবে, তা সময় বলবে। তবে তৃণমূলের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে দেখিয়ে দিল- উৎসবের ময়দানেও এখন রাজনীতির খেল শুরু হয়ে গেছে।

ছদ্মবেশে গাঁজার ঠেকে ওসি, ধৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ জুন ঃ ছদ্মবেশে ক্রেতা সেজে গাঁজার ঠেকে হানা দিয়েছিলেন থানার ওসি সহ পুলিশ টিম। আর তাতেই মিলেছে সাফল্য। ঠেক থেকে ধৃত ৩ কারবারি। রবিবার ওই গাঁজা কারবারিদের ধরতে গিয়ে রীতিমতো বেগ পেতে হয় পুলিশকে। চলে ধস্তাধস্তি। ছুটেও পালানোর চেষ্টা করে গাঁজা কারবারিরা। পুলিশ ধাওয়া করে তাদের মধ্যে ৩ জনকে ধরতে সক্ষম হয়। রবিবার হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিনের ওই পুলিশি অভিযানে তিন গাঁজা কারবারিকে পুলিশ গ্রেফতার করে। অভিযোগ, জগবল্লভপুরের মুন্সিরহাট এলাকায় চলত গাঁজা বিক্রি। পুলিশ হানা দেওয়ার আগেই খবর পেয়ে যেত গাঁজা কারবারিরা। এবার পুলিশ কার্যত 'ছদ্মবেশ' ধরে অভিযান চালিয়ে সফল হলো। জগৎবল্লভপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জানান, হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপারের নির্দেশে বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ গাঁজা, চোলাই মদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়েই আমাদের অভিযান চলছে। সেরকমই রবিবার আমাদের একটি বিশেষ অভিযান হয়। তাতেই ধরা পড়ে তিনজন।

৯ জুলাই গেট মিটিং

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ জুন ঃ উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দ্রুত চালু, দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী সমস্ত দখলীকৃত জমির পাট্টা প্রদান, পিএফ, গ্রাচ্যুইটি এর ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ সহ কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে আগামী ৯ জুলাই সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে ২৩,২৪ এবং ২৫ জুন উত্তরবঙ্গের সমস্ত চা বাগানে গেট মিটিং- র ডাক দিয়েছে চা শ্রমিকদের সমস্ত সংগঠনের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরাম। এরই অঙ্গ হিসাবে সোমবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন করলাভ্যালী চা বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে গেট মিটিং সংগঠিত হয়। গেট মিটিংয়ে বক্তব্য রাখেন প্রফুল্ল লাকরা, গোবিন ওরাও, ধ্রুবজ্যোতি গাঙ্গুলী, সুনিতা বাগ প্রমুখ। চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করা হয় এদিন। এদিন গেট মিটিংয়ের পর দ্রুত জ্বালানি প্রদান, আবাস সংস্কার, ছাতা, ত্রিপাল, জুতা, প্রদান সহ বাগানের স্থানীয় সমস্যা নিয়ে বাগান ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা কৃষ্ণ সেন, শুভাশিস সরকার, সুকুমার কুজুর, মৃণাল রায় প্রমুখ।

OFFICE OF THE PRADHAN LAGDA GRAM PANCHAYAT
VILL-BELKURI P.O:-BELKURI ASHRAM, Dist.:-PURULIA
NOTICE INVITING TENDER No.- 02/LGP/2025-26, Date: 23.06.2025
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 15 (Fifteen) Nos. different works. DATE & TIME OF DROPPING TENDER FORM: **03/07/2025 UPTO 1.30PM**. DATE & TIME OF OPENNING OF TENDER PAPER: **03/07/2024 2.00PM** ONWARDS. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Prodhan
Lagda Gram Panchayat

Office of the Ramsagar Gram Panchayat
Ramsagar, Onda, Bankura
e-mail ID-wbregs.ramsagar@gmail.com
Notice Inviting e-Tender No-
NIeT No. 03/2025-26 (2025_ZPHD_867696),
NIeT No. 04/2025-26 (2025_ZPHD_867788)
NIeT No. 05/2025-26 (2025_ZPHD_868040)
NIeT No. 06/2025-26 (2025_ZPHD_868062)
Pradhan Ramsagar GP has invited percentage rate e-Tender for total 18 (eighteen) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **30th June, 2025 at 18:00 hrs** & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Pradhan
Ramsagar Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE
Chairperson Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Surface Drain in Ward No-20, Laying of Pipe Line by UPVC/HDPE Pipes with necessary accessories including fitting fixing all complete in Ward No-10, Laying of Pipe Line Including Supply of Pipe & Accessories including fitting fixing in Ward No-18 & 01, Shifting 100mm dia. D.I. Pipe Line Including Supply of Pipe & Accessories with Restoration in Ward No-08, Renovation of UPSC-2 at Ward No 20 and Construction of Godown for Conservency works at Ward No-15 & 04 under Dankuni Municipality for **E-N.IT No WBMAD/DKM/CP/e-NIT-35,36,37,38,39,40,41& 42/2025-26.** Bid Submission closing date (Online)- **03/07/2025**. Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender.
Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

ডুয়ার্সে ফের বন্ধ চা বাগান

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ২৩ জুন ঃ আরও একটি চা বাগান বন্ধ হয়ে গেল ডুয়ার্সে। বাগান কর্তৃপক্ষ আচমকাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কাজ হারিয়ে মাথায় হাত শ্রমিকদের। তাই নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। বিষয়টি নিয়ে শ্রমিক সংগঠনের মধ্যেও চর্চা শুরু হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্সের জয়বীরপাড়া চা বাগান এলাকায় পরিচিত নাম। বাগানে মোট ৬৩৬ জন শ্রমিক চা পাতা তোলার কাজ করেন। সোমবার বেতন দেওয়ার কথা ছিল বাগান কর্তৃপক্ষের। বেতন পাওয়া যাবে সেই আশায় কাজে যোগ দেওয়া জন্য গিয়েছিলেন চা শ্রমিকরা। কিন্তু দেখা যায়, বাগানের দরজা বন্ধ। মূল দরযার বাইরে নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। লকআউট নোটিশ ঝুলিয়ে কর্তৃপক্ষ চলে গেছে বলে খবর। বাগান বন্ধের কথা শুনে অসহায় হয়ে পড়েছেন শ্রমিকরা। পাশাপাশি ক্ষোভ ছায়িয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে। তাঁদের অভিযোগ, বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কোনও সুযোগ-সুবিধা দিত না। কেবল শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হত। সেই বেতনও না দিয়ে বাগান বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হল। কীভাবে এরপর সংসার চলবে? সামনে বর্ষাকাল। কী পরিস্থিতি তৈরি হবে? তাই নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে।

সংসদ নিয়ে মিথ্যাচার দেবের, দাবি বিজেপি কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গের ঘাটাল অঞ্চলে বারবার বন্যার উপদ্রব সামলাতে গত দশক ধরে আলোচিত 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়ে উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব) সম্প্রতি এক্স পোস্টে দাবি করেছেন যে, তিনি গত ১০ বছর ধরে লোকসভার প্রতিটি অধিবেশনে এই মাস্টার প্ল্যানের পক্ষে প্রশ্ন তোলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার কথা তুলে ধরেন। তবে, এই দাবির উপর প্রশ্ন তুলে বিজেপি কর্মী অভিজিত বসাক তথ্যভিত্তিক প্রমাণ দেখিয়ে অভিযোগ করেছেন যে, দেবের এই দাবি মিথ্যা এবং তিনি সংসদে যথেষ্ট উপস্থিতি না থাকায় ঘাটালের জনগণের কল্যাণে কাজে ব্যর্থ হয়েছেন। দেব অধিকারী তাদের এক্স পোস্টে উল্লেখ করেছেন, বিগত ১০ বছর ধরে লোকসভার সকল অধিবেশনে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান এর সপক্ষে সওয়াল করে এসেছি। অনেক চেষ্টার পরও কেন্দ্রীয় সরকার তাতে সাড়া দেয়নি। ২০২৪ সালে রাজ্য সরকার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ৫০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করে। ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে কাজ শুরু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই মাস্টার প্ল্যানে ৭৮ কিলোমিটার ও ৫২ কিলোমিটার নদী ড্রেজিং, বাঁধ নির্মাণ, সেতু, খাল কাটা, খালের সংস্কার, কৃত্রিম নদী তৈরি এবং জমি অধিগ্রহণের মতো বিস্তৃত কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার সময়সীমা কমপক্ষে ৪-৫ বছর। দেব আরও জানিয়েছেন যে, ঘাটালে বন্যার পর জনগণের রাগ স্বাভাবিকভাবে জনপ্রতিনিধিদের উপর পড়ছে। তবে, তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে, দুর্যোগের এই সময়ে সরকার ও প্রশাসন সবসময় জনগণের পাশে রয়েছে। তবে, এই বক্তব্যের পর তাঁর উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, যা রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে। একজন বিজেপি কর্মী, দেবের দাবির বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন, ঘাটালের সাংসদ দেব অধিকারী লিখেছেন যে লোকসভার অধিবেশনে তিনি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অথচ তথ্য বলছে যে ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে তিনি মাত্র ১২ দিন উপস্থিত ছিলেন। ১২ উপস্থিতির হার নিয়ে 'বিধানসভার অধিবেশনে' প্রশ্ন করা তো বাস্তবে সম্ভব নয়। তিনি একটি চিত্রও শেয়ার করেছেন, যেখানে দেবের সংসদীয় উপস্থিতি ১২ দেখানো হয়েছে, যা জাতীয় গড় (৬৬) এবং রাজ্য গড়ের তুলনায় অত্যন্ত কম। এই তথ্যের ভিত্তিতে অভিজিত অভিযোগ করেছেন যে, দেব সংসদে যথেষ্ট উপস্থিতি না থাকায় ঘাটালের জনগণের সমস্যা তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, এই কম উপস্থিতির কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যথাযথ মনোযোগ পাওয়া যায়নি, যা ঘাটালের বন্যা সমস্যার সমাধানে বাধা সৃষ্টি করেছে। ঘাটাল অঞ্চল বারবার বন্যার উপদ্রবের শিকার হয়ে আসছে, বিশেষ করে দামোদর উপত্যকা নিগম (ডিভিসি) এর জল নিষ্কাশন নীতির কারণে। সাম্প্রতিক সময়ে ডিভিসি ৬০,০০০ কিউসেকের বদলে ৭১,০০০ কিউসেক জল নিষ্কাশন করেছে, যা আইনি চুক্তির লঙ্ঘন হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই বন্যায় দুজনের মৃত্যু ঘটেছে এবং স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়েছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান এই সমস্যার সমাধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে নদী ড্রেজিং, খাল সংস্কার এবং বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে, এই প্রকল্পের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে আরও কয়েক বছর লাগবে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অভিযোগের উত্তরে জানা গেছে যে, দেব অধিকারী সংসদে না থাকলেও তিনি ঘাটালের জন্য অন্য উপায়ে কাজ করেছেন। তবে, বিজেপি এই বিতর্ককে আরও তীব্র করতে চায় এবং দেবের উপর চাপ বাড়াতে প্রস্তুত। স্থানীয় জনগণের মধ্যে এই বিতর্ক নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করছেন যে, সংসদে উপস্থিতি না থাকলেও দেব রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করেছেন, যার ফলে মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, অনেকে বিজেপির দাবির সমর্থনে বলছেন যে, কেন্দ্রীয় তহবিল না পাওয়ার কারণ হতে পারে দেবের কম উপস্থিতি, যা ঘাটালের জনগণের ক্ষতি করেছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে বন্যা নিয়ন্ত্রণে, তবে এর সফল বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক ঐক্য ও সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। দেব অধিকারীর উপর ওঠা প্রশ্ন তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যত ও ঘাটালের জনগণের ভরসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আগামী দিনে এই বিতর্ক কী দিকে যায়, তা নির্ভর করবে তথ্য ও স্বচ্ছতার উপর।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, টাকা চাইলে প্রাণনাশের হুমকি

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৩ জুন ঃ চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা আত্মসাৎ, দিনের পর দিন শারীরিক সম্পর্ক, নির্যাতন, এই সমস্ত একাধিক অভিযোগ নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এক মহিলা। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার লক্ষ্মীপদ দাস। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া সুতাহাট থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকার ঘটনা। জানা গেছে, কয়েক বছর আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই মহিলার কাছ থেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে ৮০ হাজার টাকা নেয় ও পরবর্তী সময়ে চাকরি না হওয়ায় ওই টাকা ফেরত চাইলে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা জানালেও ওই ব্যক্তি টাকা ফেরত দেয়নি , শুধু তাই নয়, ওই মেয়েটিকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কও করে বলে জানা গেছে।

পূর্ব রেলওয়ে
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এএসএন-কন-টিআরএল-১৭৩-২০২৫-এনআইটি, তারিখঃ ২০.০৬.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, পশ্চিম বর্দ্ধমান, আসানসোল- ৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি ও পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্র্যাক্টর, অংশীদারি সংস্থা ইত্যাদির কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এএসএন-কন-টিআরএল-১৭৩- ২০২৫। কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ে আসানসোল ডিভিসনে সীতারামপুরে বাই-পাস লাইন (৬.৬৯৫ কিমি) নির্মাণ সম্পর্কিত ২২০ কেভি কল্যাণেশ্বরী-বার্ণপুর লাইন (এল#২২৯) ও ২২০ কেভি এমটিপিএস- বার্ণপুর লাইন (এল#২৩২), ২২০ কেভি ডি/সি কল্যাণেশ্বরী-এমটিপিএস লাইন (এল#২৩৯ ও ২৪০) এবং ২২০ কেভি ডি/সি আরটিপিএস-কল্যাণেশ্বরী লাইন (এল#২৬৩ ও ২৬৪) -এর ভিন্নমুখীকরণ ও উচ্চতাবৃদ্ধির জন্য ট্রান্সমিশন লাইনের ডিজাইন, ড্রইং, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২২,৪৭,৯৫,৫৮৭.৪৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১২,৭৪,০০০ টাকা। **টেন্ডারপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৭.২০২৫ বেলা ৩টা। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে উপরোক্ত "টেন্ডার নথির মূল্য" ও "বায়নামূল্য" বাবদ অনলাইনে অর্থপ্রদানের পরে **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে ও সেখানে বিড জমা দেওয়া যাবে। উপরোক্ত সমস্ত নথি সমন্বিত ও সকল বিষয়ের নিরিখে সম্পূর্ণ টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা গ্রাহ্য হবে না ও তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। টেন্ডার নথি, বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাবলী **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন/ এএসএন, পশ্চিম বর্দ্ধমান, আসানসোল- ৭১৩৩০১**-এর নোটিশবোর্ডেও এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেখা যাবে। (CON-16/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

Office of The Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-QUOTATION
E-Quotation is hereby invited by the undersigned for differemt Schemes under Bishnupur-I Panchayat Samity, details of which as noted below: **1. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIQ-02/2025-26, Date: 19/06/2025. i)** Bid submission start date: **20.06.2025 at 11:00 Hrs. ii)** Bid submission closing date: **30.06.2025 at 11:00 Hrs**. For further details please visit the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayat Samity
Bhasa, South 24 Parganas

Office of the Ramsagar Gram Panchayat
Ramsagar, Onda, Bankura
e-mail ID-wbregs.ramsagar@gmail.com
Notice Inviting e-Tender No-
NIeT No. 07/2025-26 (2025_ZPHD_868589)
Pradhan Ramsagar GP has invited percentage rate e-Tender for total 1 (one) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **08 th July, 2025 at 18:00 hrs** & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Pradhan
Ramsagar Gram Panchayat

আদ্রা ডিভিসনে চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএমএমএল.-১/পিইউবি./০৬/২৫ তারিখ ঃ ২০.০৬.২০২৫
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ বিবরণ নিম্নরূপঃ **ক্যাটিগরি ঃ** অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এডিভিটি৭০। **লটনং/ক্যাটিগরিঃ** (i) এডিভিটি-এডিআরএ-পিআরআর-ওএইচ-১৬-২৫-২ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম)। (ii) এডিভিটি-এডিআরএ- এসওএনএ-ওএইচ-১২৪-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম)। (iii) এডিভিটি-এডিআরএ-বিইউআরএন-ওএসএন-১০৮-২৩-১ [অ্যাডভার্টাইজিং - অন স্টেশন প্রেমিস (নন-ডিজিটাল)]। (iv) এডিভিটি-এডিআরএ-ওডিএম-ওএসএন-১২৭-২৫-১ [অ্যাডভার্টাইজিং - অন স্টেশন প্রেমিস (নন-ডিজিটাল)]। (v) এডিভিটি-এডিআরএ-বিবি এম-ওএসএন-১২১-২৫-২ [অ্যাডভার্টাইজিং - অন স্টেশন প্রেমিস (নন-ডিজিটাল)]। (vi) এডিভিটি-এডিআরএ-এসওএনএ-ওএসএন-১২৬-২৫-১ [অ্যাডভার্টাইজিং - অন স্টেশন প্রেমিস (নন-ডিজিটাল)]। (vii) এডিভিটি-এডিআরএ-কেএসএক্স-ওএসএন-১২৮-২৫-১ [অ্যাডভার্টাইজিং - অন স্টেশন প্রেমিস (নন-ডিজিটাল)]। **অকশন শুরু (সকল লট) ঃ** ০৪.০৭.২০২৫ সকাল ১১টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ০৪.০৭.২০২৫ বেলা ১২.৩০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে **(www.ireps.gov.in)** ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন জিজ্ঞাস্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-301) সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

ডিএনএ শনাক্ত করতে পারা ভবিষ্যতে ক্যানসার আগেভাগে শনাক্ত করার জন্য সহায়ক হতে পারে

এই মাইক্রোস্কোপিক ছবিতে একটি স্তন ক্যানসার কোষকে দুটি কোষে বিভক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। কোষের বিভিন্ন অংশ সবুজ, নীল ও লাল রঙে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। স্তন ক্যানসার কোষের মতো ক্যানসার কোষগুলি রক্তপ্রবাহে ডিএনএ-র ক্ষুদ্রাংশ ছড়িয়ে দেয়। এই ধরনের ডিএনএ শনাক্ত করতে পারা ভবিষ্যতে ক্যানসার আগেভাগে শনাক্ত করার জন্য সহায়ক হতে পারে।মেগান রোজেন২০ জুন, ২০২৫ । দুপুর ১টাক্যানসারের জিনগত ছাপ রোগ ধরা পড়ার বহু আগে মানুষের রক্তে লুকিয়ে থাকতে পারে। Cancer Discovery নামের জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা অনুযায়ী, রোগ নির্ণয়ের তিন বছরেরও বেশি আগে টিউমারের ডিএনএ শনাক্ত করা সম্ভব। আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যখন রক্তে এই ডিএনএ খুঁজে পেলাম, বলছেন জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন-এর অনকোলজিস্ট ও ক্যানসার গবেষক ইউশুয়ান ওয়াং।এই আবিষ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, অতি সংবেদনশীল ও নির্ভুল প্রযুক্তির মাধ্যমে রক্তে টিউমারের চিহ্ন খোঁজার পদ্ধতি ভবিষ্যতে ক্যানসার আগেভাগে শনাক্ত করতে দারুণ কার্যকর হতে পারে। চিকিৎসকরা হয়তো রোগের কোনো উপসর্গ প্রকাশের আগেই তা শনাক্ত করতে পারবেন। এমনকি কয়েক মাস আগেই রোগ ধরা পড়লেও রোগীর চিকিৎসার বিকল্প বাড়বে। আর যদি কয়েক বছর আগেই ধরা যায়, তাহলে জীবন বাঁচানোর সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যাবে। এটি আমাদের রোগীদের জন্য ফলাফলের দিক থেকে বিশাল পরিবর্তন আনতে পারে, বলেন ওয়াং। বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই জানেন, টিউমার কোষ রক্তে ডিএনএ টুকরো ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু রোগের প্রাথমিক স্তরে সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ খুঁজে পাওয়া হয়ে ওঠে খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মতো, বলছেন ওয়াং। কারণ, সদ্য গঠিত টিউমার আকারে এতটাই ছোট হয় যে, তার থেকে বেরোনো ডিএনএ রক্তে মিশে যায় অতি অল্প পরিমাণে।ওয়াং-এর গবেষক দল জানতে চেয়েছিল কত আগে থেকেই এই ডিএনএ রক্তে ধরা পড়তে পারে। এর জন্য তাঁরা ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে সংগৃহীত রক্তের নমুনা ব্যবহার করেন - একটি দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য-গবেষণা প্রকল্পের অংশ হিসেবে সংগৃহীত। তাঁরা বিশ্লেষণ করেন এমন ২৬ জনের রক্ত, যাঁরা রক্ত নেওয়ার ছয়

মাসের মধ্যে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন।এই ২৬ জনের মধ্যে ৮ জনের রক্তে ক্যানসারের জিনগত চিহ্ন দেখা যায়। অর্থাৎ, ক্যানসার ধরা পড়ার আগেই টিউমারের ডিএনএ শনাক্ত করা গিয়েছিল। কিন্তু গবেষকরা জানতে চাইলেন আরও আগেভাগে কি শনাক্ত করা সম্ভব?তাঁরা এবার বিশ্লেষণ করেন এমন কিছু অংশগ্রহণকারীর রক্তের নমুনা, যাঁদের ক্যানসার ধরা পড়ার তিন বছরেরও বেশি আগে সেই নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল।এই বিশ্লেষণের জন্য গবেষকরা ব্যবহার করেন হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং নামে একটি পদ্ধতি, যা ডিএনএ-র প্রতিটি অক্ষর বিশ্লেষণ করে। এর মাধ্যমে তাঁরা ক্যানসার-নির্দিষ্ট ডিএনএ-র চিহ্ন খুঁজে পান - যা এতটাই ক্ষীণ পরিমাণে ছিল যে সাধারণ পরীক্ষায় তা ধরা পড়ত না।এই নমুনাগুলি খুব পুরনো হওয়ায় (প্রায় ৪০ বছর) এবং ডিএনএ সংরক্ষণের উপযোগী টিউবে না রাখা হওয়ায় নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছিল না যে এই পরীক্ষায় কিছু পাওয়া যাবে। তাছাড়া প্রতিটি নমুনায় মাত্র এক চামচ রক্তরস ছিল। গবেষকরা বলছেন, যদি বেশি এবং ভালভাবে সংরক্ষিত নমুনা থাকত, তাহলে পরীক্ষার সংবেদনশীলতা আরও বাড়ত।ওয়াং-এর দল যে এত আগেভাগে ক্যানসার শনাক্ত করতে পেরেছে, তা খুবই প্রভাবশালী বলে মন্তব্য করেন ফ্রেড হাচিনসন ক্যানসার সেন্টারের কোলন ক্যানসার বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম গ্র্যাডি। তিনি এমন এক ভবিষ্যতের কল্পনা করেন, যেখানে Star Trek-এর মতো পদ্ধতিতে রক্তে টিউমার ডিএনএ পাওয়া মাত্রই 'থেরাপি দিয়ে তা ধ্বংস করে ফেলা হবে।তবে গ্র্যাডি বলেন, সেই দিন এখনও বহু বছর দূরে। আপাতত তিনি চান এই গবেষণার ফলাফল একটি বড় জনগোষ্ঠীর ওপর যাচাই করা হোক - যা নিয়ে ওয়াং-এর দল ইতিমধ্যেই কাজ করছে। বর্তমান গবেষণা ছিল একটি পরীক্ষামূলক প্রয়াস। ফলাফল এতটাই আশাজনক যে, আমরা এখন আরও রোগীর নমুনা নিয়ে কাজ শুরু করেছি, বলেন ওয়াং।

প্লাস্টিক নয়, দূষণের বিপদ বেশি কাচের বোতলে! বিজ্ঞানীদের দাবিতে সতর্কবার্তা

দূষণের ভয়ে প্লাস্টিকের বোতলের ব্যবহার প্রায় বর্জনীয় হতে চলেছে। বিশেষত প্লাস্টিকের বোতল, কাপের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আর কেউ সেভাবে ব্যবহার করছেন না। বদলে কাচ কিংবা অন্য পরিবেশবান্ধব সামগ্রী দিয়ে তৈরি জিনিসপত্রের প্রাধান্য। কিন্তু সেখানেই প্রশ্ন। তাও কি নিরাপদ? মোটেই নয়। ফরাসি বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্লাস্টিক বোতলের চেয়েও নাকি কাচে মাইক্রোপ্লাস্টিক অর্থাৎ দূষণের উপাদান রয়েছে অধিক মাত্রায়! যা জানতে পেরে বিজ্ঞানীরা নিজেরাই অবাক হয়েছেন। ফ্রান্সের খাদ্য সুরক্ষা সংস্থা সম্প্রতি একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল বিভিন্ন বাসনপত্রের উপাদান নিয়ে। তাতে দেখা গিয়েছে, কাচের বোতল যাতে সাধারণত ঠান্ডা পানীয়, আইস টি, বিয়ার থাকে, তাতে

প্রায় ১০০ মাইক্রোপ্লাস্টিক মিলেছে। যা প্লাস্টিক বা অন্য কোনও ধাতব বোতলের প্রায় ৫০ গুণ। অবিশ্বাস্য তথ্য বটে! কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল তো এত ভুল হবে না। বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ এই ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। সেখান স্পষ্ট সিদ্ধান্ত টানা হয়েছেন, মোটেই প্লাস্টিকের চেয়ে কাচের বোতল সুরক্ষিত নয়। গবেষণার মূল কাণ্ডারি ইসলাইনব চাইবের কথায়, আমরা যা ভেবেছিলাম, ঠিক তার উল্টো ফলাফল এসেছে। কাচের বোতল থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষায় দেখা গেল, প্লাস্টিকের মতো একই আকার ও রংয়ের পলিমার কম্পোজিশন বেরিয়েছে। গবেষণার তথ্য-পরিসংখ্যান খুঁটিয়ে দেখে জানা যাচ্ছে, বিয়ারের বোতলে সবচেয়ে বেশি মাইক্রোপ্লাস্টিকের কণা থাকে, প্রতি লিটারে অন্তত ৬০টি। সোডা বা লেমোনেডের বোতলে থাকে লিটার প্রতি ৪০টি কণা। সাড়ে ৪ লিটারের জলের কাচ ও প্লাস্টিকের বোতলে মাইক্রোপ্লাস্টিক কণার অনুপাত ৪.৫ ১.৬। অর্থাৎ এখানেই স্পষ্ট, প্লাস্টিকের বোতলের চেয়ে কাচের বোতলে দূষণ সৃষ্টিকারী কণার পরিমাণ বেশি। তবে উল্টো ফলাফলের কারণ এখনও অজানা বলে দাবি বিজ্ঞানীদের।

মার্কিন হামলার স্যাটেলাইট চিত্র ট্রাম্পের 'সম্পূর্ণ ধ্বংস' দাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে

২৩ জুন ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রবিবার দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলায় ইরানের তিনটি পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে ও পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে। তবে স্যাটেলাইট চিত্রে এখনো এমন কোনো তথ্য নিশ্চিত

করা যায়নি। ম্যাক্সার টেকনোলজিস প্রদত্ত স্যাটেলাইট চিত্রে ইরানের ইসফাহানে অবস্থিত পারমাণবিক প্রযুক্তি স্থাপনার কাছাকাছি দৃশ্য দেখা গেছে, যেখানে ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন স্পষ্ট হলেও কিছু অংশ অক্ষত রয়েছে। এর পাশাপাশি, ভূগর্ভস্থ স্থাপনাগুলোর কতটা ক্ষতি হয়েছে তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে।ফোর্ডো ফুয়েল এনরিচমেন্ট প্ল্যান্ট , যেটি তেহরানের দক্ষিণে একটি পাহাড়ের পাশে খনন করে তৈরি, সেটির উপর হামলার পর নেওয়া স্যাটেলাইট চিত্রে বিস্ফোরণের গর্ত, টানেলের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রবেশদ্বার এবং পাহাড়ের চূড়ায় ছিদ্র দেখা গেছে-ব্লুমবার্গ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে।তবে ওই প্ল্যান্টের ভূগর্ভস্থ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কাজের জন্য ব্যবহৃত ভেন্টিলেশন নিয়ন্ত্রণ ভবনটি অক্ষত রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। নতাঞ্জ পারমাণবিক স্থাপনা থেকেও পূর্ণাঙ্গ ক্ষয়ক্ষতির হিসাব এখনো মেলেনি। যদিও একটিসম্প্রতি তৈরি গর্ত, যার ব্যাস প্রায় ৫.৫ মিটার, সেটি স্যাটেলাইট চিত্রে স্পষ্ট দেখা যায়। উল্লেখ্য, এই ভূগর্ভস্থ সাইটটি মাটির ৪০ মিটার নিচে অবস্থিত এবং ৮ মিটার পুরু কংক্রিট ও স্টিলের আবরণে সুরক্ষিত। এটি আদৌ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। ইসফাহান পারমাণবিক প্রযুক্তি ও গবেষণা কেন্দ্র সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা গেছে। এই পারমাণবিক কেন্দ্রটি তেহরান থেকে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মার্কিন বিমান বাহিনীর জেনারেল ড্যান কেইন জানিয়েছেন, চূড়ান্ত যুদ্ধক্ষয় ক্ষতির মূল্যায়নে কিছুটা সময় লাগবে। একইসঙ্গে, আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থাও পুরোপুরি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করছে।' তৎপরতা'হামলার কয়েকদিন আগে তোলা স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা যায়, ইরানের ফোর্ডো পারমাণবিক স্থাপনায় অস্ত্র-গ্রেড ইউরেনিয়ামের মজুত সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চিত্রে ঐ স্থাপনার প্রবেশপথের বাইরে দীর্ঘ গাড়ির সারি দেখা যায়-যা ছিল অস্বাভাবিক।২০২৫ সালের ১৯ জুনের স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা যায়, ট্রাকগুলো ফোর্ডো ফুয়েল এনরিচমেন্ট প্ল্যান্টের প্রবেশপথে অবস্থান করছে। দুই ইরানি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সম্ভাব্য মার্কিন হামলার আশঙ্কায় ইরান সেখান থেকে ৪০০ কেজি ইউরেনিয়াম সরিয়ে নিয়েছিল।ইসরায়েল-ইরান সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই ট্রাম্প ইরানকে বারবার হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছিলেন এবং সেনা মোতায়েনের কথাও বিবেচনা করছিলেন।এই ইউরেনিয়াম ছিল ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধ, যা পরমাণু বোমার জন্য প্রয়োজনীয় ৯০ শতাংশের কাছাকাছি। ধারণা করা হচ্ছে, মার্কিন হামলার আগেই এটি ফোর্ডো থেকে সরিয়ে ফেলা হয়।

পুতিনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন তিনি ইরানকে সাহায্য করছেন না

২৩ জুন ঃ রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। ইসরায়েলের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি, ইরানের সঙ্গে রাশিয়ার শক্তিশালী সামরিক সম্পর্ক রয়েছে।মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকায়, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ব্যাখ্যা করেছেন, ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে মস্কোর ভূমিকা কী হবে, বিশেষ করে আমেরিকার আকস্মিক বিমান হামলার পর যা ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করে চালানো হয়। জানা গিয়েছে, ইরানের দীর্ঘদিনের মিত্র পুতিন তাদের 'বন্ধু বলে অভিহিত করেছেন যারা রাশিয়ার মিত্রদের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।পুতিন বলেন, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে প্রায় ২০ লাখ মানুষ যারা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বা রাশিয়ান ফেডারেশনের, তারা আজ ইসরায়েলে বসবাস করে। আজকের দিনে ইসরায়েল এক রকম রুশ ভাষাভাষীদের দেশ। নিঃসন্দেহে, আমরা এই বিষয়টি সব সময় বিবেচনায় রাখি। তিনি এই মন্তব্য করেন সেন্ট পিটার্সবার্গ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফোরামের এক সভায়।তিনি আরও বলেন, রাশিয়ার প্রায় ১৫ শতাংশ জনগণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং মস্কো ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার পর্যবেক্ষক সদস্য। দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক অবস্থান বজায় রেখেছে-ইসরায়েলের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে ইরানের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক জোরদার করেছে।পুতিন আরও জানান, রাশিয়া ও ইরানের মধ্যে বিশ্বাসভিত্তিক সম্পর্ক রয়েছে এবং রাশিয়া বুশেহরে ইরানের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সাহায্য করেছে।রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের হামলার নিন্দা জানিয়েছে। গত রবিবার আমেরিকা ইরানের ফোর্ডো, নাটাঞ্জ ও ইসফাহান পারমাণবিক স্থাপনায় বিমান হামলা চালালে, রাশিয়া এ হামলার নিঃদা জানিয়ে.একে দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন বলে মন্তব্য করে।রুশ বিদেশ মন্ত্রণালয় জানায়, এটি ইতোমধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে একটি বিপজ্জনক উত্তেজনার সূচনা হয়েছে, যা আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তাকে আরও দুর্বল করতে পারে।গত সপ্তাহেই পুতিন ইরান-ইসরায়েল সংঘাত নিরসনে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, মস্কো এমন একটি সমাধানে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে, যেখানে ইরান শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচি চালিয়ে যেতে পারবে, আবার ইসরায়েলের নিরাপত্তা উদ্বেগও প্রশমিত হবে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানে তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার পরদিন, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শাস্তির অঙ্গীকার করেন। তিনি এক্স বার্তায় বলেন, তেল আবিবের বিরুদ্ধে হামলা আরও বাড়বে, যদিও মার্কিন হামলা নিয়ে কিছু বলেননি।খামেনি লেখেনঃ শাস্তি চলছে। জায়নিস্ট শত্রু একটি ভয়ানক ভুল করেছে, একটি বড় অপরাধ করেছে তাকে শাস্তি পেতেই হবে-এবং এখনই সে শাস্তি পাচ্ছে।

যুদ্ধের মাঝেই সিরিয়ার চার্চে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ, মৃত অন্তত ২০

২৩ জুন ঃ যুদ্ধের শাঁখ বেজে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যে। একইসঙ্গে বাড়ছে সন্ত্রাসের আস্ফালন। ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের মাঝেই এবার সেই ' ব্যাধি'র শিকার সিরিয়া। রবিবার প্রার্থনা চলাকালীন সিরিয়ার দামাস্কাসের এক চার্চে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে মৃত্যু হল অন্তত ২০ জনের। এই ঘটনার পিছনে আইএসআইএস জঙ্গি সংগঠনের দিকে আঙুল তুলছে সিরিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। জানা গিয়েছে, খ্রিস্টানদের পবিত্র দিন রবিবার দামাস্কাসের ডোয়াইলা এলাকায় সেন্ট ইলিয়াস গির্জায় প্রার্থনা করছিলেন বহু মানুষ। সেই সময় চার্চে প্রবেশ করেন এক ব্যক্তি। চার্চে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে ওই হামলাকারী। এরপর শরীরের বিস্ফোরক বোঝাই বেল্টে বিস্ফোরণ ঘটায়। এই আত্মঘাতী হামলার জেরে

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২০ জনের। পাশাপাশি আহত হয়েছেন অন্তত ৫২ জন। এখনও পর্যন্ত কোনও সংগঠন এই হামলার দায় না নিলেও সিরিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দাবি, এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের ভয়ংকর জঙ্গি সংগঠন আইএসআইএস। এই জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন সিরিয়ার তথ্যমন্ত্রী হামজা মোস্তফা। এই ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদী হামলা বলে জানিয়ে তিনি বলেন, এই কাপুরুষোচিত হামলা আমাদের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একত্রিত করে। আমরা সবধর্মের নাগরিকদের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের থেকে পিছুপা হব না। এবং এইসব সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। দেশবাসীকে নিরাপত্তা দিতে এইসব নিকৃষ্ট অপরাধীদের থেকে জনগণকে রক্ষা করতে আমরা সর্বতভাবে লড়াই করব। এদিকে হামলার এক প্রত্যক্ষদর্শী লরেন্স মামারি জানান, ঘটনার সময়ে আমি চার্চের মধ্যেই ছিলাম। সেই সময় একব্যক্তি অস্ত্রহাতে ভিতরে প্রবেশ করে গুলি চালাতে শুরু করে। আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটানোর আগে অনেকেই তাকে থামানোর চেষ্টা করে। যদিও ব্যর্থ হন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ইরান ও ইজরায়েল যুদ্ধে সরাসরি মাঠে নেমেছে আমেরিকা। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ইরানের পরমাণু ঘাঁটি। এই আবহে সিরিয়ার চার্চে জঙ্গি হামলার ঘটনাকে খ্রিস্টান বিদ্বেষ হিসেবে দেখছে বিশ্ব। প্রসঙ্গত, বাশার আল আসাদের পতনের পর এই প্রথম এতব। হামলা হল সিরিয়ায়।

পাঁশকুড়া-দিঘা স্পেশাল ট্রেন চলাচল

কলকাতা, ২৩ জুনঃ যাত্রীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে, ২৫.০৬.২০২৫ থেকে ১০.০৭.২০২৫ পর্যন্ত নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে পাঁশকুড়া-দিঘা স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ০৮১১৭০৮১১৮ পাঁশকুড়া-দিঘা-পাঁশকুড়া স্পেশাল ০৮১১৭ পাঁশকুড়া-দিঘা স্পেশাল ২৫.০৬. ২০২৫ থেকে ১০.০৭. ২০২৫ পর্যন্ত পাঁশকুড়া থেকে ০৭.০০ টায় ছেড়ে একই দিনে ০৯.২০ টায় দিঘায় পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮১১৮ দিঘা-পাঁশকুড়া স্পেশাল ০৯.৩০ টায় দিঘা ছেড়ে একই দিনে ০১.৫০ টায় পাঁশকুড়ায় পৌঁছাবে।ট্রেনটি পাঁশকুড়া এবং দিঘার মধ্যে সমস্ত স্টেশনে থামবে।

পদার্থবিদ্যার শিক্ষার্থীদের হাতে তৈরি টেলিস্কোপ

শ্রীভূমি (অসম), ২৩ জুন ঃ শ্রীভূমি জেলার অন্তর্গত এরালিগুলে অবস্থিত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক ষষ্ঠ ও চতুর্থ সেমিস্টারের পদার্থবিদ্যার শিক্ষার্থী সুস্মিতা চক্রবর্তী, ফরিদা ইয়াসমিন, অনির্বাণ সিনহা এবং সুমন সিনহা তাঁদের গবেষণামূলক প্রকল্পের অংশ হিসেবে সফলভাবে একটি টেলিস্কোপ তৈরি করেছে। সহকারী অধ্যাপক ড. অবিনাশ শুক্লবৈদ্যের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা সহজ আলোক কৌশল ব্যবহার করে টেলিস্কোপটি তৈরি করেছেন। টেলিস্কোপটি প্রথম আকাশ পরীক্ষার সময় স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ চিত্র তুলে ধরেছে। পর্যবেক্ষণ অধিবেশনে অধ্যক্ষ ড. জয়শ্রী চক্রবর্তী, বিভাগীয় প্রধান ড. শিবাশিস দত্ত এবং ড. পি বি ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে দলের নিষ্ঠা এবং প্রযুক্তিগত নির্ভুলতার প্রশংসা করেছেন। অধ্যক্ষ ড. জয়শ্রী চক্রবর্তী অসাধারণ এই কৃতিত্বের জন্য শিক্ষার্থীদের এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই প্রচেষ্টা তরুণ মনের প্রতিভা এবং বিভাগের অনুপ্রেরণামূলক পরামর্শদাতার প্রতিফলন। এটি সমগ্র কলেজের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত, বলেন অধ্যক্ষ। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জাগিয়ে তুলে এবং তৃণমূল পর্যায়ে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে। বিভাগটি এখন স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ সেশন এবং আউটরিচ প্রোগ্রাম আয়োজনের পরিকল্পনা করছে, যার লক্ষ্য মহাকাশ বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আগ্রহ আরও জাগিয়ে তোলার জন্য একটি জ্যোতির্বিদ্যা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির বাতিলকরণ

গোরখপুর, ২৩ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোন্ডা-বারবাঁকি সেকশনে তৃতীয় লাইন নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে, পূর্ব-নন-ইন্টার্কনন-ইন্টার্ক কাজের কারণে, পূর্বে অবহিত নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির বাতিলকরণ, সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিসংক্ষিপ্ত উৎপত্তি এবং স্টপেজ স্থগিত করা হয়েছে। বাতিলকরণ-- ট্রেন নম্বর ৫৫০৯১ গোন্ডা-সীতাপুর সিটি যাত্রীবাহী ট্রেনটি সংশোধিত তারিখ ২৪ জুন থেকে ৪ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত বাতিল থাকবে।- ট্রেন নম্বর ৫৫০৯২ সীতাপুর সিটি-গোন্ডা যাত্রীবাহী ট্রেনটি সংশোধিত তারিখ ২৫ জুন থেকে ৫ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত বাতিল থাকবে।-

Name Change

I, Rofiqul Sk (Old Name) S/O–Lal Mohammed Shaikh resident of Vill- Radhanagar , Po-Ramdevpur , PS- Ragunathganj , Dist-Jangipur, West Bengal, Pin-742213 do hereby decrale that I have changed my name from Rofiqul Sk to Rafikul Sk and henceforth I shall be known as Rafikul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 23/06/2025 . My name Rafikul Sk & Rofiqul Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Goutam Chaudhury (Old Name) S/O–Hemanta Chowdhuri resident of Vill-Chuyapur Chowdhurypara , Po & Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742101 do hereby decrale that I have changed my name from Goutam Chaudhury to Goutam Chowdhury and hencefort I shall be known as Goutam Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/06/2025. My name Goutam Chowdhury & Goutam Chaudhury both are same and one identical person.

Name Change

I, Kartick Karmamar (Old Name) S/O–Shyamal Karmamar resident of Sarulia Colony PS- Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742133 do hereby decrale that I have changed my name from Kartick Karmamar to Kartick Karmakar and henceforth I shall be known as Kartick Karmakar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 23/06/2025 . My name Kartick Karmakar & Kartick Karmamar both are same and one identical person.

Name Change

I, Faijul Sk (Old Name) S/O–Sadar Ali Mondal resident of Vill & Po- Pardiar , PS- Domkal , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742121 do hereby decrale that I have changed my name from Faijul Sk to Faijul Mandal and hencefort I shall be known as Faijul Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/06/2025 . My name Faijul Mandal & Faijul Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Tarikul Islam (Old Name) S/O–Kasimuddin Mia resident of Vill-Chakmailpur, Po-Shashani , PS- Kaliachak , Dist-Malda, West Bengal, Pin-732201 do hereby decrale that I have changed my name from Tarikul Islam to Tarikul and henceforth I shall be known as Tarikul (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 23/06/2025 . My name Tarikul & Tarikul Islam both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি নিতাই চন্দ্র মল্লিক পিতা- অজিত কুমার মল্লিক গ্রাম পোঃ- জামালপুর, জেলা- পূর্ব-বর্ধমান এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে গত ১৯-০৬-২০২৫ তারিখে প্রথম শ্রেনীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব-বর্ধমান কোর্টের এফিডেভিট (নং- ২৫৫৮)বলে আমার পিতা শুধুমাত্র অজিত কুমার মল্লিক তার পিতা সন্তোষ মল্লিক নামে পরিচিত হলেন। অজিত কুমার মল্লিকের নাম বেশ কিছু পরচা ও দলিলে অজিত মল্লিক এবং জীতেন্দ্র নাথ মল্লিক হয়ে আছে। অজিত কুমার মল্লিক, অজিত মল্লিক ও জীতেন্দ্রনাথ মল্লিক পিতা-সন্তোষ মল্লিক এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I, Gayatri Devi Jaiswal wife of Lokenath Jaiswal, residing at 18, Dr. P. K. Banerjee Road, Howrah – 711101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Gayatri Jaiswal as declared before the Notary Public at Kolkata 19/06/2025. Gayatri Devi Jaiswal and Gayatri Jaiswal both are same and one identical person.

Name Change

I S/o Late C. PERUMAL R/A - Balagarh, Chinsurah, Hooghly-712103. Rectified my name to PERUMAL RAJAMANI these shall be used for all future Purposes (Affidavit No-3592 dated-16-06-2025 Judicial Magistrate Calcutta. W.B). I hereby declare that P. RAJAMANI, P. RAJAMONEY and PERUMAL RAJAMANI refer to the same and one identical Person.

Name Change

I BIKRAMKJIT MAHATO S/O DIGBIJAY MAHATO MY SON BIBHASH KUMAR HIS NAME HAS BEEN RECORDED IN HIS AADHAAR CARD AS BIBHASH KUMAR MAHATO AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS KRISHNAGAR COURT ON 19/06/25 MY SON BIBHASH KUMAR AND BIBHASH KUMAR MAHATO IS SAME PERSON RESIDING AT 7, CHURCH ROAD CMS PARA KRISHNAGAR NADIA PIN: 741101(WB)

Name Change

I, Md Rafiqul Islam S/o Md Mafidul Islam Residing at Natun Nagar, Maheshtala(M), P.o - Brace Bridge, District - South 24 Parganas, Pin - 700088 West Bengal India shall henceforth be known as Rofiqul Islam. I declare that Md Rafiqul Islam and Rofiqul Islam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-06-2025.

Name Change

I, Pranita Senapati W/o Pritam Senapati Residing at Ichapur, Kamardanga, Santragachi, District - Howrah, Pin - 711105 West Bengal India shall henceforth be known as Pronita Senapati. I declare that Pranita Senapati and Pronita Senapati is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-06-2025.

Name Change

I, Barnali Dey daughter of Dilip Dey & wife of Subhro Chakraborty, residing at 1/27, Naktala, Bansdroni, Kolkata – 700047, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Barnali Chakraborty as declared before the Notary Public at Kolkata dated 23/06/2025. Barnali Dey and Barnali Chakraborty both are same and one identical person.

Name Change

I, Haradhan Chakrabortty S/o Abani Kant Chakrabrty at Mithapur, P.o - Satgram, P.s - Jamuria, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713383 West Bengal India shall henceforth be known as Haradhan Chakraborty. I declare that Haradhan Chakrabortty and Haradhan Chakraborty is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-06-2025.

Name Change

I, KHAIRUL HASAN (Old Name) S/O ABDUL KHALEK GAZI Residing at VILL&P.O - Dakshin Bhebia P.S - Hasnabad District - North 24 Parganas, Pin - 743456 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as KHAIRUL HASAN GAZI (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 23-06-2025. KHAIRUL HASAN (Old Name) and KHAIRUL HASAN GAZI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SYAMAL CHANDRA DAS (Old Name) S/O SANTOSH KUMAR DAS Residing at New Road Pratap Garh Nimta, District - North 24 Parganas, Pin - 700049, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SHYAMAL DAS (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, at Barrackpore, vide affidavit no 119 dated 25-02-2025. SYAMAL CHANDRA DAS (Old Name) and SHYAMAL DAS (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Hritik Shaw (Old Name) S/o Deepak Shaw Residing at 6/4/1/1/2, Seals Garden Lane, Cossipore, Cossipore H.O, District- Kolkata, Pin- 700002 West Bengal shall henceforth be known as Hrithik Shaw (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 91/2025 Dated 23-06-2025. Hritik Shaw (Old Name) and Hrithik Shaw (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sunil Kumar Bajaj (Old Name) S/o Jugal Kishore Bajaj Residing at Karnika Appartment, 20 Rabindra Sarani, Bally (M), Liluah, District- Howrah, Pin- 711204 West Bengal have changed my name and shall henceforth be known as Sunil Bajaj (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 92/2025 Dated 23-06-2025. Sunil Kumar Bajaj (Old Name) and Sunil Bajaj (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammad Zim Parbesh (Old Name) S/o Gaosul Alam Molla Residing at Kankhuly Madhya Para, Maheshtala(M), District- South 24 Parganas, Pin- 700066 West Bengal shall henceforth be known as Jim Parbesh Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 25/2025 Dated 12-06-2025. Mohammad Zim Parbesh (Old Name) and Jim Parbesh Molla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mahetab Alam, S/o Md Murshid, residing at Vill.- Pirtola, P.O.- Mallickpur, P.S.- Baruipur, Dist.- S 24 Pgs, Pin – 700145, presently residing at J. N. Bose Road, Azad Nagar, Rajpur, Sonarpur (M), South 24 Pgs, W.B., Pin – 700147, declare that, in my Passbook of Karnataka Bank (Baruipur Branch) being A/c. No. 9152500100690601, my name has wrongly been recorded as MEHTAB ALAM in place of MAHETAB ALAM, which has been duly recorded in my Aadhaar Card and Voter Id Card. As per affidavit vide no. 3632 in the Court of 1st Class Judicial Magistrate at Baruipur, Kol-144 on 03.06.2025, MAHETAB ALAM and MEHTAB ALAM is the same and one identical person.

Name Change

I, Manindra Das S/o Late Nagendra Nath Das Residing at Vill - Daha Daya, P.o - Alankarpur, P.s - Digha Mohana Coastal, District - Purba Medinipur, Pin - 721441 West Bengal India shall henceforth be known as Manindra Nath Das. I declare that Manindra Das and Manindra Nath Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-06-2025.

Name Change

I, Manoj Nahata S/o Nortanmu Nahata Residing at 21B, Sadananda Road, P.o+P.s - Kalighat, District - Kolkata, Pin - 700026 West Bengal India shall henceforth be known as Manoj Kumar Nahata. I declare that Manoj Nahata and Manoj Kumar Nahata is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-06-2025.

Name Change

I, Mohammad Shadab Quamar S/o Fazal Rub Residing at 8/A/1, Sapgachi 1st Lane P.o+P.s - Tiljala, District - Kolkata, Pin - 700039 West Bengal India shall henceforth be known as Sadab Qumar. I declare that Mohammad Shadab Quamar and Sadab Quamar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-06-2025.

Name Change

I, Deep Chakrabortty S/o Haradhan Chakraborty at Mithapur, P.o - Satgram, P.s - Jamuria, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713383 West Bengal India shall henceforth be known as Deep Chakraborty. I declare that Deep Chakrabortty and Deep Chakraborty is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-06-2025.

Name Change

I, Namita Sharma, W/O- Sandip Kumar Sharma, D/O-Late Arun Prasad Srivastava, Resident of D Type Road Near Jagannath Tample Burnpur PS-Hirapur, Pin-713325 Dist-paschim Bardhaman West Bengal.That my Old Name- Namita Srivastava and My New Name After Marriage is Namita Sharma That Namita Sharma, Namita Srivastava and Namita Srivastava Sharma all are same and one identical person that's myself. That Vaansh Keshav is My Son That my son Old Name was Vansh Sharma @ Vansh KeshavThat Vaansh Sharma @ Vaansh Keshav and Vaansh Sharma all are Same and One identical person that is my son by virtue of an affidavit sworn before the Notary public, Kolkata on 23-06-2025.

পূর্বস্থলীর সমুদ্রগড়ে হস্তশিল্পের হাটের শুভ উদ্বোধন, থাকছে বাউল গানও

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৩ জুন ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সমুদ্রগড়ে 'পথের সাথী' প্রাঙ্গণে আজ এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হস্তশিল্পের হাটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। রাজ্যের বস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা এই হাটের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্লোল খান,

পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক সহ একাধিক বিশিষ্ট জন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, আপাতত বিধায়ক তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ করে এই হাটে একটি ছাউনি তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি জানান, হাট চলাকালীন দর্শনার্থীদের বিনোদনের জন্য থাকছে বাউল গানের বিশেষ পরিবেশনা। আপাতত প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও রবিবার, বিকেল ৪ থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে এই হাট। মন্ত্রী স্বপনবাবু আরও আশাবাদী ব্যক্ত করে বলেন, সমুদ্রগড় থেকে সামান্য দূরত্বে রয়েছে ঐতিহাসিক তীর্থক্ষেত্র নবদ্বীপ। প্রতিদিন বহু পর্যটক সেখানে আসেন। আশা করি, তারা ফিরে যাওয়ার পথে এই হাটে ভিড় করবেন এবং হস্তশিল্পীদের তৈরি সামগ্রীতে আগ্রহ দেখাবেন। বস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানান, এই হাটটি যাতে ভবিষ্যতে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়, তার জন্য আমাদের দপ্তরের তরফে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। হস্তশিল্পীরা যাতে সঠিক বাজার পান এবং ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন, সেটাই এই হাটের মূল উদ্দেশ্য। স্থানীয় হস্তশিল্পীদের মধ্যে এই হাট ঘিরে তৈরি হয়েছে উন্মাদনা। তাদের আশা, সরকারি এই উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ঘটবে, তেমনি কর্মসংস্থানের নতুন দিকও খুলে যাবে।

শিলিগুড়িতে বাইরের খাবার নিয়ে অসন্তোষের মাঝে কিছুটা ব্যতিক্রম বিধান মার্কেটের নেতাজি কেবিন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ জুন ঃ একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে শিলিগুড়িতে। কোথাও কমোডের পাশে খাবার, আবার কোথাও খাবারের মধ্য পোকা। মানুষের যেন বাইরের খাবার নিয়ে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এর মধ্যেও কিছু দোকান আছে যারা সসম্মানে ব্যবসা করে যাচ্ছে। এদের মধ্যে অন্যতম শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের নেতাজি কেবিন। বছরের পর বছর ধরে গোটা বাংলা জুড়ে নাম নেতাজী কেবিন এর। আগে ছিলেন মন্টু বাগচী, এখন প্রণবিন্দু বাগচী। যেই থাকুক না কেন ঐতিহ্য এবং সুনাম অর্জন করতে নেতাজী কেবিন পিছু পা হয়নি। দিনের পর দিন একইভাবে চলে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী নেতাজি কেবিন। যারা আসছেন খাচ্ছেন চলে যাচ্ছেন তারা সুনাম নিয়েই যাচ্ছেন। অসাধারণ সব স্মৃতি নিয়ে চলছে বিধান মার্কেটের নেতাজী কেবিন। আজ থেকে ৩০ বছর আগে যেভাবে চলেছে আজকেও সেভাবে চলছে। এখানকার চা সারা বাংলার মধ্য বিখ্যাত জায়গা। অসাধারণ চায়ের স্বাদ সবাইকে টেনে আনে এই দোকানে। এই দোকানের বিশেষত্ব অনেক দিক দিয়ে মানুষকে প্রচন্ডভাবে আকর্ষণ করে। তাই পুরনো ঐতিহ্য মেনে দোকান চালালেও যেন মানুষের টান এখানে আছে। তাইতো বাইরের জিনিস থেকে মানুষ যখন ক্রমাগত মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, তখন নেতাজি কেবিন যেন একা লড়াই করে যাচ্ছে ভবিষ্যতের সাথে। একবার আসলে বারবার আসবে, এই হলো নেতাজী কেবিনের মূল কথা। এটা হয়তো আরো একশ বছরেও মুছে যাবে না।

তোর্সার ভাঙনে রাতের ঘুম উড়েছে জলদাপাড়া জঙ্গল ঘেরা কোদালবস্তির বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুন ঃ তোর্সা নদীর ভাঙনে রাতের ঘুম উড়েছে জলদাপাড়া জঙ্গল ঘেরা কোদালবস্তির বাসিন্দাদের। গত কয়েক বছরে এলাকার কৃষকদের কৃষিজমি থেকে শুরু করে কালভার্ট, বন্যজন্তু দেখার ওয়াচ টাওয়ার সহ প্রায় সব কিছুই এই নদীতে বিলীন হয়ে গেছে বলে দাবি বাসিন্দাদের। শীঘ্রই কোন ব্যবস্থা না নিলে অবশিষ্ট জমিটুকুও থাকবে না বলে আশঙ্কা বাসিন্দাদের। আলিপুরদুয়ারের জঙ্গল ঘেরা

কোদালবস্তি গ্রামটিতে প্রায় ৩৫০ টি পরিবারের বসবাস। আর এই গ্রামের বাসিন্দাদের অন্যতম প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। এই গ্রামেরই অধিকাংশ কৃষিজমি ঘেঁষে বয়ে চলেছে তোর্সা ও কুলটি দুটি নদী। বাসিন্দাদের কথায়, এই নদীতে বাঁধ না থাকায় গত ২০১৮ সাল থেকেই একটু একটু করে এলাকার প্রায় ৭০ বিঘারও বেশি কৃষিজমি বিলীন হয়ে গেছে নদীতে। বর্তমানে কর্মসংকটে বেশ কয়েকজন শ্রমিক পাড়ি দিয়েছেন ভিনরাজ্যে। আবার যারা গ্রামে রয়েছেন তারা দিনমজুরি করে কোনোমতে সংসার চালাচ্ছেন। পাশাপাশি, বিলীন হয়েছে বাসিন্দাদের যাতায়াতের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তৈরি কালভার্ট, বন্যজন্তু দেখার জন্য পর্যটকদের জন্য তৈরি ওয়াচ টাওয়ারও। এলাকার বাসিন্দা বলেন, একসময় যেই রাস্তা দিয়ে কালভার্ট পার করে নিজের কৃষিজমিতে যেতাম। এখন সেই জমির পুরোটাই গ্রাস করে নিয়েছে নদী। আর কালভার্টের কিছুটা অংশ নদীতেই পড়ে রয়েছে। এই বিষয়ে স্থানীয় মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান চন্দ্রা নার্জিনারী বলেন, সেচ দফতর ছাড়া এই সমস্যা সমাধান করা প্রায় অসম্ভব। আমাদের তরফেও সেচ দফতরে বারংবার আর্জি জানানো হয়েছে। দ্রুত কাজ না হলে হয়ত গ্রামটাই আর থাকবে না। যদিও, এই বিষয়ে সেচ দফতরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের মুখ্য বাস্তুকার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, আমরা এখানে কাজের পরিকল্পনা নিয়েছি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন পেলে কাজ শুরু হবে।

প্রায় ৫ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও চালু করা হয়নি সেই স্টপেজ, স্মারকলিপি প্রদান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ জুন ঃ করোনাকালে বন্ধ হয়ে যায় দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপেজ। প্রায় ৫ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও চালু করা হয়নি সেই স্টপেজ। তাই পূর্বের মতো ২ টি যাত্রীবাহী ট্রেন-সহ আরও ১ টি কলকাতা গামী ট্রেনকে অবিলম্বে জলপাইগুড়ি রাণীনগর স্টেশনে স্টপেজ দেওয়ার দাবি চলছে। কেবল স্টপেজ নয়, এর সঙ্গে মোট ৬ দফা দাবিতে রানীনগর স্টেশন ম্যানেজারের মারফত ডিআরএম কাটিহার ডিভিশনের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করল সিপিএম। জলপাইগুড়ি রানীনগর হাটের সামনে থেকে মিছিল করে রানীনগর স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে প্ল্যাটফর্মে প্রতিবাদ জানিয়ে স্টেশন ম্যানেজারের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন সিপিএম নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ি শহরের ঢোকার মুখে গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা রাণীনগর শিল্পাঞ্চল। এখানে রয়েছে ঠান্ডা পানিও, আইওসি-সহ বিভিন্ন ন্যাশনাল মাল্টি ন্যাশনাল সংস্থার ফ্যাক্টরি ও বিভিন্ন প্রজেক্ট। পাশেই রয়েছে রানীনগর বিএসএফ ক্যাম্প। এক সময় তিস্তা-তোর্সা, বঙাইগাঁও এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ ছিল। কলকাতা-নিউ আলিপুর রুটে যাতায়াত করা তিস্তা-তোর্সা ট্রেন যাতায়াতের পথে রানীনগর স্টেশনে সকালে ভাগ হয়ে দুপুরে এখান থেকেই জুড়ে রওনা হত। তিস্তা তোর্সা ট্রেনকে ঘিরে ছিল এলাকার মানুষের বিরাট ব্যবসা। করোনার সময়ে কোনও অজানা কারণে তিস্তা তোর্সা বঙাইগাঁও এক্সপ্রেসের স্টপেজ রাণীনগর স্টেশন থেকে তুলে নেওয়া হয়।

মাছির উপদ্রবে দিনরাত কাটছে মশারির ভেতরেই! নাজেহাল মানুষ, ছড়াচ্ছে অসুখও

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৩ জুন ঃ মাছির উপদ্রবে জেরবার এলাকাবাসী। স্থানীয় একাধিক হ্যাচারি থেকে হাজারে হাজারে ছড়িয়ে পড়েছে মাছি। আর এই মাছির তাণ্ডব এতটাই যে স্থানীয় গ্রামগুলির মানুষের দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজ করতে হচ্ছে মশারি টাঙিয়ে। দিনে দিনে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে আন্ত্রিক থেকে ডায়েরিয়ার মতো অসুখ। বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লক ও ছাতনা ব্লকের সীমানায় কাশিবেদিয়া এলাকায় রয়েছে একের পর এক বেসরকারি হ্যাচারি। সেই হ্যাচারি থেকে প্রতিদিন হাজারে হাজারে মাছি ধেয়ে যাচ্ছে কাশিবেদিয়া, তেঘরি, বাঘজুড়ি, জগন্নাথপুর, দলদলি, পড়্যাশোল, বেলিয়া-সহ আশপাশের গ্রামে। মাছির তাণ্ডবে গ্রামগুলির মানুষ এতটাই অতিষ্ট যে মশারির ভিতরেই কাটছে তাঁদের জীবন। রান্নাবান্না করার সময় মাছি এসে পড়ছে খাবারে। খাবার খেতে গেলেও সেই একই অবস্থা। মাছির তাণ্ডবে দু-দন্ড শান্তিতে বসে থাকাও দায়। মাছির উৎপাতে গ্রামগুলির পড়ুয়াদের পড়াশোনাও কার্যত লাটে উঠছে। মাছির তাণ্ডব ঠেকাতে বাড়ির দরজায় দরজায় টাঙিয়ে রাখা হয়েছে মশারি। দুপুরের খাবার থেকে জলখাবার সবকিছুই সারতে হচ্ছে মশারির ভেতরে। মাছির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে মাস খানেক আগে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ৬০ এ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। সে সময় প্রশাসন ও হ্যাচারি মালিকেরা মাছি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু এক মাস কেটে গেলেও বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই না হওয়ায় আজ ফের গ্রামের মানুষ হ্যাচারির দরজায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। গ্রামবাসীদের দাবি, মাছির জন্য এলাকায় যেভাবে আন্ত্রিক ও ডায়েরিয়া ছড়িয়ে পড়ছে তাতে দ্রুত পদক্ষেপ না করলে এবার গ্রাম ছেড়ে মানুষকে আশ্রয় নিতে হবে অন্যত্র। হ্যাচারি কর্তৃপক্ষের দাবি, মাছি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হলেও গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে আবারও মাছির তান্ডব বেড়েছে।

বাংলায় ডাকাতির পিছনে আবারও বিহার যোগ!

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ জুন ঃ উত্তরের পাহাড়ঘেরা শহর শিলিগুড়িতে সম্প্রতি একের পর এক ডাকাতির ঘটনার পেছনে উঠে এসেছে আন্তঃরাজ্য অপরাধচক্রের নাম। পুলিশি তদন্তে জানা গেছে, বিহার, রাজস্থান ও সিকিম থেকে আসা একটি সংঘবদ্ধ দুষ্কৃতী দল এইসব ঘটনায় যুক্ত। এরা সুযোগ বুঝে বাংলায় ঢুকে বিভিন্ন এলাকায় হানা দিচ্ছে, বিশেষ করে শিলিগুড়ি ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে। অপরাধ সংগঠনের কৌশল দেখে পুলিশের ধারণা, এরা দীর্ঘদিন ধরেই পরিকল্পনা করে বাংলাকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ির চম্পাসারি, বিদ্যাচক্কর এবং চেকপোস্টের মতো এলাকায় একাধিক চুরির অভিযোগ সামনে আসে। দিনের আলো ফোটার আগেই দোকানের শাটার ভেঙে টাকা, মোবাইল, দামি ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। কখনও কখনও রাস্তায় চলতি গাড়িকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে, চালককে ভয় দেখিয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে নজরদারি বাড়াতে মাঠে নেমেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। সম্প্রতি চম্পাসারিতে ধৃত এক অভিযুক্তের জবানবন্দি থেকে জানা যায়, তারা মূলত রাজস্থানের কোটা, বিহারের মধুবনী এবং সিকিমের গ্যাংটকের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী গ্যাংয়ের সদস্য। এদের একাংশ দীর্ঘদিন ধরেই ট্রাক চালক, দিনমজুর, বা ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে বাংলায় যাতায়াত করছে এবং সুযোগ বুঝে বড়সড় ডাকাতি বা চুরি সংঘটিত করছে। তদন্তে জানা যাচ্ছে, এই দুষ্কৃতী দলগুলো বাংলার শহরাঞ্চলে একাধিকবার প্রবেশ করেছে। তারা মূলতঃ সীমান্তঘেঁষা এলাকার ঢোকার পথগুলি ব্যবহার করে, যেখানে নজরদারি তুলনামূলক কম। উত্তরবঙ্গের ভূগোল এবং রেলপথ বা হাইওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাও তাদের কার্যকলাপে সহায়ক হয়ে উঠেছে।

পুলিশের অনুমান, মূলত এনজেপি স্টেশন বা পানিট্যাঙ্কি এলাকায় অস্থায়ী আশ্রয় নিয়ে এরা পুরো শহরে নজর রাখে এবং সুযোগ বুঝে কাজ সারে। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, এই অপরাধচক্রের পিছনে একটি সুসংগঠিত পরিকল্পনা রয়েছে। এরা নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকাকে টার্গেট করে। শহরের কোন দোকানে কখন বেশি নগদ থাকে, কোন ব্যবসায়ী রাতে দোকান বন্ধ করেন দেরিতে-সেসব তারা আগেভাগেই জেনে নেয়। এমনকী কিছু স্থানীয় মানুষকেও মদতদাতা হিসেবে পাওয়া গেছে যারা এই অপরাধচক্রকে তথ্য দেয়। এই চক্র সাধারণত চার থেকে ছ'জনের দলে কাজ করে। কেউ একজন আগে এসে এলাকায় রেকি করে, তারপরে গভীর রাতে বা খুব ভোরে পুরো দল একসঙ্গে হানা দেয়। বেশিরভাগ সময়েই তারা গাড়িতে চেপে আসে, যার নম্বর প্লেট ইচ্ছাকৃতভাবে ঢেকে দেওয়া থাকে কিংবা নকল নম্বর ব্যবহার করা হয়। চুরি বা ছিনতাইয়ের পর দ্রুত কোনও এক গেস্ট হাউস বা রেলস্টেশনের আশপাশে অস্থায়ী ভাবে লুকিয়ে পড়ে। দিন দুয়েকের মধ্যেই তারা আবার শহর ছাড়ে। তবে সম্প্রতি পুলিশের কঠোর পদক্ষেপে এই ধরনের দলের ওপর কিছুটা লাগাম টানা সম্ভব হয়েছে। কয়েকটি অভিযানে একাধিক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের কাছ থেকে চুরি হওয়া সামগ্রী, নগদ টাকা এবং অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে এই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অপরাধচক্রের যোগাযোগ। এদের মধ্যে কেউ কেউ আগে থেকেই চিহ্নিত অপরাধী ছিল। এই অবস্থায়, পুলিশ রাজ্যের অন্যান্য সীমান্ত জেলা ও স্টেশন সংলগ্ন এলাকাতেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। শিলিগুড়ি পুলিশ ইতিমধ্যেই শহরের বাজার এলাকা, গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড জোন ও হোটেল-গেস্ট হাউস চত্বরে সিসিটিভি বসানোর জন্য বিশেষ প্রকল্প শুরু করেছে। পাশাপাশি স্থানীয় দোকানদার এবং আবাসিক এলাকাবাসীদের সচেতন থাকতে বলা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, শহরে বহিরাগত কারা ভাড়া নিচ্ছে, কারা নতুন ভাবে আসছে, তাদের সম্পর্কে স্থানীয় থানাকে তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে শহরে প্রবেশকারী ট্রাক বা বাণিজ্যিক গাড়ির উপরও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা সাধারণ নাগরিকদের মনে স্বাভাবিকভাবেই ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, আগে কখনও ভাবিনি শিলিগুড়িতে এমন সংঘবদ্ধ ডাকাত দল এসে হানা দেবে। এখন রাতে রাস্তায় বেরোতেও ভয় লাগে। ব্যবসায়ীরাও উদ্বিগ্ন, কারণ বারবার চুরির ফলে আর্থিক ক্ষতি তো হচ্ছেই, তার সঙ্গে বাড়ছে আতঙ্ক। শিলিগুড়ির বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ইতিমধ্যেই পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করেছে। তারা রাতে পুলিশের টহল আরও বাড়ানো এবং সন্দেহভাজন গতিবিধি দেখলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রধান বাণিজ্যিক শহর শিলিগুড়িতে এই ধরনের আন্তঃরাজ্য অপরাধচক্রের উপস্থিতি নতুন করে নিরাপত্তা প্রশ্ন তুলে দিল। পুলিশের তৎপরতা ও নাগরিক সচেতনতাই এখন একমাত্র ভরসা, যাতে শহরের শান্তি ফেরানো সম্ভব হয়। তবে এই চক্র কতটা বিস্তৃত ও তাদের পেছনে কারা- তা জানতে তদন্তের আরও গভীরে পৌঁছাতে হবে বলে মনে করছে গোয়েন্দা মহল।

'ভারত কা চার্জার মহাকুম্ভ' উদ্যোগের জন্য নীতিন গডকড়ি-র কাছ থেকে 'জী ভারত কি উড়ান অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করল

কলকাতা, ২৩ জুন ঃ ভারতের শীর্ষস্থানীয় লাইফস্টাইল ও মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ ব্র্যান্ড কেডিএম তাদের 'ভারত কা চার্জার মহাকুম্ভ' উদ্যোগের জন্য ' জী ভারত কি উড়ান অ্যাওয়ার্ড'-এ সম্মানিত হয়েছে। ' ভারত'-এর ' কি উড়ান' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সময় এই পুরস্কার প্রদান করেন সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী, মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি। এই স্বীকৃতি ২০২৫ সালের মহাকুম্ভ এ কেডিএম-এর তাৎপর্যপূর্ণ অবদান এর প্রতিফলন, যেখানে ভক্তদের চার্জিং সুবিধা প্রদান করার জন্য এই সংস্থাটি ১০৮০ টি মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট স্থাপন করে। কেডিএম-টির অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সজ্জিত এই স্টেশনগুলো ৪৫ দিনব্যাপী চলা এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রায় ২৩ লক্ষ মোবাইল ফোন চার্জ করেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যা ভক্তদের পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে সাহায্য করেছে। ডিজিটাল ভারত ও দিব্য ও ডিজিটাল মহাকুম্ভ-এর সরকারি ভিশনের সঙ্গে কেডিএম তার উদ্যোগকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। এই উদ্যোগ কেবল প্রযুক্তিগত সমাধান নয়, বরং একটি সামাজিক দায়বদ্ধতার নিদর্শনও বটে। বিশেষত গ্রামীণ এলাকার ভক্তরা এই চার্জার স্টেশনগুলির মাধ্যমে পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পেরেছেন। কেডিএম-এর এই ভূমিকা সরকারি বিভাগ ও প্রশাসনের প্রচেষ্টাকে পরিপূরক করেছে এবং সর্বত্র প্রশংসা অর্জন করেছে। এই সম্মান পাওয়ার পর কেডিএম-এর প্রতিষ্ঠাতা এন ডি মালি বলেন,শ্রী নীতিন গডকড়ি জি-র হাত থেকে ' জী ভারত কি উড়ান অ্যাওয়ার্ড' পাওয়া আমার কাছে এক গর্বের ও প্রেরণার মুহূর্ত। এই সম্মান আমাদের 'ভারত কা চার্জার' উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। এই উদ্যোগ উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক। আজ

মোবাইল ফোন কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং একটি 'উন্নয়নের যন্ত্র' যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই পুরস্কার আমাদের উৎসাহ জোগাচ্ছে যাতে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি-চার্জ করতে মোবাইল এবং দেশ, উভয়কেই। তিনি আরও বলেন, ভারত যখন ২০৪৭ সালের মধ্যে ' বিকসিত ভারতের লক্ষ্যপথে এগোচ্ছে, কেডিএম-এর 'ভারত কা চার্জার' উদ্যোগ ' মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করে ভারতের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে। আমাদের লক্ষ্য 'হার ঘর কেডিএম' বাস্তবায়ন করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ কোটি পরিবারে পৌঁছানো। পাশাপাশি, আমরা ৫০,০০০ মহিলার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাণ্ডুয়ায় সবুজ ঝড়, ৩টি সমবায় দখল তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৩ জুন ঃ সমবায় নির্বাচনে ফের সবুজ ঝড়। বিরোধীদের পর্যুদস্ত করে হুগলির পাণ্ডুয়া ব্লকে তিনটি সমবায় দখল তৃণমূলের। বেলুন ধামাসিন, জামগ্রাম মণ্ডলাই ও জায়ের দ্বারবাসিনী এই তিন গ্রাম পঞ্চায়েতের বেরুই সমবায়, পাইকারা সমবায় ও কামতাই সমবায়ের নির্বাচনে জয়ে হাসি হাসল রাজ্যের শাসকদল। আর তারপরই অকাল হোলিতে মাতেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। পাণ্ডুয়ার বেলুন ধামাসিন গ্রাম পঞ্চায়েতের বেরুই সমবায়ে মোট আসন ১২টি। সবকটি আসনেই প্রার্থী দিয়েছিল তৃণমূল। সিপিএম ১২ এবং বিজেপি ১১টি আসনে প্রার্থী দেয়। সঙ্গে ছিলেন একজন নির্দল প্রার্থী। মোট ৫৪৬ টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলে। মোট ভোটার ৭৮৪ জন। সবকটি আসনে জয়ী তৃণমূল। আবার জামগ্রা মণ্ডলাইন গ্রাম পঞ্চায়েতের পাইকারা সমবায়ে মোট আসন ১২টি। ভোটার ছিলেন ৩০৬ জন। ২৯০টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে চলে ভোটাভুটি। প্রত্যেকটি আসনে নিরঙ্কুশ জয় পায় ঘাসফুল শিবির। জায়ের দ্বারবাসিনী গ্রাম পঞ্চায়েতের কামতাই সমবায় সমিতির ভোটেও মোট আসন ১২টি। মোট ভোটার ছিল ৪০৭ জন। ২৮০ টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছিল। এই সমবায় নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ১১টি আসন দখল করে তৃণমূল। একটিমাত্র আসন পায় সিপিএম। তবে আসন সংখ্যার নিরিখে তৃণমূলই সমবায় বোর্ড গঠন করে। বিপুল জয়ে খুশি তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। অকাল হোলিতে মেতে ওঠেন তাঁরা। পাণ্ডুয়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি শুভঙ্কর নন্দী বলেন, এই জয় সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের জয়।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু ২ ভাইয়ের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৩ জুন ঃ দুই ভাই সকালে কাঠ কাটার কাজে বাইকে যাচ্ছিলেন। পথেই মর্মান্তিক ঘটনা। বাইক ও পিক আপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল একই পরিবারের দু'জনের। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম যথাক্রমে রহমতুল্লা মণ্ডল (৩৮) ও নিয়ামততুল্লা মণ্ডল (৩২)। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে তালডাংড়া থানা এলাকার পাইকা গ্রামের। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে প্রতিবেশী কয়েক জনের সঙ্গে ওন্দার পুনিশোল - আসনবনি গ্রামের দুই যুবক কাঠ কাটার কাজে একটি বাইকে চেপে রতনপুর - হাড়মাসড়া রাস্তা ধরে বিবড়দার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তালডাংড়ার পাইকা গ্রামের কাছে উল্টো দিক থেকে আসা একটি পিক আপ ভ্যানের সঙ্গে তাদের বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় তিন বাইক আরোহীকে তালডাংড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে রহমতুল্লা মণ্ডল ও নিয়ামততুল্লা মণ্ডলকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর পরই ঘাতক পিক আপ ভ্যানটি পলাতক বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, রাস্তার ধার দিয়ে ধীর গতিতেই যাচ্ছিল বাইক। স্বাভাবিক গতিতেই ছিল। কিন্তু উল্টোদিক থেকে আসা পিকআপ ভ্যানটির গতিবেগই বেশি ছিল। হঠাৎই সামনে চলে আসায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

OFFICE OF THE PRADHAN
LAGDA GRAM PANCHAYAT
VILL-BELKURI P.O:-BELKURI ASHRAM, Dist.:-PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER
No. WBPUR/LGP/NIET-01/25-26, Date: 23.06.2025

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 25(Twenty-five)Nos. different works. Bid Submission closing (On line) **02.07.2025 up to 5.00 P.M.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) **05.07.2025, 11.00 A.M.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Lagda Gram Panchayat

Office of The Block Development Officer
Balarampur Development Block
PO-Rangadih, Dist.-Purulia, Pin-723143(W.B)
NOTICE INVITING 02 NO E-TENDER No WB/BDO/BLR NIeT-07/2025-26 And WB/BDO/BLR NIeT-08/2025-26,

E-Tender are invited by the undersigned from the bonafied contractor for 02 nos. Construction work under Balarampur Development Block. Period for downloading of WB/BDO/BLR NIeT-07/2025-26 bid documents **20.06.2025 from 11:00 A.M up to 04.07.2025 to 6:55 PM.** End date of submission of bid document upto **04.07.2025 to 6.55 PM**. and the time & date of opening of Technical bid on **07.07.2025 at 11 A.M.** The Financial bid to be notified. And Period for downloading of **WB/BDO/BLR NIET-08/2025-26** bid documents **20.06.2025 from 11:00 A.M up to 27.06.2025 to 6:55 PM.** End date of submission of bid document upto **27.06.2025 to 6.55 PM**. and the time & date of opening of Technical bid on **30.06.2025 at 11 A.M.** The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development Officer
Balarampur Development Block

স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্টের নিযুক্তি

নোটিস নং. সি/৪/১/এমআইএসসি/কেআইআর/এসটিবিএ/টেণ্ডার/এনএসজি-৫/২৫ তারিখঃ ১৯-০৬-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফ থেকে কেবল তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত এনএসজি-৫ শ্রেণীর ফরবেসগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড জংশন, হরিশ্চন্দ্রপুর, জলপাইগুড়ি, কালিয়াগঞ্জ, আজমনগর রোড, লাভা, গঙ্গারামপুর, বাগডোগরা, বুনিয়াদপুর, গেজোল, হলদিবাড়ি এবং ভালুকা রোড রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিযুক্তির জন্যে আবেদনপত্র আমন্ত্রণ করা হয়েছে। **আবেদন পত্র জমা/দাখিলের তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০৭-২০২৫** তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং **খোলা যাবেঃ ১৩-০৮-২০২৫** তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এসিএম, কাটিহারে কার্যালয় কক্ষে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.nfr.indianrailway.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited as per below mentioned table:

Tender ID	Bid Submission End Date
2025_DMSP_868320_1	30-Jun-2025 03:00 PM
2025_DMSP_868323_1	02-Jul-2025 03:00 PM
2025_DMSP_868315_1	07-Jul-2025 03:00 PM

Details are available on **www.wbtenders.gov.in** or contact the undersigned during office hours.

Sd/-
Managing Director
Sundarban Cooperative Milk & Livestock Producers' Union Ltd.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XIII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/XIII/115/15/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of Jadunath Ukil Road Bye Lane by providing cement concrete from Pre. No.-47/35/1 to 158/2 & 27/1/6 to 56/R, B. P. Road in Ward No.-115.** Work value: ₹ **3,91,867.13**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(2) NIT No.: KMC/XIII/115/03/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of Bye Lane of Muchi Para Road from 2A/1, M. P. Road to Taramoni Park Booster Pumping Station & M. G. Road Bye Lane near Pr. No.-27/4, 33/1/3 & 27/1 M. G. Road by laying hot mix in Ward No.-115.** Work value: ₹ **4,88,946.35**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **50 days.**
(3) NIT No.: KMC/XIII/115/08/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of Bye Lanes of Panchanantala Road near Pre. No.-3A, 2/3 & T. M. G. Road from Hazrat Gazi Peer Saheb Mazer Sarif to Pre. No.-176 in Ward No.-115.** Work value: ₹ **4,98,599.27**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(4) NIT No.: KMC/XIII/120/016/25-26/BS (1st Call)
Name of the Work: **Construction of Sanitary Latrine at uttaran area of Satyen Roy Road and Bhupen Roy Road Bye Lane in Ward No.-120, Br.-XIII.** Work value: ₹ **2,99,511.65**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(5) NIT No.: KMC/XIII/118/13/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of road by laying of hot-mix works at Bye Lane of Sahapur Main Road near Pr. No.-13, 13/4, 13/2 etc. in Ward No.-118, Br.-XIII.** Work value: ₹ **4,18,947.73**. Earnest Money: ₹ **8,379.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **04.07.2025 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 5). Tender will be opened on: **07.07.2025 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **24.06.2025 (From 5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 5).
(6) NIT No.: KMC/XIII/122/74/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of hot-mix and cement concrete road disturbed due to laying of underground water supply pipe at Sodepur Brick Field Road and Sodepur Road at Dhawan Colony to Anirban Sangha near Pr. No.-453A, 7/2 etc. in Ward No.-122, Br.-XIII.** Work value: ₹ **3,11,687.27**. Earnest Money: ₹ **6,300.00.** Period of Completion: **28 days.**
(7) NIT No.: KMC/XIII/122/8/25-26/UTTARAN (1st Call)
Name of the Work: **Construction of Sanitary Latrine at 20/5 U.A.K. Sarani (Green Park), 567/N Rather Goli, Sodepur Road Nera Ram Kamal School in Uttaran area in Ward No.-122, Br.-XIII.** Work value: ₹ **2,99,415.50**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **05.07.2025 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 6 & 7). Tender will be opened on: **07.07.2025 – 11 a.m.** (For Sl. No. 6 & 7). The bid forms and other details are available on and from **25.06.2025 (From 5 p.m.)** (For Sl. No. 6 & 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 7).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XIV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/XIV/121/005/25-26/R (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of concrete passage in the Bye Lanes of M. A. Road near Pr. no. 34/6/4 & 34/6C, etc. P. B. Road & beside Peyarabagan KMC Park in Ward No.-121.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,51,038.16**. Earnest Money: ₹ **5,100.00.** Period of Completion: **15 days.**
(2) NIT No.: KMC/XIV/121/006/25-26/R (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of concrete passage in the Bye Lanes of Netaji Sarak near Pr. no.-215/201, 226/2 & 454 etc. in Ward No.-121.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,77,764.89**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **21 days.**
(3) NIT No.: KMC/XIV/132/007/25-26/R (1st Call)
Name of the Work: **Restoration/Maintenance of concrete passage at Upen Banerjee Road Bye Lane near Pr. No.-35/213 and at Harisava Lane Road near Pr. No.-52/C/1 etc. in Ward No.-132.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,90,989.44**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **25 days.**
(4) NIT No.: KMC/XIV/131/08/25-26/R (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of concrete passage at Shanti Pally Road near Pr. No.- 2/3, 5B, 7/C, 8A, 9B etc. in Ward No.-131.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,35,343.48**. Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(5) NIT No.: KMC/XIV/132/011/25-26/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of Bustee Sanitary Latrines at different places of 10 No. Bustee, B. B. D. Bag Bustee etc. in Ward No.-132.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,97,495.79**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **25 days.**
(6) NIT No.: KMC/XIV/132/009/25-26/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of concrete passage at Bishalakhmi Tola Road (slum area) Bye Lane near Pr. No.-51/D/31/1, 51E/1 and at Barobagan Road near Pr. No.-70/1 etc. in Ward No.-132.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,97,004.86**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **25 days.**
(7) NIT No.: KMC/XIV/121/010/25-26/BS (1st Call)
Name of the Work: **Construction of Bustee Sanitary Latrines at different slum area in the Bye Lanes of P. B. Road & B. C. Roy etc. in Ward No.-121.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,99,497.55**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **25 days.**
(8) NIT No.: KMC/XIV/121/008/25-26/BS (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of Bustee concrete passage in the Maitypara slum area near Pr. No.-119/6A, 119/1/A & 7A etc. R. R. M. Roy Road in Ward No.-121.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,37,925.75**. Earnest Money: ₹ **6,800.00.** Period of Completion: **15 days.**
(9) NIT No.: KMC/XIV/121/007/25-26/R (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of bituminous road including kerb & channels in the Bye Lane of R. R. M. Roy Road near Pr. No.-796J, 796E, 316, 153/5 & 151/10 etc. in Ward No.-121.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,90,643.94**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **21 days.** Last date and time of submission of Bid: **02.07.2025 upto 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 9). Tender will be opened on: **04.07.2025 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 9). The bid forms and other details are available on and from **24.06.2025 (From 5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 9)
(10) NIT No.: KMC/XIV/128/011/25-26/R (1st Call)
Name of the Work: **Development of drainage by laying of underground sewer line at Parui Main Road, near Pre. No.-11F etc. in Ward No.-128.** Work value: ₹ **2,55,273.12**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **21 days.** Last date and time of submission of Bid: **05.07.2025 upto 11 a.m.** Tender will be opened on: **07.07.2025 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.06.2025 (From 5 p.m.)**. The website **https:// etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 10).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
(1) NIT No.: KMC/XV/138/008/2025-2026/R/Uttaran (2nd Call)
Name of the Work: **Repairing and maintenance of cement concrete passage with allied works at Y-85 Majher Para, Y-2/56/A Mader Saheb Math Lane etc. in Ward No.-138, Br.-XV under Uttaran area.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,543.94**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **180 days.** Date and time of uploading of N.I.T. & other documents (Online): **26.06.2025 – 12 Noon.** Documents download/sell start date and time (Online): **26.06.2025 – 4 p.m.** Documents download/sell end date and time (Online): **07.07.2025 – 4 p.m.** Bid submission start date and time (Online): **26.06.2025 – 4 p.m.** Bid submission closing date and time (Online): **07.07.2025 – 4 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online): **09.07.2025 – 4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/LTG/5/WD25/IV/ZII/25-26 published in this Newspaper on **10.06.2025** (Key No. 393/25-26) of **Lighting/Zone-II Department** (For Sl. No. 2). Last date and time of submission of Bid (Online) will be read as **02.07.2025 at 2 p.m.** instead of 21.06.2025 upto 2 p.m. **(503/25-26)**

এশিয়া কাপ যোগ্যতা অর্জন

মঙ্গোলিয়াকে ১৩ গোল ভারতের নারীদের

চিয়াং মাই, ২৩ জুনঃ ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল, ব্লু টাইগ্রেস, এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ ২০২৬ কোয়ালিফায়ারে তাদের অভিযান শুরু করেছে মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে ১৩-০ গোলের এক ঐতিহাসিক জয়ের মাধ্যমে। সোমবার, থাইল্যান্ডের চিয়াং মাইয়ের ৭০০তম অ্যানিভার্সারি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ভারত প্রথমার্ধে ৪-০ গোলে এগিয়ে ছিল। এই জয় এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপের ইতিহাসে (ফাইনাল রাউন্ড ও কোয়ালিফায়ার) ভারতের সবচেয়ে বড় জয়। এর আগে, ১৯৯৭ ও ২০০৫ সালে গুয়ামের বিরুদ্ধে ১০-০ গোলের জয় ছিল ভারতের সর্বোচ্চ রেকর্ড। ম্যাচে ভারতের হয়ে পিয়ারি জাক্সা (২৯', ৪৫', ৪৬', ৫২', ৫৫') পাঁচটি গোল করেন, যা তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্সের প্রমাণ। সৌম্যা গুগুলোথ (২০', ৫৯') এবং প্রিয়দর্শিনী সেল্লাদুরাই (৭৩', ৮৬') দুটি করে গোল করেন। এছাড়া, সঙ্গীতা বসফোর (৮'), রিম্পা হালদার (৬৭'), মালবিকা (৭১'), এবং গ্রেস ডাংমেই (৭৫' পেনাল্টি) একটি করে গোল যোগ করেন। ম্যাচের শুরু থেকেই ভারত দাপটের সঙ্গে খেলা শুরু করে। মাত্র ৮ মিনিটে সঙ্গীতা বসফোর সৌম্যার ক্রস থেকে হেড করে প্রথম গোলটি করেন। ২০ মিনিটে সৌম্যা নিজেই রিম্পা হালদারের ক্রসে একটি শক্তিশালী ভলি মেরে গোল করেন, যা পোস্টে লেগে জালে জড়ায়। এরপর পিয়ারি সৌম্যার কাট-ব্যাক থেকে ২৯ মিনিটে গোল করে ভারতের লিড বাড়ান। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে তিনি দূরপাল্লার একটি দুর্দান্ত শটে গোল করে ভারতকে ৪-০ গোলে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে ভারত আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। মাত্র এক মিনিটের মধ্যে পিয়ারি গ্রেস ডাংমেইয়ের ক্রসে ভলি করে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। ৫২ ও ৫৫ মিনিটে তিনি আরও দুটি গোল করে নিজের গোল সংখ্যা পাঁচে নিয়ে যান। সৌম্যা ৫৯ মিনিটে মঙ্গোলিয়ার গোলকিপারের ভুলের সুযোগে গোল করে ভারতের অষ্টম গোলটি করেন। এরপর কোচ ক্রিস্পিন চেত্রী কিছু পরিবর্তন আনেন। তিনি সেন্টার-ব্যাক পূর্ণিমা

কুমারী, প্রিয়দর্শিনী, এবং মালবিকাকে মাঠে নামান। পরে রঞ্জনা চানু এবং গোলকিপার মোনালিশা দেবীকেও খেলার সুযোগ দেওয়া হয়। এই পরিবর্তনগুলো ভারতের আক্রমণের ধার কমায়নি। রিম্পা, মালবিকা, এবং প্রিয়দর্শিনী দ্রুত তিনটি গোল যোগ করেন, যার ফলে ভারতের গোল সংখ্যা দশ ছাড়িয়ে যায়। ৭৫ মিনিটে গ্রেস ডাংমেই পেনাল্টি থেকে গোল করে ভারতকে ১২-০ গোলে এগিয়ে দেন। ম্যাচের শেষ দিকে প্রিয়দর্শিনী তাঁর দ্বিতীয় গোলটি করে ভারতের ১৩তম গোল নিশ্চিত করেন। ভারতের এই জয় তাদের গ্রুপ বি-তে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ড, তিমুর লেস্তে, এবং ইরাক। গ্রুপের শীর্ষ দলই অস্ট্রেলিয়ায় ২০২৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিতব্য ফাইনাল টুর্নামেন্টে যোগ্যতা অর্জন করবে। এই টুর্নামেন্টটি ২০২৭ সালের ফিফা মহিলা বিশ্বকাপের জন্যও কোয়ালিফায়ার হিসেবে কাজ করবে। কোচ ক্রিস্পিন চেত্রী ম্যাচের পর বলেন, "এটি আমাদের জন্য একটি দুর্দান্ত শুরু। পিয়ারি, সৌম্যা, প্রিয়দর্শিনী, এবং পুরো দল অসাধারণ খেলেছে। আমরা এখন পরবর্তী ম্যাচের দিকে মনোযোগ দিচ্ছি।" তিনি দলের তরুণ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের মিশ্রণের প্রশংসা করে বলেন, "আমাদের দলের গড় বয়স মাত্র ২৩.৬ বছর, তবে অভিজ্ঞতারও কোনো কমতি নেই। এই ম্যাচ আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে।" ভারতের পরবর্তী ম্যাচ ২৯ জুন তিমুর লেস্তের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচেও ভারত তাদের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাইবে। মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে এই জয় ভারতের শক্তিশালী আক্রমণ ও সুসংগঠিত প্রতিরক্ষার প্রমাণ। পিয়ারি জাক্সার পাঁচ গোল তাঁকে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে তুলে ধরেছে, যখন সৌম্যা ও প্রিয়দর্শিনী মতো খেলোয়াড়রা দলের গভীরতা প্রদর্শন করেছেন। এই ম্যাচটি ভারতীয় মহিলা ফুটবলের জন্য একটি মাইলফলক। ২০০৩ সালের পর ভারত এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপে অংশ নেয়নি। ২০২২ সালে ভারত টুর্নামেন্টের আয়োজক হলেও কোভিড প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রথম ম্যাচের পর তাদের প্রত্যাহার করতে হয়। এই জয়ের মাধ্যমে ব্লু টাইগ্রেস অস্ট্রেলিয়ার পথে একটি শক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। ভারতীয় ফুটবল সমর্থকরা সামাজিক মাধ্যমে এই জয় উদযাপন করছেন। এক্স-এ একটি পোস্টে বলা হয়েছে, ব্লু টাইগ্রেসের এই জয় ভারতীয় মহিলা ফুটবলের নতুন যুগের সূচনা। পিয়ারি জাক্সা অসাধারণ! এই জয় ভারতের তরুণ প্রজন্মের জন্যও একটি প্রেরণা, যারা মহিলা ফুটবলকে একটি সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার হিসেবে দেখছে।

টৌকিও-প্যারিস অলিম্পিকে পদকজয়ী তারকা নিলেন অবসর

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দুবারের অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় ফরোয়ার্ড ললিত কুমার উপাধ্যায় রবিবার আন্তর্জাতিক হকি থেকে অবসরের ঘোষণা করেছেন। তিনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের হকি মাঠে নিজের দক্ষতা ও নিষ্ঠার ছাপ রেখেছেন। এফআইএইচ প্রো লিগে বেলজিয়ামের বিপক্ষে ভারতের রোমাঞ্চকর ৪-৩ গোলে জয়ের পরই অবসরের সিদ্ধান্ত নেন। উত্তর প্রদেশের বারাণসীর এই ৩১ বছর বয়সী খেলোয়াড় তার ক্যারিয়ারে দুটি ঐতিহাসিক অলিম্পিক ব্রোঞ্জ পদক টৌকিও ২০২০ এবং প্যারিস ২০২৪ অর্জন করেছেন, যা তার অধ্যবসায় ও প্রতিভার প্রমাণ। ললিত তার নিজস্ব এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'একটি ছোট গ্রামে শুরু হয়েছিল, যেখানে সংস্থান ছিল সীমিত। কিন্তু স্বপ্ন ছিল অসীম। একটি স্টিং অপারেশনের মুখোমুখি হওয়ার পরেও দুইবার অলিম্পিক পোডিয়ামে দাঁড়ানো, এই পথ ছিল চ্যালেঞ্জ, উন্নতি এবং অবিস্মরণীয় গৌরব। ২৬ বছর পর আমার শহর থেকে অলিম্পিয়ান হওয়া আমার জন্য গর্ব ও কৃতজ্ঞতার।' ২০১৪ সালে সিনিয়র আন্তর্জাতিক হকিতে অভিষেক করা ললিত ১৭৯ বেশি ম্যাচ খেলেছেন এবং ৪০ বেশি গোল করেছেন। তার দ্রুত স্টিক-ওয়ার্ক, আক্রমণাত্মক সৃজনশীলতা এবং মাঠে নিবেদন তাকে ভারতের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ফরোয়ার্ডে পরিণত করেছিল। কিন্তু তার সাফল্যের পথ মোটেই মসৃণ ছিল না। ২০০৮ সালে, মাত্র ১৭ বছর বয়সে, ভারতীয় হকিতে দুর্নীতি উন্মোচনের একটি স্টিং অপারেশনের কেন্দ্রবিন্দুতে পড়েন তিনি। যদিও পরে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন, তবুও জাতীয় প্রোগ্রাম থেকে বাদ পড়েন, যা তার ক্যারিয়ারকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এই ধাক্কা তাকে খেলা ছেড়ে দেওয়ার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রথম কোচ শ্রী পরমানন্দ মিশ্রের নির্দেশনা এবং প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক ধনরাজ পিল্লের অক্লান্ত

সমর্থনে ললিত ফিরে আসেন। ২০১০ সালে ধনরাজের সহায়তায় এয়ার ইন্ডিয়ায় চুক্তি পান এবং ২০১৪ সালে তুষার খান্ডকারের মাধ্যমে বিপিসিএলে চাকরি পান। হকি ইন্ডিয়া লিগে কলিঙ্গ ল্যান্সার্সের হয়ে খেলাও তার পুনরুত্থানে ভূমিকা রাখে। এরপর তিনি ভারতের মিডফিল্ডের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে ওঠেন। ২০১৬ ও ২০১৮ সালের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সোনা, ২০১৭ সালের এশিয়া কাপে সোনা, ২০১৭ সালের হকি ওয়ার্ল্ড লিগ ফাইনালে ব্রোঞ্জ এবং ২০১৮ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রুপো জয়ে তার অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। ললিত তার অবসরের ঘোষণায় বলেন, "আজ আমি আন্তর্জাতিক হকি থেকে অবসর নিচ্ছি। এটি একটি কঠিন মুহূর্ত, কিন্তু প্রত্যেক ক্রীড়াবিদের জীবনে এই দিন আসে। আমাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব ও সম্মান।" তিনি তার যাত্রার সঙ্গীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। "আমার প্রথম কোচ শ্রী পরমানন্দ মিশ্র, যিনি আমাকে হকির সঙ্গে পরিচয় করান। হরেন্দর স্যার, যিনি এয়ার ইন্ডিয়ায় আমার প্রথম সুযোগ দেন। সমীর ভাই এবং ধনরাজ স্যার, যারা আমাকে পথ দেখিয়েছেন। বিপিসিএল, যারা আমাকে চাকরি দিয়ে আটটি অর্থপূর্ণ বছর উপহার দিয়েছে। আমার বন্ধু ও সতীর্থদের, যারা এই যাত্রাকে অবিস্মরণীয় করেছে। হকি ইন্ডিয়া, যারা আমাকে জাতীয় জার্সি পরার সুযোগ দিয়েছে। এবং রাজ্য সরকার, যারা আমাকে ডিএসপি পদে নিয়োগ করে সম্মানিত করেছে।" বিশেষভাবে তিনি বর্তমান ভারতীয় অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছেন, "হকি আমাকে সবকিছু দিয়েছে, আর তুই তার অন্যতম বড় উপহার, ভাই।" ২০২১ সালে অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত ললিতের গল্প শুধু সাফল্যের নয়, সংগ্রাম, প্রত্যাবর্তন ও প্রেরণার। তিনি বিনয়ী পটভূমির তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য একটি উদাহরণ, যারা দেখিয়েছেন যে দৃঢ়তা ও আবেগ দিয়ে যেকোনো প্রতিকূলতা জয় করা সম্ভব।

জাভি হার্নান্দেজের দিকে নজর জামশেদপুরের

জামশেদপুর, ২৩ জুনঃ দাপুটে ফুটবলের মধ্য দিয়েই গত সিজন শুরু করেছিল জামশেদপুর এফসি। ডুরান্ডের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ তথা আইএসএল শুরু করেছিল ইস্পাত নগরীর এই ফুটবল দল। টুর্নামেন্টের সেই প্রথম ম্যাচেই তাঁরা পরাজিত করেছিল মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়াকে। পরবর্তীতে মুম্বাই সিটি এফসি ম্যাচে ও বজায় ছিল সেই ছন্দ। কিন্তু সময় এগোনোর সাথে সাথেই ছন্দ হারাতে শুরু করেছিল এই ফুটবল ক্লাব। স্বাভাবিকভাবেই যার প্রভাব পড়েছিল টুর্নামেন্টের পয়েন্ট টেবিলে। নেমে আসতে হয়েছিল অনেকটা নিচে। কিন্তু টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় লেগে বদলে গিয়েছিল সমস্ত সমীকরণ। একের পর এক ম্যাচে সহজেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল স্টিফেন এজের দল। তারপর অনায়াসেই তাঁরা পরাজিত করেছিল সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু এফসিকে। মাঝে ছন্দ পতন হলেও জয়ের সরণিতে ফিরতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। পরবর্তীতে ঘরের মাঠে এফসি গোয়া দলকে পরাজিত করার ফলে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছিল সকল ফুটবলারদের। যারফলে খুব সহজেই দল চলে গিয়েছিল সুপার সিক্সে। তারপর হুয়ান পেড্রো বেনালির শক্তিশালী নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে পরাজিত করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সেমিফাইনালে স্থান করে নিয়েছিল খালিদ জামিলের ছেলেরা। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল জোসে মোলিনার শক্তিশালী মোহনবাগান। প্রথম লেগের সেমিতে তাঁদের টেক্কা সম্ভব হলেও দ্বিতীয় লেগে শেষ রক্ষে হয়নি। আপুইয়ার গোল বদলে দিয়েছিল সমস্ত পরিসংখ্যান। সেই হতাশা কাটিয়ে পরবর্তীতে অনবদ্য ফুটবলের মধ্যে দিয়ে কলিঙ্গ সুপার কাপ শুরু করেছিল রেই তাচিকাওয়ারা। একের পর এক ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার পর দল ফাইনালে উঠলে ও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পরাজিত হতে হয়েছিল মানোলো মার্কুয়েজের শক্তিশালী এফসি গোয়ার কাছে। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ ছিল সমর্থকরা। তবে সেই সমস্ত কিছু এখন অতীত। নয়া ফুটবল সিজনের জন্য অনূক আগে থেকেই ঘর গোছাতে বদ্ধপরিকর এই ফুটবল ক্লাব। সেক্ষেত্রে নয়া ফুটবলার চূড়ান্ত করার পাশাপাশি দলের বেশকিছু খেলোয়াড়দের রিলিজ করার কথা ও উঠে আসতে শুরু করেছিল ব্যাপকভাবে। যার মধ্যে বারংবার উঠে এসেছে দলের তারকা মিডফিল্ডার জাভি হার্নান্দেজের নাম। শেষ মরসুমে দলের হয়ে খেলেছিলেন প্রায় ২৬টি ম্যাচ। যার মধ্যে ৯টি গোলের পাশাপাশি ৩টি অ্যাসিস্ট ছিল এই ফুটবলারের। তবে নয়া ফুটবল মরসুমে তাঁকে দলে রাখতে আগ্রহী নয় জামশেদপুর। শোনা যাচ্ছে, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই তাঁকে দলে টানতে মরিয়া চেন্নাইয়িন এফসি। কথাবার্তা ও নাকি এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা দূর। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সমস্ত কিছু।

১১ পরিবর্তন নিয়ে আধ ডজন গোল করে নকআউটে ম্যান সিটি

দুই-তিনটি বা পাঁচ-ছয়টি নয়, ১১টি পরিবর্তন! আগের ম্যাচের একাদশের সবাইকে বাইরে রেখে পুরো ভিন্ন একাদশ মাঠে নামালেন পেপ গুয়ার্দিওলা। স্কোয়াডের গভীরতাই যেন মেলে ধরলেন কোচ। সেই দল তকে হতাশ করল না। অভিজ্ঞ ইলকাই গিন্দোয়ানের সঙ্গে জ্বলে উঠলেন তরুণরাও। গোলের উৎসব করে নকআউট পর্বে পা রাখল ম্যানচেস্টার সিটি।

আটলান্টা, ২৩ জুনঃ ক্লাব বিশ্বকাপের 'জি' গ্রুপের ম্যাচে আটলান্টায় আল-আইনকে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করে পরের ধাপে পৌঁছে গেল ম্যানচেস্টার সিটি। প্রথম ম্যাচে ওয়াইদাদ এসিকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল সিটি। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ক্লাব আল-আইন প্রথম ম্যাচে ৫ গোল হজম করেছিল জুভেন্তাসের কাছে। ভারতীয় সময় সোমবার সকালে শেষ হওয়া ম্যাচে সিটি শুরু থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আল-আইনের ওপর। অষ্টম মিনিটে প্রথম

গোল পেয়ে যায় তারা। বক্সের ভেতর একজনকে কাটিয়ে জটলার ওপর দিয়ে বাঁ পায়ে দারুণ এক চিপ করেন গিন্দোয়ান। গোলকিপারের ওপর দিয়ে আশ্রয় নেয় তা জালে। সিটির জার্সিতে প্রথমবার শুরুর একাদশে জায়গা পেয়ে প্রথম গোলের স্বাদ পান ক্লাউদিয়া এচেভেরি। ১৯ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন উইঙ্গার ২৭তম মিনিটে জালের দেখা পান নিখুঁত এক বাঁকানো ফ্রি-কিক থেকে। ৩২তম মিনিটে আর্লিং হলান্ডের হেড ফিরে আসে গোলপোস্টে লেগে। ৪১তম মিনিটে তার শট বাইরে চলে যায় অল্পের জন্য। প্রথমার্ধের শেষ দিকে তার পেনাল্টি গোলেই ব্যবধান হয় ৩-০। গিন্দোয়ান নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ৭৩তম মিনিটে। গোছানো আক্রমণ থেকে দারুণভাবে ভেতরে ঢুকে বল বাড়িয়ে দেন বের্নার্দো সিলভা। আল-আইনের রক্ষণভাগের দুর্বলতার সুযোগে অনায়াসেই গোলকিডারকে পরাস্ত করেন গিন্দোয়ান। পরের গোল দুটি আসে বদলি নামা দুজনের কাছ থেকে। ৮৪তম মিনিটে রদ্রির পাস থেকে বল পেয়ে বক্সের ভেতর একটু কারিকুরি করে আচমকা শটে গোল করেন ২১ বছর বয়সী ওস্কার বব। এরপর ছিল সিটির নতুন একজনের প্রথম গোল পাওয়ার পালা। ৮৯তম মিনিটে আল-আইনের গোলকিপারের ভুলে বল পেয়ে হলান্ডের পাসে বক্সের মাথা থেকে গড়ানো শটে গোল করেন কদিন আগে দলে যোগ দেওয়া ২১ বছর বয়সী ফরাসি উইঙ্গার হায়ান শেহকি। ওয়াইদাদ এসিকে ৪-১ গোলে হারিয়ে এই গ্রুপ থেকে নকআউট নিশ্চিত করেছে জুভেন্তাসও। গ্রুপের সেরা নির্ধারণে বৃহস্পতিবার তাদের মুখোমুখি হবে সিটি।

মুম্বই ছাড়ছেন পৃথ্বী শ! নতুন রাজ্যের হয়ে খেলার ইচ্ছে প্রকাশ

মুম্বই, ২৩ জুনঃ তরুণ ক্রিকেটার পৃথ্বী শ মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' চেয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি অন্য কোনো রাজ্যের হয়ে 'পেশাদার' খেলোয়াড় হিসেবে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ২৫ বছর বয়সী এই ব্যাটার, একসময় ভারতের উজ্জ্বল প্রতিভা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্বল পারফরম্যান্স এবং মাঠের বাইরের সমস্যার কারণে নিজের রাজ্য থেকে নতুন শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমসিএ-র একজন সিনিয়র কর্মকর্তা এক সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, "তিনি আমাদের কাছে এনওসি চেয়েছেন, এবং আমরা শীঘ্রই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।" গত কয়েক মরসুমে পৃথ্বীর সঙ্গে মুম্বইয়ের নির্বাচকদের সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হয়েছে, মূলত তার ফিটনেস নিয়ে উদ্বেগের কারণে। গত বছর, ফিটনেসের কারণে তাকে রঞ্জি ট্রফি দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। দলের ম্যানেজমেন্ট এমসিএ-কে জানিয়েছিল যে তার শরীরে চর্বির পরিমাণ বেশি। বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও পৃথ্বী প্রয়োজনীয় ফিটনেস মানদণ্ড পূরণ করতে ব্যর্থ হন। এমসিএ-র নির্বাচন কমিটি তাকে স্পষ্ট জানিয়েছিল যে ওজন কমানো না হলে তাকে দলে বিবেচনা করা হবে না। ফলস্বরূপ, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বিজয় হাজারে ট্রফি দল থেকেও তিনি বাদ পড়েন। পৃথ্বীর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স তার প্রতিভার সঙ্গে সুবিচার করেনি। ২০২৫ সালের টি-টোয়েন্টি মুম্বই লিগে তিনি ব্যাট হাতে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেননি। পাঁচ ম্যাচে মাত্র একটি অর্ধশতরানের সাহায্যে তিনি ১৩৭ রান করেন, গড় ২৭.৪০। ২০২৪-২৫ সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফিতে নয় ম্যাচে তার রান ছিল মাত্র ১৯৭, গড় ২১.৮৮। আইপিএল ২০২৪-এ দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলা তার ভাগ্য বদলাতে পারেনি। মাত্র আট ম্যাচে তিনি ১৯৮ রান করেন, গড় ২৪.৭৫ এবং স্ট্রাইক রেট ১৬৩.৬৩। এরপর ডিসি তাকে ২০২৫ আইপিএল মেগা নিলামের আগে ছেড়ে দেয়। ৭৫ লাখ টাকার ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করা সত্ত্বেও তিনি নিলামে অবিক্রিত থাকেন। ২০১৮ সালে টেস্ট ক্রিকেটে শতরানের মাধ্যমে দুর্দান্ত অভিষেক করা পৃথ্বীর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার এখন ম্লান। মাত্র পাঁচটি টেস্টে তিনি ৩৩৯ রান করেছেন, গড় ৪২.৩৭। এখন অন্য রাজ্যের হয়ে খেলার সুযোগ খুঁজছেন তিনি। দুই থেকে তিনটি রাজ্য ইতিমধ্যে তার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে।

দাপুটে জয় পেল মুর্শিদাবাদ কুইনস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুনঃ বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের দ্বিতীয় সংস্করণে মহিলা বিভাগের ম্যাচে ২৩ জুন সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুর্শিদাবাদ কুইন্স তুলে নিল দাপুটে নয় উইকেটের জয়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রাশ্মি মেদিনীপুর উইজার্ডস শুরু থেকেই মুর্শিদাবাদের মেয়েদের টাইট বোলিংয়ের সামনে চাপে পড়ে যায়। ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারের আগেই, ১৯.২ ওভারে মেদিনীপুরের ইনিংস থামে মাত্র ৬৬ রানে। এরপরই নামে বৃষ্টি, খেলা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে। ডিএলএস পদ্ধতিতে মুর্শিদাবাদ কুইন্সের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় মাত্র ৩৪ রান ৮ ওভারে। ওপেনাররা সাবধানে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান। মাত্র ৫.২ ওভারে ৩৪ রান তুলে নিয়ে সহজ জয় নিশ্চিত করে মুর্শিদাবাদ। ব্যাট হাতে অপরাজিত ১৬ রান ও বল হাতে ১৭ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন জাহানভি পাসওয়ান।

কোর্তোয়ার ১০ সেভ, ১০ জনের দল নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের দারুণ জয়

ম্যাচের শুরুতেই ১০ জনের দলে পরিণত হলো রিয়াল মাদ্রিদ। সেই সুযোগে একের পর এক আক্রমণ করল পাচুকা। তবে মেক্সিকোর দলটির সামনে বাধার দেয়াল হয়ে দাঁড়ালেন থিবো কোর্তোয়া। শেষ দিকে সেই দেয়াল ভাঙলেও কোনো বিপদ হলো না। দুর্দান্ত জয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল করল শাবি আলোন্সোর দল।

শার্লট, ২৩ জুনঃ নর্থ ক্যারোলিনার শার্লটে রবিবার 'এইচ' গ্রুপের ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। জুড বেলিংহ্যাম ও আর্দা গিলের রিয়ালকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে তৃতীয় দলটি করেন ফেদেরিকো ভালভের্দে। পাচুকার একমাত্র গোলটি করেন এলিয়াস মন্তিয়েল। রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসেবে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলেন আলোন্সো। আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালের সঙ্গে ১-১ ড্র করেছিল রিয়াল। গত ডিসেম্বরে এই পাচুকাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতেছিল স্প্যানিশ জায়ান্টরা। এবারের লড়াইয়ে ম্যাচের ফলে অবশ্য ফুটে উঠছে না, আক্রমণে কতটা দাপট দেখিয়েছে পাচুকা। গোলের জন্য মোট ২৫টি শট নিয়ে ১১টি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। ১০টিই সেভ করেন কোর্তোয়া। আর রিয়ালের ৮ শটের ৩টি লক্ষ্যে ছিল এবং সবকটিই সফল। অসুস্থতার কারণে কিলিয়ান এমবাপেকে এই ম্যাচেও পায়নি রিয়াল। ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে সপ্তম মিনিটে বড় এক ধাক্কা খায় তারা। বক্সের বাইরে প্রতিপক্ষের সালোমন রন্দনকে পেছনে থেকে টেনে ফেলে দিয়ে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন সেন্টার-ব্যাক

রাউল আসেন্সিও। প্রতিপক্ষে একজন কম থাকার সুযোগে চাপ বাড়ায় পাচুকা। করতে থাকে একের পর এক আক্রমণ। অষ্টাদশ মিনিটে দুর্দান্ত ডাবল সেভে রিয়ালকে রক্ষা করেন কোর্তোয়া। কেনেদির শট ঠেকানোর পর কাছ থেকে বাতিস্তার প্রচেষ্টা এক হাতে আটকে দেন বেলজিয়ান গোলরক্ষক। শুরুর চাপ সামলে একটু একটু করে গুছিয়ে ওঠে রিয়াল। ৩৫তম মিনিটে দারুণ এক গোলে দলকে এগিয়ে নেন বেলিংহ্যাম। ভিনিসিউসের পাস ধরে বক্সের ভেতরে ঢুকে, দুই পাশে থাকা প্রতিপক্ষের দুই খেলোয়াড়কে কোনো সুযোগ না দিয়ে বাঁ পায়ের শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন ইংলিশ মিডফিল্ডার। সেই রেশ থাকতেই সাত মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করে ইউরোপের সফলতম দলটি। ডান দিক থেকে ট্রেন্ট অ্যালেকজান্ডার-আর্নল্ডের পাস বক্সে পেয়ে প্রথম স্পর্শে গঞ্জালো গার্সিয়া বল দেন গিলেরকে। নিচু শটে গোলটি করেন তুরস্কের তরুণ মিডফিল্ডার। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যে আরও তিনটি চমৎকার সেভ করে দলের ব্যবধান ধরে রাখেন কোর্তোয়া। বিশেষ করে, কেনেদির একটি শট এক হাতে ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠানোর পর আরেকটি ঝাঁপিয়ে ঠেকান তিনি। ৭০তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করে রিয়ালকে জয়ের পথে এগিয়ে নেন আগের ম্যাচে পেনাল্টি মিস করা ভালভের্দে। ভিনিসিউসের পাস পেয়ে বক্সের বাইরে ব্রাহিম দিয়াসকে বল দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন তিনি। ছুটে গিয়ে সতীর্থের ক্রসে দারুণ ভলিতে বল জালে পাঠান উরুগুয়ের তারকা। ৮০তম মিনিটে ব্যবধান কমান মন্তিয়েল। বক্সের বাইরে থেকে তার শট রিয়ালের এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়। কিছুই করার ছিল না কোর্তোয়ার। ২ ম্যাচে একটি করে জয় ও ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে 'এইচ' গ্রুপের শীর্ষে আছে রিয়াল। ৩ পয়েন্ট নিয়ে রেড বুল সালসবুর্গ দুইয়ে, ১ পয়েন্ট নিয়ে আল হিলাল তিনে আছে। এই দুই দল অবশ্য ম্যাচ খেলেছে একটি করে। দুটিই হেরে বিদায় নিশ্চিত পাচুকার। গ্রুপের শীর্ষ দুই দল উঠবে শেষ ষোলোয়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর

Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com